

## Lecture No- 1

**আলোচ্য বিষয় :** ভাষা, বাংলা ভাষার ইতিহাস, ভাষারীতি, ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণ, ধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তন, স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জন ধ্বনি, ণ-ত্ব ও য-ত্ব বিধান (উচ্চারণ বিধি ও বানানের নিয়ম), সন্ধি, সন্ধির প্রকারভেদ, সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য।

**বিবিধ সালের আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :**

- ১। রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
- ২। নিপাতনে সন্ধি সন্ধির উদাহরণ- পর+পর = পরস্পর।
- ৩। নাবন্ শব্দটি সন্ধির মাধ্যমে গঠিত।
- ৪। আষাঢ়- শব্দে নিত্য মূর্ধণ্য-য বর্তমান।
- ৫। 'ক্ষ'-এর বিশিষ্ট রূপ- হ্ + ম।
- ৬। ণত্ব বিধি সাধারণত তৎসম শব্দে প্রযোজ্য।
- ৭। বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা দশটি।
- ৮। 'সন্ধি' ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশের আলোচ্য বিষয়।
- ৯। পেয়ারা পর্তুগিজ ভাষা থেকে আগত।
- ১০। বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃত ভাষা থেকে।
- ১১। ষড়ঋতু শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ- ষট্ + ঋতু।
- ১২। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য - ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে।
- ১৩। বাংলা ভাষার আদি স্ফূর্তির স্থিতিকাল সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।
- ১৪। গোলাপ মৌলিক শব্দ।
- ১৫। বাংলা লিপির উৎস ব্রাহ্মী লিপি।
- ১৬। বর্ণ হচ্ছে- ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক।
- ১৭। অঘোষ ধ্বনি- চ, ছ।
- ১৮। বাংলাভাষা চা, চিনি শব্দ দুটি গ্রহণ করেছে চীনা ভাষা হতে।
- ১৯। 'আনারস' এবং 'চারি' শব্দ দুটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে পর্তুগিজ ভাষা হতে।
- ২০। গুরুচর্চালী দোষমুক্ত শব্দ- শব্দাহ।
- ২১। রত্নাকর- শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ- রত্ন + আকর।
- ২২। ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ বিশেষ ভাবে বিশেষ-ষণ।
- ২৩। নাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড প্রথম বাংলা টাইপ সংযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন।
- ২৪। 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ' এর রচয়িতা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ২৫। 'বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' এর সম্পাদক আহমদ শরীফ।
- ২৬। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা- রামমোহন রায়।
- ২৭। রহিতন, হরতন ওলন্দাজ ভাষার শব্দ।
- ২৮। ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ারকাল ও পুরস্ক ইত্যাদি ব্যাকরণের রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
- ২৯। ব্যাকরণ শব্দটি- সংস্কৃত।
- ৩০। বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন- এনবি, হ্যালহেড।
- ৩১। পাণিনি বৈয়াকরণিক ছিলেন।
- ৩২। 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' ড. মুহম্মদ এনামুল হকের লেখা।
- ৩৩। ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে- ভাষার শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- ৩৪। সাধুভাষা তৎসম শব্দবহুল। যেমন- আরণ্য, বর্ণ ইত্যাদি।
- ৩৫। চলিত ভাষা তদ্ভব ও দেশী শব্দবহুল। যেমন- বন, চাঁদ, সোনা ইত্যাদি।
- ৩৬। চলিত ভাষায় সর্বনাম পদ এবং ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্তরূপে ব্যবহৃত।

- ৩৭। সাধাভাষা সাধারণত নাটকের সংলাপে অনুপযোগী।
- ৩৮। সাধাভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য- বাক্যের সরলতা ও জটিলতায়।
- ৩৯। চলিত ভাষাকে জনপ্রিয় করেন- প্রমথ চৌধুরী।
- ৪০। যে ইংরেজ ব্যক্তির কাছে বাংলা ভাষা চিরঞ্চনী হয়ে আছে তার নাম- উইলিয়াম কেরি।
- ৪১। বাংলা সাহিত্যের চলিত ভাষারীতির প্রথম মুখপাত্র সবুজপত্র।
- ৪২। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা স্ফূর্ত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে।
- ৪৩। ভাষার মৌলিক রীতি কথা বলার রীতি।
- ৪৪। প্রাকৃত কথার অর্থ স্বাভাবিক।
- ৪৫। বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়- সপ্তম শতাব্দীতে।
- ৪৬। সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষা লিখতে সর্বনাম ও ক্রিয়া পদযুগলের পরিবর্তন ঘটে।
- ৪৭। ভাষা শব্দের উচ্চারণ।
- ৪৮। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার উদাহরণ- বৈদিক।
- ৪৯। সাধু ভাষায় সাহিত্যের গাভীর্য ও অভিজাত্য প্রকাশ পায়।
- ৫০। ক্র এর বিশিষ্ট রূপ- ক+র।
- ৫১। বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি সাতটি।
- ৫২। অল্পপ্রাণ ধ্বনি- প।
- ৫৩। থ সংযুক্ত বর্ণটিতে ত+থ বর্ণ রয়েছে।
- ৫৪। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলা হয়।
- ৫৫। স্বরাগম রীতিতে 'ান' শব্দটি সিনান (আত>সিনান) শব্দে পরিণত হয়।
- ৫৬। একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে অসমীকরণ বলে।
- ৫৭। গিল্লী অর্ধতৎসম শ্রেণীর শব্দ।
- ৫৮। প্রাতরাশ এর সন্ধি-প্রাতঃ+রাশ।
- ৫৯। সন্ধির প্রধান সুবিধা- উচ্চারণের সুবিধা।
- ৬০। চন্দন তৎসম শব্দ।
- ৬১। দ্যুলোক শব্দের যথার্থ সন্ধি বিচ্ছেদ- দিব্+লোক।
- ৬২। মনঃকষ্ট এর সন্ধি বিচ্ছেদ- মনঃ + কষ্ট।
- ৬৩। মনোযোগ শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ- মনঃ + যোগ।
- ৬৪। বহুৎসব শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ বহি + উৎসব।
- ৬৫। রবীন্দ্র শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- রবি + ইন্দ্র।
- ৬৬। সংবাদ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- সম্ + বাদ।
- ৬৭। বৃহস্পতি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- বৃহৎ + পতি।
- ৬৮। ততোধিক শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- ততঃ + অধিক।
- ৬৯। জলৌকা শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- জল + ওকা।
- ৭০। পরস্পর কাচাকাছি ধ্বনি বা বনের মিলনকে- সন্ধি বলে।
- ৭১। ক্ষুধা + ঋত- ক্ষুধার্ত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ।
- ৭২। বনস্পতি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- বন + পতি।
- ৭৩। চাঁদ তদ্ভব শ্রেণীর শব্দ।
- ৭৪। হাত তদ্ভব শব্দ।
- ৭৫। রিকশা শব্দটি জাপানি ভাষা থেকে এসেছে।
- ৭৬। 'দারোগা' তুর্কি ভাষার শব্দ।
- ৭৭। হরেক শব্দটি বিদেশী উপসর্গযোগে গঠিত হয়েছে।

**বিস্তারিত আলোচনা :**

**ভাষা :** মানুষ বাগযন্ত্রের মাধ্যমে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তা যদি কোন অর্থ প্রকাশক হয় তবে তা ভাষার মর্যাদা পায়। ভাষা সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের একটি উন্নত মাধ্যম, ধ্বনিই ভাষার ক্ষুদ্রতম

একক ও প্রধান উপকরণ। ভাষার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ভাষা বিজ্ঞানিগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষের ফুসফুস তড়িত বায়ু গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ওষ্ঠ, নাক প্রভৃতি বাগযন্ত্রের সহায়তায় বেরিয়ে আসার সময় যে আওয়াজ বা ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তাকে ভাষা বলে। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষের মনোভাব প্রকাশক মুখনিঃসৃত অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।

### বাংলা ভাষা :

❖ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল-কেন্দ্র ও শতক। শতক শাখা থেকে আর্য ভাষার উদ্ভব। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ ‘বেদ’- এর ভাষা পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃত রূপ লাভ করে।

❖ বাংলা ভাষার আদি উৎস- মাগধী প্রাকৃত (ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে)।

❖ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ‘দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ’ (১৯২৬) গ্রন্থে ৮২-পৃষ্ঠায় বলেছেন- ইন্দো-আর্য ভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা স্তরের প্রথম পর্যায়ে, বাঙলায় আগমনের এক হাজার বৎসরের মধ্যে (খ্রি. পূর্ব : ৪০০ খ্রি. ৯০০) রূপান্তরিত হয় বাঙলা ভাষায়। তিনি মাগধী অপভ্রংশকে মেনে নেন বাংলায় উৎস ভাষা হিসেবে।

❖ ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ মনে করেন ৬৫০ খ্রি. কাছাকাছি সময় (সপ্তম শতকে) গৌড় প্রাকৃত থেকে আধুনিক প্রাকৃত বাংলা ভাষার জন্ম।

❖ বাংলা ভাষা দু’টি অনার্য ভাষা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত-দ্রাবিড় ও কোল।

❖ ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর সপ্তম স্থানীয় ভাষা। (সূত্রঃ বাংলা পিডিয়া)

❖ সপ্তম শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার সাধন করেন; এটিই সংস্কৃত ভাষার রূপ লাভ করে।

❖ ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব। বাম দিক থেকে ডান দিকে এ লিপি লেখা হত। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ও প্রাকৃত- উভয়ই এ লিপিতে লেখা হত।

❖ ব্রাহ্মী লিপিতে যুক্তবর্ণ নেই। বর্ণের মাত্রা নেই।

ভাষারীতি : সাধু ও চলিত :

পৃথিবীর অন্য সব ভাষার মত বাংলা ভাষার দু’টি রূপ বিদ্যমান। যথাঃ (ক) মৌখিক ভাষা বা কথ্য ভাষা রূপ এবং (খ) লৈখিক ভাষা বা সাহিত্যিক আদর্শ চলিত রীতি ও অন্যটি সর্বজন স্বীকৃত আদর্শ সাধুরীতি।

### সাধা ভাষার বৈশিষ্ট্য :

❖ সাধুভাষা তৎসম শব্দবহুল। যেমন- অরন্য, বর্ণ ইত্যাদি।

❖ সাধুভাষা গুরুগম্ভীর, মন্থর ও কৃত্রিম।

❖ সাধুভাষা কথোপকথন, কঙ্কতা এবং নাটকের সংলাপে অনুপযোয়ী।

❖ সাধু ভাষা অপরিবর্তনশীল এবং সর্বজনগ্রাহ্য।

❖ সাধাভাষা ব্যাকরণ অনুযায়ী এবং সুনির্ধারিত।

### চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য :

❖ চলিত ভাষা তদ্ভব ও দেশী শব্দবহুল। যেমন- বন, চাঁদ, সোনা ইত্যাদি।

❖ চলিত ভাষা সহজ, সরল, গতিশীল এবং কৃত্রিমতা বর্জিত।

❖ চলিত ভাষা ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট নিয়মের অনুযায়ী নয়।

❖ চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল ও সর্বজন বোধগম্যহীন।

❖ চলিত ভাষায় সর্বনাম পদ এবং ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্তরূপে ব্যবহৃত।

**ব্যাকরণ :** ব্যাকরণ হচ্ছে ভাষার বিজ্ঞানসম্মত বিচার বিশেষ-ষণের শাস্ত্র। ব্যাকরণ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ বিশেষভাবে বিশেষ-ষণ।

বি + আ + কৃ + অন = ব্যাকরণ। যে শাস্ত্র জানলে ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তার নাম ব্যাকরণ।

**বাংলা ব্যাকরণ :** ভাষার তিনটি মৌলিক উপাদান ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য। এই উপাদানগুলোর উপর ভিত্তি করেই সব ভাষার ব্যাকরণ নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় আলোচনা করে। যথা :

ক. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics) খ. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)

গ. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)

ক. ধ্বনিতত্ত্ব : বর্ণপ্রকরণ, বর্ণের উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস, সন্ধি, গত ও যত্ব বিধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ) শব্দতত্ত্ব : শব্দ গঠন, পদ পরিচয়, লিঙ্গ, বচন, শব্দ ও ধাতুরূপ, কারক, সমাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

গ. বাক্যতত্ত্ব : বাক্য গঠন, বাক্য বিশেষ-ষণ, বাক্যের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে।

❖ বাকরণ শব্দটির উৎস কৃষ্ণযজুর্বেদে (সূত্রঃ ভাষা শিক্ষা ড. হায়াৎ মামুদ)

❖ পাণিনি রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম : অষ্টাধ্যায়ী।

❖ পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ : ‘মহাভাষ্য’ ও ‘বাতিকসূত্র’।

❖ সপ্তদশ শতকে রচিত হয় ভট্টোজি দীক্ষিতের সিদ্ধান্তঙ্কৌমুদী। এই সিদ্ধান্তঙ্কৌমুদী-র সহজ সংক্ষিপ্ত রূপ হল ‘লঘু কৌমুদী’।

❖ সিদ্ধান্তঙ্কৌমুদী ও মুক্তবোধ প্রভৃতির সাথে সামঞ্জস্য করে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনা করেন ‘ব্যাকরণকৌমুদী’।

❖ মনো এল দা আসুসুস্পাঁও রচিত (রচনা : ১৭৩৪, ঢাকার ভাওয়ালে) ব্যাকরণ গ্রন্থ : ভোকারুলারিও এম ইদিওমা বেনগল-এ ই পর্তুগীজ : দিভিদিদো এম দুয়াস পার্তেস। লিসবন থেকে ১৯৪৩ সালে বেরোয়।

❖ ১৭৭৮ সালে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড কর্তৃক রচিত হয় ‘A Grammar of the Bengali Language’

### কয়েকটি বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ :

ক. রামমোহন রায় - গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)

খ. শ্যামচরণ শর্মা- বাঙ্গালা ব্যাকরণ

গ. নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ- ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’

ঘ. লোহারাম শিবোরত্ন- ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’

ঙ. ড. মুহাম্মদ শহীদুল-হ- বাঙ্গালা ব্যাকরণ

চ. জগদীশ চন্দ্র বোস- আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ

ছ. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক- ব্যাকরণ মঞ্জুরী

জ. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়- ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

❖ ‘বাংলা ভাষার উচ্চারণ’ (১২৯২ ব.) ‘স্বরবর্ণ অ’ (১২৯৯ ব.), টা টো টে’ (১২৯৯ ব.)- বাংলা ভাষার কাঠামো সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধ।

**ধ্বনি :** ধ্বনি হচ্ছে শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ বা একক। বাংলা ভাষায় যেসব মৌলিক ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো প্রধানত দুই প্রকার যথা : (ক) স্বরধ্বনি ও (খ) ব্যঞ্জনধ্বনি।

(ক) স্বরধ্বনি : অন্য ধ্বনির সংমিশ্রণ ও সাহায্য ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্বরধ্বনি (Vowel sound) বলে।

(খ) ব্যঞ্জনধ্বনি : কোন ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো স্বরধ্বনির বিপরীত। অর্থাৎ যেসব ধ্বনি অন্য ধ্বনির সংমিশ্রণ ও সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না এবং অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয় তাই ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নগুলোকে বর্ণ বলে। বর্ণ দুই প্রকার। যথাঃ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় ১১টি স্বরবর্ণ এবং ৪৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে।

মাত্রা : লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলা বর্ণমালায় কোন কোন বর্ণের উপরে ‘রেখা’ বা ‘কষি’ (-) দেওয়া আছে, একে মাত্রা বলা হয়। পূর্ণমাত্রা বর্ণ মোট ৩২ (৬+২৬) টি, অর্ধমাত্রা বর্ণ মোট ৮ (১+৭) টি, মাত্রাবিহীন বর্ণ মোট ১০ টি (৪+৬) টি।

স্বরবর্ণ : স্বরবর্ণগুলোকে উচ্চারণের স্থায়িত্ব ও ধরনের উপর ভিত্তি করে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

হ্রস্বস্বর : উচ্চারণের সময় যেসব স্বরধ্বনির স্বল্প সময় লাগে সেগুলোকে হ্রস্বস্বর বলে। হ্রস্বস্বর চারটি। যথা অ, ই, উ, ঋ।

দীর্ঘস্বর : উচ্চারণকাল দীর্ঘ বলে কতকগুলো স্বরধ্বনিকে দীর্ঘস্বর বলে। দীর্ঘস্বর সাতটি। যথা : আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

♣ সম্মুখ স্বরধ্বনি দু’টি- ই এবং এ।

♣ মধ্য স্বরধ্বনি- আ।

♣ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি দু’টি- অ এবং উ।

♣ বিবৃত স্বরধ্বনি- ঐ।

♣ সংবৃত স্বরধ্বনি দু’টি- ই এবং ঊ।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম পাঁচটি বর্ণের বা গুচ্ছের প্রত্যেকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। ক থেকে ম পর্যন্ত এই ২৫ টি বর্ণকে স্পর্শ ব্যঞ্জন বলে অভিহিত করা হয়। স্পর্শ ব্যঞ্জনগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

♣ অঘোষ বর্ণ : বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অঘোষ বর্ণ। উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না।

♣ ঘোষ বর্ণ : বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ ঘোষ। উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়।

স্পর্শ ব্যঞ্জনগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়-

♣ অল্পপ্রাণ ধ্বনি : বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিগুলো সাধারণত অল্পপ্রাণ ধ্বনি। উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে।

♣ মহাপ্রাণ ধ্বনি : বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিগুলো মহাপ্রাণ ধ্বনি। উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে।

অঘোষ		ঘোষ			
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য	উচ্চারণ স্থান
১	২	৩	৪	৫	৬
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	কণ্ঠ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	তালু
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	মূর্ধা
ত	থ	দ	ধ	ন	দন্ড
প	ফ	ব	ভ	ম	ওষ্ঠ

১ নম্বর সারি- ক চ ট ত প- অঘোষ, অল্পপ্রাণ বর্ণ।

২ নম্বর সারি- খ ছ ঠ থ ফ- অঘোষ, মহাপ্রাণ বর্ণ।

৩ নম্বর সারি- গ জ ড দ ব- ঘোষ, অল্পপ্রাণ বর্ণ।

৪ নম্বর সারি- ঘ ঝ ঢ ধ ভ- ঘোষ, মহাপ্রাণ বর্ণ।

৫ নম্বর সারি- ঙ ঞ ণ ন ম- নাসিক্য বর্ণ।

৬ নম্বর সারি- উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ক বর্ণের বর্ণগুলোকে বলা হয় কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী চ বর্ণের বর্ণগুলোকে বলা হয় তালব্য বর্ণ। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ট বর্ণের বর্ণগুলোকে বলা হয় মূর্ধ্য বা পশ্চাৎ দন্ডমূলীয় বর্ণ। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ত বর্ণের বর্ণগুলোকে বলা হয় দন্ড বর্ণ। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী প বর্ণের বর্ণগুলোকে বলা হয় ওষ্ঠ বর্ণ।

♣ চন্দ্রাবিন্দুকে ( ° ) আনুনাসিক ধ্বনি বলে।

♣ য, র, ল ব হলো অসমীকরণ বর্ণের উদাহরণ।

♣ শ, ষ, স, হ- এই চারটি বর্ণকে উষ্মবর্ণ বলে।

♣ ৎ, ঙ, - কে পরাশ্রমী বর্ণ বলে।

♣ ল বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি হচ্ছে পার্শ্বিচ ধ্বনি।

♣ র বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি হচ্ছে কম্পনজাত ধ্বনি।

♣ ড ও ঢ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি তাড়নজাত ধ্বনি।

♣ বাংলা ভাষার প্রথম ধ্বনি অ। এর উচ্চারণ এখনকার ‘অ’ এর কাছাকাছি ছিল। চর্যাপদে এর দৃষ্টান্ত আছে।

♣ অর্ধমাত্রা ৮ টি। ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ।

♣ মাত্রাহীন ১০ টি। এ ঐ ও ঔ ঔ ঔ ঔ ঔ ঔ ঔ ঔ।

♣ এ এবং ও- স্বনবর্ণ দু’টিতে মাত্রা দিলে তা যুক্ত বর্ণ হয়ে যায়।

♣ যৌগিক স্বর বা দ্বি স্বর বা দ্বৈত স্বর বা সন্ধি স্বর একই শব্দ।

♣ বাংলা ভাষায় ২৫টি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে।

♣ যৌগিক বর্ণ আছে ২টি। ঐ এবং ঔ। মুহম্মদ আব্দুল হাই ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’ বইয়ে ৩১টি যৌগিক স্বরধ্বনির কথা বলেছেন। ১৯ নিয়মিত, ১২টি অনিয়মিত।

♣ কার- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন : া (আ কার)

♣ ফলা- ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন : স্বর (স এ র ফলা)

♣ ১০টি বর্ণ শব্দের প্রথমে বসে না। ঙ ঞ ড ঢ ণ ণ ঞ ঞ :

বাংলা যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের বিশিষ্টরূপ :

ক + ম = ক্ষ	ত + র = ত্র	ট + ট = ট্ট
স্ + থ = স্ম	স্ + থ + য = স্ম্য	হ্ + ন = হ্ন
হ্ + ণ = হ্ণ	ন্ + ম = ন্ম	ত্ + ত = ত্ত
ম্ + ম = ম্ম	দ্ + ম = দ্ম	ষ্ + ণ = ষ্ণ
ক্ + ষ = ক্ষ	হ্ + ম = হ্ম	ঞ + ঝ = ঞ্ঝ
ন্ + থ = ন্ম	ষ্ + ম = স্ম	ঞ + জ = ঞ্জ
জ্ + ঞ = ঞ্জ	ণ্ + ড = ণ্ড	ঞ + চ = ঞ্চ
ধ্ + ম = ধ্ম	ক্ + ত = ক্ত	ক্ + ষ + ণ = ক্ষ্ণ
ক্ + র-ফলা = ক্র	ত্+র+উ-কার = ত্র	ঞ + ছ = ঞ্ছ
ঙ + গ = ঙ্গ	ণ্ + ন = ণ্ন	ত্ + থ = ত্থ

ধ্বনি পরিবর্তন : উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূল ধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে তাকে ধ্বনি পরিবর্তন বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি পরিবর্তন :

১। আদি স্বরাগম : কোন কারণে শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির আগে কোন স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন- স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন>ইস্টেশন, স্ত্রী>ইস্ত্রী।

২। মধ্য স্বরাগম : মধ্য স্বরাগম এ সাধারণত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে, যেমনঃ শে-ক>শোলক: স্বপ্ন>স্বপন।

৩। অন্তঃস্বরাগম : কখনো কখনো উচ্চারণের সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, একে অন্তঃস্বরাগম বলে। যেমন- বেঞ্চ>বেঞ্চি, দিন>দিনা।

৪। অপনিহিত : অপনিহিতের ক্ষেত্রে পরের ই-কার বা উ- কার আগে চলে আসে- আজি > আইজ: চারি > চাইর: সাধু > সাউধ। আবার, য ফলার অস্পৃশ্য ই-ধ্বনিরও অপনিহিত ঘটে। যেমনঃ সত্য > সইত্য : কন্যা > কইন্যা।

৫। অসমীকরণ : একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন- টপ + টপ > টপাটপ, ধপ + ধপ > ধপাধপ।

৬। স্বরসঙ্গতি : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়। যেমন- মুলা > মুলো।

- ৭। **সম্প্রকর্ষ** : উচ্চারণের দ্রুততার জন্য শব্দের আদি, অন্ড বা মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনির লোপকে সম্প্রকর্ষ বলা হয়। যেমন- জানালা > জানলা।
- ৮। **ধ্বনি বিপর্যয়** : শব্দের মধ্যে দু'টি ব্যঞ্জননের পরস্পর স্থান পরিবর্তনকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন- পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল।
- ৯। **সমীভবন** : মৌখিক বাংলায় সমীভবনের প্রচলন বেশী। আর সমীভবনের দুটো ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে সমতা লাভ করে। যেমনঃ জন্ম > জন্ম; পদ্ম > পদ্ম; তৎ + হিত > তদ্বিত।
- ১০। **বিষমীভবন** : বিষমীভবনের ক্ষেত্রে দুটো স্বরবর্ণের একটির পরিবর্তন ঘটে। যেমনঃ লাল > নাল।
- ১১। **ব্যঞ্জন বিকৃতি** : শব্দ মধ্যে কোন কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হলে তাকে ব্যঞ্জন বিকৃত বলা হয়। যেমন- ধাইমা > দাইমা, কবাট > কপাট।
- ১২। **অন্ডভুক্তি** : পদের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তা অন্ড ভুক্তি। যেমনঃ ফলাহার > ফলার ; ফাল্লুন > ফাগুন ; আলাহিদা > আলাদা।
- ১৩। **ব্যঞ্জন চ্যুতি** : সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে একটির লোপ পাওয়াকে বলে ব্যঞ্জন চ্যুতি। যেমনঃ বউদিদি > বউদি; বড়দাদা > বড়দা > বদা।
- ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান** : যে নীতি অনুসারে বাংলা ভাষার ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে দন্ড-ন এর স্থানে মূর্ধন্য-ণ (ণ) হয় তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে। অর্থাৎ তৎসম শব্দে ণ-এর সঠিক ব্যবহার এর নিয়মই ণ-ত্ব বিধান।
- শুধুমাত্র তৎসম শব্দে ণ-ত্ব এবং ষ-ত্ব বিধান কার্যকর।
  - ঋ, র, ষ-এর পর মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমনঃ তৃণ, বর্ণ।
  - সমাসবদ্ধ শব্দে দু'পদের অর্থের প্রাধান্য থাকলে ণ-ত্ব বিধান খাটে না। যেমনঃ ত্রিনয়ন, দুর্নীতি, দুর্নাম, অহনিশ, অগ্রনায়ক।
  - প্র, পরা, পূর্ব, অপর- এগুলির পর 'অহ' শব্দ থাকলে 'ণ' হয়। যেমনঃ গ্রাহ, পরাগ্রহ, পূর্বগ্রহ, অপরাগ্রহ। একই কারণে মধ্যগ্রহ এবং সায়াগ্রহ শব্দটিতে 'ন' হবে।
  - ট-বর্ণীয় ধ্বনির আগে ন হলে সবসময় তা 'ণ' হয়। যেমন- ঘন্টা, বন্টন, নির্ঘন্ট।
  - কতকগুলো শব্দে স্বভাবই ণ হয়। যেমন- মাণিক্য, বাণিজ্য, লবণ, বিপনী, পণ্য, বণিক।
  - ত বর্ণের ত, থ, দ, ধ এই চারটি বর্ণের আগে কখনো ণ বসে না। যেমন- অন্দর, পছা, ছন্দ, বন্ধন।
  - ক্রিয়াপদে সর্বদাই ন হয়। যেমন- যাবেন, খাবেন, ধরেন।
  - খাঁটি বাংলা ও তদ্ভব শব্দে ণ হয় না। যেমন- কাকন, বামুন, গিল্লি, অম্মান, নেমতল্ল।
  - বিদেশী শব্দ অথবা বিদেশী নামের বানানের ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন- কোরআন, ক্রোরিন, হারমোনিয়াম, রানার, জার্মান।
- ষ-ত্ব বিধান** : যে বিধানে তৎসম শব্দে ষ এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ষ-ত্ব বিধান বলে। অর্থাৎ তৎসম শব্দের বানানে ষ এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ষ-ত্ব বিধান।
- অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র এর পর ষ হয়। যেমন- মুমূর্ষ, সুষমা, বিষয়, ভবিষ্যৎ।
  - ই কারান্ড উপসর্গ অর্থাৎ ( ি ) দিয়ে শেষ হয়েছে যে শব্দ এবং উ-কারান্ড উপসর্গ এর পরে ষ হবে। যেমন- অধিষ্ঠান, অভিষেক, পরিস্কার, প্রতিষ্ঠান, বিষয়, সুষম, অনুষ্ঠান।
  - ঋ-কার ও র এর পর ষ হয়। যেমন- কৃষক, বৃষ্টি, সৃষ্টি, কৃষ্ণা, তৃষা।
  - রেফ এর পর ষ হয়। যেমন- হর্ষ, বর্ষ, আকর্ষণ, বিমর্ষ।

- ট ও ঠ- এর আগে মূর্ধন্য 'ষ' হয়। কষ্ট, নষ্ট, ওষ্ঠ।
  - সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয় যুক্ত পদে 'ষ' হয় না। যেমনঃ অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।
  - স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' হয় যেসব শব্দে : আষাঢ়, উষা, ভাষা, মানুষ, সরিষা, ঔষধ, পৌষ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি।
  - কল্যাণীয়েষু, প্রিয়বরেষু, প্রীতিভাজনেষু, বন্ধুবরেষু প্রভৃতি শব্দে 'ষ' হবে
  - সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে 'আ'-কারের পর 'স' হয়। যেমনঃ কল্যাণীয়াসু, পূজনীয়াসু।
  - বাংলা ক্রিয়াপদে কখনো ষ হয় না। যেমন- করিস, বলিস।
  - খাঁটি বাংলা শব্দে ষ হয় না। যেমন- দেশী, মিশি।
  - ইংরেজী, আরবি, ফারসি ইত্যাদি বিদেশী শব্দে কখনো ষ হবে না। যেমন- মেশিন, সিলেবাস, সনদ, ফসল, চশমা, খানসামা।
- সন্ধি** : সন্ধি অর্থ মিলন। দ্রুত উচ্চারণের সময় মুখ নিঃসৃত ধ্বনিগুলো পারস্পরিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এর ফলে সন্নিহিত দু'টি ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে এক ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর বা মিলনকেই সন্ধি বলে। সন্ধির উদ্দেশ্য প্রধান্ড দু'টি।
- ক. উচ্চারণ রীতিকে সহজ ও সাবলীল করা এবং
- খ. ধ্বনিগত মাধুর্য তথা ভাষার মাধুর্য সৃষ্টি।
- বাংলা সন্ধি ২ প্রকারঃ ১. স্বর সন্ধি ২. ব্যঞ্জন সন্ধি
  - তৎসম সন্ধি ৩ প্রকারঃ ১. স্বর সন্ধি ২. ব্যঞ্জন সন্ধি ৩. বিসর্গ সন্ধি।
  - সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।
  - **স্বরসন্ধি** : স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।
  - কতিপয় বাংলা স্বরসন্ধির উদাহরণঃ মেয়ে+আলি= মেয়েলি; ছেলেমি। কুড়ি+এক= কুড়িক; ধনিক। মিথ্যা+উক= মিথ্যুক; হিংসুক, নিন্দুক।
  - **ব্যঞ্জনসন্ধি** : স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।
  - কতিপয় বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণঃ উৎ + সন্ন = উচ্ছন্ন; বৎ + সর= বচ্ছর; ঘোড়া+দৌড়= ঘোড়দৌড়।
  - বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সমীভবনের নিয়মে হয়ে থাকে।
  - খাঁটি বাংলার বিসর্গ সন্ধি নেই।
  - **সংস্কৃতি স্বরসন্ধি** : ক. গৃহ + উর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব {উর্ধ্ব বানান লক্ষ্য করুন} একই রকমঃ বহুধ্বর্ক, ভূর্ধ্ব। খ. বন+ঔষধি = বনৌষধি; মহা + ঔষধ = মহৌষধ {ঔষধি এবং ঔষধ শব্দদ্বয় লক্ষ্য করুন} গ. নিপাতনে সিদ্ধঃ কুল+ অটা = কুলটা; গো + অক্ষ = গবাক্ষ; প্র+উড় (দীর্ঘ উ-কার)= প্রৌড় {প্রোড় নয়}।
  - **সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি** : ক. সুপ + অন্ড = সুবন্ড; কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা; এতদ + ঝঙ্কার = এতজ্ঝঙ্কার; বাক্ + দান = বাগদান; আপদ + শাস্তি = আপচ্ছাস্তি; অহম + কার = আহংকার। খ. নিপাতনে সিদ্ধঃ বন + পতি = বনম্পতি; তৎ + কর = তস্কর ('তৎ + কার' নয়); মনস + ঈষা (দীর্ঘ ঈ) = মনীষা; গো + পদ = গোম্পদ।
  - **সংস্কৃত বিসর্গ সন্ধি** : ক. অতঃ + এর = অতএব; তপঃ + বন = তপোবন; দুঃ + যোগ = দুর্যোগ (দুহ + যোগ নয়); অন্ডঃ + গত = আন্ডর্গত।

নিঃ (হ্রস্ব ই) + রব = নীরব; নিঃ + রস = নীরস  
 থ. নিপাতন সিদ্ধি : ভাঃ + কর = ভাস্কর; অহঃ + নিশা (নিশ নয়) =  
 অহর্নিশ। অহঃ + অহ = অহরণ।

#### সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য :

- ১। শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। অপর পক্ষে সমাস হচ্ছে একাধিক পদের একপদীকরণ।
- ২। সন্ধির সম্পর্ক ধ্বনি বা বর্ণের সাথে আর সমাসের সম্পর্ক পদ বা শব্দের অর্থগত বৈশিষ্ট্যের সাথে।
- ৩। সন্ধিতে ধ্বনির সংকোচন ঘটে আর সমাসে পুরো বাক্যের সংকোচন ঘটে **বাড়ীর কাজ :**

- ১। ভাষার সংবিধান বলা হয় কাকে?
- ২। বাংলা ভাষা পরিচয়- গ্রন্থটি কে লিখেছেন?
- ৩। ফলাহার > ফলার-কিসের উদাহরণ?
- ৪। বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্বস্বর আছে?
- ৫। মধ্য স্বরাগমের অপর নাম কি?
- ৬। বিবৃত স্বরধ্বনির উদাহরণ কি?
- ৭। মনীষা- এর সন্ধিবিচ্ছেদ কি?
- ৮। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে?
- ৯। তাড়নজাত ধ্বনি কয়টি ও কি কি?
- ১০। ক্ষ-বর্ণের বিশিষ্ট রূপ কি?
- ১১। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কি বলা হয়?
- ১২। কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' ধ্বনি সৃষ্টি হয়?
- ১৩। কোন চারটি বর্ণকে উষ্মবর্ণ বলা হয়?
- ১৪। বাংলা ভাষায় কয়টি যৌগিক স্বরবর্ণ রয়েছে?
- ১৫। ঁ- কোন বর্ণের খন্ডিত রূপ?
- ১৬। কোন দুটি স্বরবর্ণের পরে মূর্ধ্য ষ-এর প্রয়োগ হয় না?
- ১৭। ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
- ১৮। ষষ্ঠ- এর সন্ধিবিচ্ছেদ কি?
- ১৯। পান্ডু- এর সন্ধিবিচ্ছেদ কি?
- ২০। জ- বর্ণের বিশিষ্ট রূপ কোনটি?
- ২১। প্রৌঢ়- কোন সন্ধির উদাহরণ?
- ২২। ণ-ত্ব বিধি সাধারনত কোন শব্দে প্রযোজ্য?
- ২৩। কোন জাতীয় শব্দে ষ-এর ব্যবহার হয় না?
- ২৪। দৈনিক- এর সন্ধিবিচ্ছেদ কি?
- ২৫। নিশ্চয়- এর সন্ধিবিচ্ছেদ কি?
- ২৬। ভ্র- এর বিশিষ্ট রূপ কি?
- ২৭। হাসিনা>হাইস্যা>হেসে-কোন রীতির উদাহরণ?
- ২৮। তলোয়ার>তরোয়াল-কোন রীতির উদাহরণ?
- ২৯। দুটি সমবর্ণের একটির অপরিবর্তনকে কি বলা হয়?
- ৩০। ত, থ, দ-কোন ধরনের বর্ণ?

## Lecture No- 02 & 03

**আলোচ্য বিষয় :** সমাস, পদাশ্রিত নির্দেশক, লিঙ্গবাচক শব্দ, দ্বিরুক্তশব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, বচন, উপসর্গ।

#### বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী:

- ১। সমাস শব্দের অর্থ হলো- সংক্ষেপন।
- ২। সমাস ভাষাকে- সংক্ষেপ করে।
- ৩। সমাস নিম্নলিখিত পদটির নাম-সমস্‌ড় পদ।

- ৪। সমাস ৬ প্রকার।
- ৫। 'জমাখরচ' সমস্‌ড় পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য- জমা ও খরচ।
- ৬। ভাই-বোন দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ।
- ৭। দম্পতি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ।
- ৮। অহিনকুল দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ।
- ৯। সাপে নেউলে অলুকদ্বন্দ্ব সমাস।
- ১০। নীল যে আকাশ = নীলাকাশ কর্মধারয় সমাস।
- ১১। নীল যে অম্বর = নীলাম্বর কর্মধারয় সমাস।
- ১২। 'সিংহাসন' শব্দটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।
- ১৩। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এর দৃষ্টান্ত-হাসিমুখ।
- ১৪। 'গোবর গণেশ' মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।
- ১৫। প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়- উপমেয়।
- ১৬। 'চাঁদমুখ' এর ব্যাসবাক্য হলো- চাঁদের মত মুখ।
- ১৭। চন্দ্রের ন্যায় মুখ = চন্দ্রমুখ। এটি উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।
- ১৮। রূপকে কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ- মনমাঝি।
- ১৯। 'সহোদয়' বহুব্রীহি সমাস।
- ২০। 'হাতাহাতি' বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ।
- ২১। অধর্ম শব্দের সমস্যমান পদ- নেই ধর্ম যায়।
- ২২। লাঠালাঠি- ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস।
- ২৩। ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস- কানাকানি।
- ২৪। বীণাপাণি শব্দ বহুব্রীহি সমাসে নিম্পন্ন।
- ২৫। 'গোফ খেজুরে' ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস।
- ২৬। নবান্ন শব্দটি যে প্রক্রিয়ায় গঠিত- সমাস।
- ২৭। যে সমাসের পূর্ব পদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্‌ড় পদের দ্বারা সমাহার বোজায় তাকে বলে- দিগু সমাস।
- ২৮। 'হাভাতে' অব্যয়ীভাব সমাস।
- ২৯। 'বেহায়া' অব্যয়ীভাব সমাস।
- ৩০। আরক্তিম- ঈষৎ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস।
- ৩১। উপশহর শব্দটি অব্যয়ীভাব সমাস।
- ৩২। মধুমাখা শব্দটি তৎপুরুষ সমাস।
- ৩৩। 'হরবেলা' উপপদ তৎপুরুষ সমাস।
- ৩৪। 'কলুর বলদ' অলুক তৎপুরুষ সমাস।
- ৩৫। যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলা হয়- নিত্য সমাস।
- ৩৬। পূর্বপদে উপসর্গ বসে যে সমাস হয়, তাতে বলে- প্রাদি সমাস।
- ৩৭। যে সব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন অর্থের সৃষ্টি করে, তাদের বলে- উপসর্গ।
- ৩৮। উপসর্গ শব্দের আগে বসে।
- ৩৯। উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য- উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে।
- ৪০। বাংলা বাষায় একুশটি উপসর্গ আছে।
- ৪১। উপসর্গজাত শব্দ অফিস।
- ৪২। সজাগ শব্দের স-উপসর্গ বাংলা ভাষার।
- ৪৩। হাভাতে শব্দটিতে বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে।
- ৪৪। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম উপসর্গের মোট সংখ্যা ২০।
- ৪৫। প্র-তৎসম উপসর্গ।
- ৪৬। প্র, পরা, অপ-সংস্কৃত উপসর্গ।

- ৪৭। ‘পরাজাত’ শব্দটিতে উপসর্গ-পরা।  
 ৪৮। অতি- একটি উপসর্গ।  
 ৪৯। ‘লাপাত্তা’ শব্দের ‘লা’ উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে-আরবী ভাষা থেকে  
 ৫০। নিমরাজী শব্দে বিদেশী উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে।  
 ৫১। বে-সামাল-বিদেশী উপসর্গ।  
 ৫২। ‘অচিন শব্দের ‘অ’ উপসর্গটি অজানা অর্থে ব্যবহৃত।  
 ৫৩। ‘অবমূল্যায়ন ও অবদান’ শব্দ দুটিতে ‘অব’ উপসর্গটির অর্থ দুই রকম।  
 ৫৪। বিজ্ঞান শব্দে ‘বি’ উপসর্গ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।  
 ৫৫। ‘অপমান’ শব্দের ‘অপ’ উপসর্গটি বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত।  
 ৫৬। ‘অবশেষে’ শব্দটির ‘অব’ উপসর্গ অল্পতা অর্থে ব্যবহৃত।  
 ৫৭। লিঙ্গান্ধ্র হয় না এমন শব্দ কবিরাজ।  
 ৫৮। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ সংমা।  
 ৫৯। সতীন নিত্য স্ত্রীবাচক বাংলা শব্দ।  
 ৬০। ‘অরণ্য’ এর লিঙ্গান্ধ্র অরণ্যনী।  
 ৬১। নাটিকা ভিন্নার্থক স্ত্রীবাচক শব্দ।  
 ৬২। পুরুষ সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- কল্যাণীয়েষু।  
 ৬৩। দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে ননদ শব্দটির।  
 ৬৪। ‘শ্বশ্রু’ এর অর্থ শাশুরী।  
 ৬৫। ‘বকনা’ শব্দের অর্থ-গাই-বাছুর।  
 ৬৬। ফুল, ফল শব্দ দুটি ক্রীবা লিঙ্গ।  
 ৬৭। বচন অর্থ সংখ্যার ধারণা।  
 ৬৮। অপ্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়- গ্রাম।  
 ৬৯। সাহেব শব্দের বহু বচন সাহেবান।  
 ৭০। সকল নির্বাচককে সমষ্টিগতভাবে বলা হয়-নির্বাচক মন্ডলী।  
 ৭১। পাকা পাকা আম- বাক্যটিতে দ্বিগুণ শব্দদুটি বহুবচন সংকেত করে।  
 ৭২। বনে বনে ফুল ফুটেছে। এখানে ফুল-বহুবচন।  
 ৭৩। ‘ডালে ডালে কুসুম ভার’- এখানে ‘ভার’ সমূহ অর্থ প্রকাশ করছে।  
 ৭৪। অর্ধচন্দ্র বহুব্রীহি সমাস।  
 ৭৫। ‘ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি’ এখানে ‘ডেকে ডেকে’ দ্বিগুণটি যে অর্থে-পৌনঃপুনিকতা।  
 ৭৬। বিশেষণ পদযোগে গঠিত দ্বিগুণ শব্দটি- লাল লাল ফুল।  
 ৭৭। টি, টা, খানা ইত্যাদি- পদাশ্রিত নির্দেশক।  
 ৭৮। সত্য বই মিথ্যে বলবো না। এখানে বই-অনুসর্গ।  
 ৭৯। দেড় এর সঠিক গঠন- ১/২ কম ২।  
 ৮০। সপ্তম ক্রমবাচক সংখ্যা।  
 ৮১। ফুলকুমারী- রূপকে কর্মধারয় সমাস।  
 ৮২। সেবক শব্দের শুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ সেবিকা।  
 ৮৩। ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান’ এখানে টাপুর টুপুর ধ্বনাত্মক শব্দ।  
 ৮৪। ‘সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে’ এখানে খাঁ খাঁ হলো- দ্বিগুণ শব্দ।  
 ৮৫। হাট-বাজার দ্বন্দ্ব সমাস।  
 ৮৬। তেলে ভাজা এর ব্যাসবাক্য- তেলে ভাজা।  
 ৮৭। কাজলের মত কাল = কাজলকালো-উপমান কর্মধারয় সমাস।

### বিস্তারিত আলোচনা :

#### সমাস :

- ♣ সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন।
- ♣ সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। (তবে খাঁটি বাংলা সমাসেরও দৃষ্টান্ত আছে যেগুলোতে সংস্কৃতের নিয়ম খাটে না)।
- ♣ সমাস নিম্নপদটির নাম সমস্তপদ।
- ♣ যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে।

- ♣ সমস্তপদের প্রথম অংশকে বলে পূর্বপদ, পরের অংশকে বলে উত্তরপদ বা পরপদ।
- ♣ সমস্তপদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ হয় তার নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য।
- ♣ সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা : ১. দ্বন্দ্ব ২. কর্মধারয় ৩. তৎপুরুষ ৪. বহুব্রীহি ৫. দ্বিগুণ ৬. অব্যয়ীভাব।
- ♣ সমাস বাক্য ও ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে।
- ♣ সন্ধিতে মিলন হয় ধ্বনির আর সমাসে মিলন ঘটে পদ বা শব্দের।
- ♣ সন্ধিতে বিভক্তি লুপ্ত হয় না, সমাসে বিভক্তি লুপ্ত হয়।
- ♣ ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ সমাসকে প্রধানত পাঁচ প্রকার বলে প্রকাশ করেছেন।
- ♣ **দ্বন্দ্ব সমাস :** পরস্পর অধিত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষ্যার্থক পদে যে সমাস হয় এবং যাতে উভয় পদের অর্থই প্রাধান্য পায়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।
- ♣ সাধারণ দ্বন্দ্ব : কালি ও কলম = কালি-কলম, লতা ও পাতা = লতা-পাতা।
- ♣ মিলনার্থক দ্বন্দ্ব : চা ও বিস্কুট = চা-বিস্কুট, মা ও বাবা = মা-বাবা, জীন ও পরী = জীন-পরী।
- ♣ বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব : দা- কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক।
- ♣ বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব : আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়।
- ♣ দুটি সর্বনাম যোগে : যে-সে, যথা-তথা, এখানে-সেখানে।
- ♣ দুটো ক্রিয়া যোগে : দেখা-শোনা, চলা-ফেরা, যাওয়া-আসা।
- ♣ দুটো ক্রিয়া বিশেষণ যোগে : ধীরে-সুস্থে, পাক-প্রকারে, আগে-পিছে।
- ♣ **কর্মধারয় সমাস :** বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের যে সমাস হয় এবং পর পদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।
- ♣ কর্মধারয় সমাসে সাধারণত বিশেষণ পদ আগে বসে। যথা : রক্ত (বর্ণ) যে কমল = রক্তকমল।
- ♣ উপরের নিয়মের ব্যতিক্রম : অধম যে নর = নরাদম, জন যে এক = জনৈক, সিদ্ধ যে আলু = সিদ্ধ আলু।
- ♣ দুটি বিশেষণ বা দুটি বিশেষ্য পদেও কর্মধারয় সমাস সাধিত হয়। যেমনঃ যেই চালাক সেই চতুর = চালাক চতুর, যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজসাহেব।
- ♣ দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদে কর্মধারয় : আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা।
- ♣ মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, ‘মহান’ বা ‘মহৎ’ স্থানে মহা হয় : মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান, মহান যে নবী = মহানবী।
- ♣ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, পল (গোশত) মিশ্রিত ann = পলান্ন, জয় সূচক ধ্বনি = জয়ধ্বনি।
- ♣ উপমান কর্মধারয় : মিশির ন্যায় কালো = মিশিকালো, শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত, কাঁচের ন্যায় ভঙ্গুর = কাঁচভঙ্গুর, শৈলের ন্যায় উন্নত = শৈলোন্নত, ধনুকের ন্যায় বাঁকা = ধনুকবাঁকা, শিশিরের ন্যায় বৃষ্টি = শিশিরবৃষ্টি।
- ♣ উপমিত কর্মধারয় : বাহুলতার ন্যায় = বাহুলতা, পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ, নয়ন পদ্মের ন্যায় = নয়নপদ্ম, মুখ হাড়ির ন্যায় = হাড়িমুখ।
- ♣ রূপক কর্মধারয় : ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।
- ♣ অব্যয় আগে বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস : কুকর্ম, যথাযোগ্য

- ♣ সর্বনাম আগে বসে পরপদের সাথে কর্মধারায় সমাস : সেকাল, একাল
- ♣ সংখ্যাবাচক শব্দ আগে বসে পরপদের সাথে কর্মধারায় সমাস : বিকাল, বিদেশ, বেসুর
- ♣ খাটি বাংলা কর্মধারায় সমাস : মনমাঝি, আকাশগাঙ।
- তৎপুরুষ সমাস :** পূর্ব পদে বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।
- ♣ তৎপুরুষ সমাস ৯ প্রকার।
- ♣ দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী।
- ♣ তৃতীয় তৎপুরুষ সমাস : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, মধুতে মাখা = মধুমাখা, পদ দ্বারা দলিত = পদদলিত, স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত।
- ♣ চতুর্থ তৎপুরুষ সমাস : গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, দেবকে দত্ত = দেবদত্ত
- ♣ পঞ্চম তৎপুরুষ সমাস : বিলেত থেকে ফেরত = বিলেতফেরত, স্কুল থেকে পালানো = স্কুল পালানো, পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয়।
- ♣ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : চায়ের বাগান = চাবাগান, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।
- ♣ সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস : গাছে পাকা = গাছ পাকা, মাথায় ব্যথা = মাথাব্যথা।
- ♣ নবম তৎপুরুষ সমাস : এক্ষেত্রে পূর্বপদে না বাচক অব্যয় ব্যবহৃত হয় : অবিশ্বাস (ন বিশ্বাস), অসাধ্য (ন সাধ্য), আকাল (ন কাল)
- ♣ উপপদ তৎপুরুষ সমাস : কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। কুম্ভকার = কুম্ভ করে যে। এখানে কুম্ভকার = কুম্ভ + কৃ + অ। কুম্ভ শব্দটি উপপদ। কৃৎ প্রত্যয়ান্ধ শব্দের আগে উপসর্গ ছাড়া অন্য পদ থাকলে তাকে উপপদ বলে। => চেনার উপায় : এই সমাস বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদের সমাস। জলে চরে যে = জলচর, পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ।
- ♣ অলুক, তৎপুরুষ সমাস : যে ক্ষেত্রে বিভক্তি লোপ পায় না। কলের গান = কলের গান, খেলার মাঠ = খেলার মাঠ।
- ♣ প্রাদি তৎপুরুষ সমাস : প্রকৃষ্টভাব = প্রভাব, বাস্‌ড় থেকে উৎখাত = উদ্ভাস্‌ড়।
- বহুব্রীহি সমাস :** যে সমাস পূর্বপদ বা পরপদ কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন অর্থ বুঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।
- ♣ পূর্বপদ বা পরপদের নয়, তৃতীয় অর্থ প্রাধান্য পায়।
- ♣ বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার।
- ♣ সমানাদিকার বহুব্রীহি : পূর্বপদ বিশেষণ পরপর বিশেষ্য। খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ।
- ♣ ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি : পূর্বপদ বা পরপদ কোনটিই বিশেষণ নয়। যেমন : বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা।
- ♣ ব্যতিহার বহুব্রীহি : ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে যে সমাস। কানাকানি = কানে কানে যে কথা, হাতাহাতি = হাতে হাতে যে যুদ্ধ।
- ♣ মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : বিভালচোখী, কুলাকানী।
- ♣ নিপাতন সিদ্ধ : দুই দিকে অপ যার = দ্বীপ, অল্‌ড়াত অপ যার = অল্‌ড়ীপ, নরাকারের যে পশু = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবনুত, পণ্ডিত হয়েও যে মুর্থ = পণ্ডিতমূর্থ।
- দ্বিগু সমাস :** যে সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসে সমাহার বুঝায় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাস নিস্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। শত অন্দের সমাহার = শতান্দী, তের খাদার সমাহার = তেরখাদা, পঞ্চবটের

- সমাহার = পঞ্চবটী, তিন পদের সমাহার = ত্রিপদী, সপ্ত অন্দের সমাহার = সপ্তাহ, পঞ্চ নন্দের সমাহার = পঞ্চনদ (নদী নয়)।
- অব্যয়ীভাব সমাস :** অব্যয় শব্দ পূর্বে বসে যে সমাস হয় এবং যেখানে পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সামসে কেবলমাত্র অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্য গঠিত হয়।
- ♣ সামীপ্য : কঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, উপকূল।
- ♣ বীপসা : দিন দিন = প্রতিদিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে।
- ♣ অভাব : আমিষের অভাব = নিরামিষ; নির্ভাবনা, নির্জন, নিরন্তসাহ।
- ♣ সাদৃশ্য : শহরের সদৃশ = উপশহর; উপগ্রহ, উপবন।
- ♣ অনতিক্রম্যতা : রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি; যথাসাধ্য, যথাবিধি, যথাযোগ্য।
- ♣ অতিক্রাস্‌ড় : বেলাকে অতিক্রাস্‌ড় = উদ্বেল; শৃঙ্গলাকে অতিক্রাস্‌ড় = উচ্ছল।
- ♣ বিরোধ : বিরুদ্ধকূল = প্রতিকূল, প্রতিবাদ।
- ♣ পশ্চাৎ : পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন।
- ♣ ঈষৎ : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।
- ♣ ক্ষুদ্র অর্থে : উপনদী।
- ♣ দূরবর্তী অর্থে : পরোক্ষ, প্রতিমামহ।
- নিত্য সমাস :** যে সামাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না তাকে নিত্য সমাস বলে। উদাহরণ : অন্যগ্রাম = গ্রামান্ধ্র, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্যগ্রহ = গ্রহান্ধ্র, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই।
- দুপসুপা সমাস :** বিভক্তিযুক্ত এক পদের সাথে অন্য এক বিভক্তিযুক্ত পদের যে সমাস হয় তাকে সুপসুপা সমাস বলে। উদাহরণ : পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, রাত্রির মধ্য = মধ্যরাত।
- প্রাদি সমাস :** প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয় তাকে প্রাদি সমাস বলে। উদাহরণ : প্র (প্রকৃষ্টরূপে) ভাত = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন, প্র (গত) পিতামহ = প্রপিতামহ।
- পদাশ্রিত নির্দেশক :** বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয় বা প্রত্যয় রয়েছে যেগুলো বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে নির্দেশ করার জন্য বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেগুলোকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলা হয়।
- ♣ পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো অব্যয় পদ।
- ♣ টি, টা, টুকু, টুক, খানা, খানি, খান, খানিক, খানেক, গাছি, টো, টুকুন, গোটা, গুলো, টুকু প্রভৃতি পদাশ্রিত নির্দেশকের উদাহরণ।
- ♣ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে নির্দিষ্ট ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ♣ এক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায় : একটি দেশে, যেমনই হোক দেখতে।
- ♣ কিন্তু অন্য শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়- তিনটি টাকা, দুইটা হাত।
- ♣ বিশেষ্য অর্থে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয় নিচের শব্দগুলো : কেতা : এই দিন কেতা জমির দাম কত? তা : আমাকে দশ তা কাগজ দাও। পাটি : আমার এক পাটি জুতো ছিড়ে গেছে।
- ♣ খানা- শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'খন্ড' থেকে।
- ♣ টা-শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত বৃত্ত থেকে (বৃত্ত > বট > অট > টা)
- ♣ খানা বা খান হুস্বার্থে খানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- ♣ অল্প অর্থে টু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- আমার ফিরতে একটু দেরী হবে।
- ♣ অল্প পরিমাণ জ্ঞাপনে টুকুন ব্যবহৃত হয়। যথা- এতটুকুন আশা নিয়েই সে বেঁচে আছে।
- ♣ অনির্দেশক প্রত্যয়রূপে খানের ব্যবহৃত হয়। যথা- আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পার।
- লিঙ্গবাচক শব্দ :** জগতে বা প্রকৃতিতে বস্তুসমূহ, পুরুষ, স্ত্রী বা ক্লীব এই শ্রেণীতে বিভক্ত। বাংলা ভাষা এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দভেদ আছে। বাংলা ভাষায় চার প্রকার লিঙ্গ আছে।
- ♣ পুংলিঙ্গ : যেসব শব্দে পুরুষ বুঝায় তাদের পুরুষবাচক শব্দ বা পুংলিঙ্গ বলে। যেমন- বাবা, চাচা, কুমার, জেলে, প্রভৃতি।
- ♣ স্ত্রী লিঙ্গ : যেসব শব্দে স্ত্রী বুঝায় তাদের স্ত্রীবাচক শব্দ বা স্ত্রীলিঙ্গ বলা হয়। যেমন- মা, চাচী, জেলেনি প্রভৃতি।
- ♣ ক্লীব লিঙ্গ : যেসব শব্দে পুরুষ বা স্ত্রী কোনটাই বুঝায় না তাদের ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়। যেমন- চেয়ার, টেবিল, বই প্রভৃতি।
- ♣ উভয় লিঙ্গ : যেসব শব্দ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই বুঝায় তাকে উভয়লিঙ্গ বলা হয়। যেমন- শিশু, শিক্ষিত প্রভৃতি।
- ♣ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ : কতকগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। এগুলোকে পুরুষবাচক শব্দ নেই। যেমন- সতীন, বিমাতা, বিধবা, অস্ফুটসত্তা।
- ♣ নিত্য পুং লিঙ্গ : কতগুলো শব্দ দিয়ে কেবল মাত্র পুরুষ বুঝায়। যেমন- কাজী, কুন্ডিয়ার, কবিরাজ, পুরোহিত, অকৃতদার।
- ♣ খাঁটি বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমনঃ সুন্দর ছে-সুন্দর মেয়ে।
- ♣ বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যর পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন- মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে। (পাগলী হয়ে গেছে হবে না), আসমানী ভয়ে অস্থির (অস্থিরা হবে না)।
- ♣ কিছু পুরুষবাচক শব্দের দু'টি করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যেমন- দেবর, ভাই, শিক্ষক, দাদা, বন্ধু।
- ♣ কতগুলো বাংলা শব্দে পুরুষ ও স্ত্রী দুই-ই বুঝায়। যেমন- জন, পাখি, শিশু, সম্পন্ন, শিক্ষিত, মানুষ ইত্যাদি।
- ♣ শ্বশুর এর স্ত্রীবাচক- শাশুরী ও শ্বশ্রু [উভয়েরই বানান লক্ষ্য করুন]
- দ্বিরক্তি শব্দ :** দ্বিরক্তি শব্দে অর্থ হলো দু'বার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় দেখা যায় কোন কোন শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ একবার ব্যবহার করলে এক রকম অর্থ প্রকাশ করে অথচ দু'বার ব্যবহার করলে সেই শব্দই অন্য কোন সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। পদ বা অনুকার শব্দ পর পর দু'বার ব্যবহৃত হয়ে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করলে দ্বিরক্তি শব্দ গঠিত হয়। গঠনগত দিক থেকে দ্বিরক্তি শব্দ তিন প্রকার। যথা-
- ♣ শব্দের দ্বিরক্তি : একই শব্দ পর পর দু'বার ব্যবহৃত হয়ে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দের দ্বিরক্তি বলা হয়। যেমন- চুপি চুপি, শীত শীত, লালন-পালন, রীতি-নীতি।
- ♣ পদের দ্বিরক্তি : বাক্যের মধ্যে বিভক্তিয়ুক্ত পদের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাকে পদের দ্বিরক্তি বা পদাত্মক দ্বিরক্তি বলে। যেমন- দেশে দেশে, ভয়ে ভয়ে, হাতে-নাতে, দুধে-ভাতে।
- ♣ অনুকার অব্যয়ের দ্বিরক্তি : যেসব ধ্বনিসূচক দ্বিরক্তি শব্দ কোন ধ্বনি বা আওয়াজের অনুকৃতিতে দ্বিরক্তি প্রকাশ করে, তাদেরকে বলা হয় অনুকার অব্যয়ের দ্বিরক্তি। যেমন- বামবাম, শনশন, ভনভন, গুনগুন, কলকল।
- ♣ বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় দ্বিরক্তি শব্দের ব্যবহার নেই।
- ♣ কেবল বাক্যে ব্যবহৃত হলে পদের দ্বিরক্তি হয়।

- ♣ নবম-দশম শ্রেণীর বই-এর উদাহরণগুলো ভালোভাবে পড়ে নিন।

### সংখ্যাবাচক শব্দ :

- ♣ চার প্রকার সংখ্যাবাচক শব্দ রয়েছে -
  - অংকবাচক - ১, ২, ৩ .....
  - পরিমান বা গুনবাচক- এক, দুই, তিন .....
  - ক্রম বা পুরুষবাচক- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় .....
  - তারিখবাচক- পয়লা, দোসরা .....
- ♣  $\frac{1}{8}$  কে বলে চৌথাই, সিকি বা পোয়া (বা পাদ)
- ♣  $\frac{1}{3}$  কে বলে তেহাই
- ♣ তারিখ বাচক সংখ্যা এক থেকে বত্রিশ পর্যন্ত।
- ♣ চলতি বাংলায় গণনার সংখ্যাকে ঊর্ধ্ব বিভক্তিয়ুক্ত করা হয়। যেমনঃ একের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর, উনিশের নামতা।
- ♣ এক থেকে একশ গণনার পদ্ধতির নাম দশগুণোত্তর পদ্ধতি। যেমনঃ আরবীয়।
- বচন :**
- ♣ বচন অর্থ সংখ্যার ধারণা। বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ।
- ♣ বিশেষ্য এবং সর্বনাম বচনের প্রয়োগ হয়।
- ♣ বিশেষ্য লক্ষ্যণীয় :
  - মহল- প্রাণিবাচক শব্দে-মহিলামহল
  - মালা- অপ্রাণিবাচক শব্দে- পর্বতমালা, মেঘমালা
  - রাজি- অপ্রাণিবাচক শব্দে, পুষ্পরাজি- বৃক্ষরাজি
  - ব্রাত- প্রাণিবাচক শব্দে- মধুকরব্রাত
  - দাম- অপ্রাণিবাচক শব্দে- শৈবালদাম
  - নিকর- অপ্রাণিবাচক শব্দে- কমলনিকর
- ♣ 'রা'- শুধুমাত্র উন্নতদ প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়- মানুষেরা।
- ♣ বিদেশী বহুবচন বাচক প্রত্যয় যোগেও বহুত্ব বোঝানো হয়। যেমন- হা : আমলা + হা = আমলাহা (আমলারা)
- আং : কাগজ + আং = কাগজাত (কাগজপত্র)
- আন : সাহেব + আন = সাহেবান; বুজুর্গান।
- ♣ শব্দকে দুইবার প্রয়োগ করে বহুবচনের ভাব প্রকাশিত হয়। যেমন- বনে বনে, ছোট ছোট, বড় বড়।
- ♣ বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বুঝানো হয়। যেমন-
  - বাঘ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দুই-ই বুঝায়)
  - বাগানে ফুল ফুটেছে (বহুবচন)
  - বাজারে লোক জমেছে (বহুবচন)
  - পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)
- ♣ একই সাথে দু'বার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না, যেমন-
  - \* সকল মানুষেরাই মরণশীল (ভুল)
  - সব মানুষই অথবা মানুষ অথবা মানুষেরা মরণশীল (শুদ্ধ)
  - \* সব মেয়েগুলোকে ডাক (ভুল)
  - সব মেয়েকে ডাক (শুদ্ধ)
- উপসর্গ :** যেসব অব্যয় ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে তাকে উপসর্গ বলে।
- ♣ উপসর্গ গুলো অব্যয় পদ।



- ♣ উপসর্গ অর্থহীন অথচ অর্থদ্যোতক
- ♣ উপসর্গ কথ্যটি অর্থ উপসৃষ্টি
- ♣ বাংলা উপসর্গ ২১টি এবং তৎসম উপসর্গ ২০ টি
- ♣ আ, সু, বি, নি এই চারটি উপসর্গ বাংলা এবং তৎসম উভয়ক্ষেত্রেই রয়েছে।
- ♣ বিদেশী উপসর্গ :
- ♣ ফারসি : কার (কারখানা), দর (দরখাস্ত), না (নারাজ, নাখোস), নিম (নিমখুন), ফি (ফিবছর), বদ (বদরাগী), বে (বেহায়া), বর (বরখেলাপ), ব (বনাম, বকলম), কম (কমবখত)
- আরবি : আম (আমমোজার), খাস (খাসকামরা), লা (লাপাতা), গর (গরহাজির)
- ইংরেজী : ফুল (ফুলহাতা), হেড (হেডস্যার), হাফ (হাফপ্যান্ট), সাব (সাবজজ)।

#### বাড়ীর কাজ :

- ১। শব্দের পূর্বে বসে কোনটি ?
- ২। ‘অপ’ উপসর্গটি ‘অপকর্ম’ শব্দে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
- ৩। ‘লা’ কোন উপসর্গের উদাহরণ?
- ৪। নিমরাজি, ফিরোজ শব্দ দুটির নিম ও ফি উপসর্গ দুটি বাংলা ভাষায় এসেছে কোন ভাষা থেকে?
- ৫। দ্বন্দ্ব সমাসের বিপরীতে সমাস কোনটি ?
- ৬। ‘রাজপথ’- এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
- ৭। হররোজ- এর উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত?
- ৮। তের- কোন ধরনের সংখ্যাবাচক শব্দ?
- ৯। বিনোদ- এর স্ত্রী বাচক শব্দ কি হবে?
- ১০। অরণ্যানী- শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
- ১১। যে প্রত্যয় নির্দিষ্টতা বুঝায়, তাকে কি বলে?
- ১২। হজুর শব্দের স্ত্রীবাচক কোনটি?
- ১৩। উপমান অর্থ কি?
- ১৪। পুন্ড্রিকা-কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
- ১৫। কুলি শব্দের স্ত্রীবাচক কোনটি?
- ১৬। ‘কে কে গান গাইবে?’- কোন দ্বিরুক্তি?
- ১৭। বাগানে বাগানে ফুল কুড়াই- কোন বচনের উদাহরণ?
- ১৮। শীত শীত লাগছে- কোন দ্বিরুক্তির উদাহরণ?
- ১৯। সে, তুমি ও আমি= আমরা- কোন সমাস?
- ২০। কোন কোন পদে বচন হয়?
- ২১। হরতাল কোন ভাষার শব্দ?
- ২২। হাট-বাজার শব্দটি কোন কোন ভাষার সংমিশ্রণে তৈরী?
- ২৩। জরদি- শব্দের অর্থ কি?
- ২৪। কদাচার- এর ব্যাসবাক্য কি হবে?
- ২৫। এক দ্বারা উন = কোন সমাস?
- ২৬। যুগান্তর কোন সমাসের উদাহরণ?
- ২৭। সাহেব- এর বহুবচন কি?
- ২৮। এক যে ছিল রাজা- এখানে পদাশ্রিত নির্দেশক কি অর্থ প্রকাশ করছে?
- ২৯। সুনজর, সুখবর, সুদিন শব্দগুলোতে ‘সু’ কোন উপসর্গ?
- ৩০। উপসর্গের প্রধান কাজ কি?

## Lecture No- 04

**আলোচ্য বিষয় :** ধাতু, পদ প্রকরণ, শব্দ প্রকরণ, যৌগিক-রুচি-যোগরুচ শব্দ, কাল, অনুজ্ঞা, অনুসর্গ।

#### বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :

- ১। পঙ্কজ যোগরুচ শব্দ।
- ২। যোগরুচ শব্দের উদাহরণ জলদ।
- ৩। উৎপত্তির দিক থেকে ক্রিয়াপদ যে দুভাগে বিভক্ত-মৌলিক ও কৃদন্ত।
- ৪। বাঙালিরা ভাত খায়- সাধারণত বর্তমান কালের উদাহরণ।
- ৫। যে কাজ এখনও চলছে তাকে ঘটমান বর্তমান বলে।
- ৬। বালকেরা স্কুলে যাচ্ছে- বাক্যটি ঘটমান বর্তমান কাল নির্দেশ করে।
- ৭। এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি- বাক্যটি পুরাঘটিত বর্তমান কাল নির্দেশ করে।
- ৮। সে পুরস্কার পেয়েছে- বাক্যটি পুরাঘটিত বর্তমান কাল নির্দেশ করে।
- ৯। “আগে প্রতি বছর এখানে খেলা হত”- বাক্যটি নিত্যবৃত্ত অতীতকাল নির্দেশ করে।
- ১০। চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে পরোক্ষ উক্তির ক্রিয়ার কাল অপরিবর্তিত থাকে।
- ১১। বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে পদ।
- ১২। ধাতুর পর আই প্রত্যয় যুক্ত করলে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়।
- ১৩। ‘সুন্দর মাত্রেই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।’- এই বাক্যে সুন্দর শব্দটি বিশেষ্য পদ।
- ১৪। ‘লাজ’ যে ধরনের পদ-বিশেষ্য।
- ১৫। আরব সারণ, বিশ্বনবী- বিশেষ্য পদের উদাহরণ।
- ১৬। জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত- নদী।
- ১৭। তারুণ্য-গুণবাচক বিশেষ্য।
- ১৮। প্রচুর এর বিশেষ্য রূপ প্রাচুর্য।
- ১৯। ‘কাবুলী’- এর বিশেষ্য পদ কাবুলীওয়ালা।
- ২০। ধাতুর শেষে অন্ড প্রত্যয় যোগ করলে বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।
- ২১। যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাকে বলে- ভাব বিশেষণ।
- ২২। যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায়, তাকে বলা হয়- ক্রিয়াবিশেষণ।
- ২৩। ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ- সে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটল।
- ২৪। বিশেষণের বিশেষণ- অতিশয় মন্দ কথা।
- ২৫। জীবনী শব্দটি বিশেষণ।
- ২৬। ‘ইচ্ছা’ বিশেষ্যের বিশেষণ- ঐচ্ছিক।
- ২৭। সন্ধা শব্দের বিশেষণ- সান্ধ্য।
- ২৮। ‘এ মাটি সোনার বাড়ী’ এ উদ্ভূতিতে ‘সোনা’- বিশেষণের অতিশায়ন।
- ২৯। ‘তুমি এতক্ষণ কী করছে?’- এই বাক্যে ‘কী’ সর্বনাম পদ।
- ৩০। যে বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে- লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে।
- ৩১। “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন” এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি- বিয়োজন অব্যয়।
- ৩২। ‘লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ’ এই বাক্যে ‘কিন্তু’ হলো- সংকোচন অব্যয়।
- ৩৩। ‘মরি মরি ! কি সুন্দর প্রভাতের রূপ’ বাক্যে ‘মরি মরি’ অনশ্বয়ী অব্যয়।

- ৩৪। “মরি মরি, কি সুন্দর প্রভাতের রূপ” এখানে অনস্বয়ী অব্যয়ে উচ্চাস প্রকাশ পেয়েছে।
- ৩৫। ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান’- এখানে ‘টাপুর টুপুর’ ধ্বনাত্মক শব্দ।
- ৩৬। যে বাক্যে ধ্বনাত্মক শব্দ আছে- চিলটি সাঁ সাঁ করে উড়িয়া গেল।
- ৩৭। শারীরিক অস্বস্তির ভাবজ্ঞাপক দ্বিরুক্ত শব্দ-কুটকুট।
- ৩৮। ‘না’- অব্যয় জাতীয় শব্দ।
- ৩৯। তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে ‘না’- এর ব্যবহার হ্যাঁ-বাচক অর্থে।
- ৪০। ‘তুমি কি আমায় চেন’? বাক্যটিতে ‘কি’- এর ব্যাকরণগত পরিচয়- অব্যয়।
- ৪১। ‘ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ! এই বাক্যের ‘কী’ অব্যয়ের ব্যবহার হয়েছে- বিরক্তি প্রকাশে।
- ৪২। ক্রিয়াপদ- কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে।
- ৪৩। বাবা বাড়ি নেই- এ বাক্যে ‘নেই’ ক্রিয়া পদ।
- ৪৪। কোন বাক্যে যে ক্রিয়াপদ অসমাপ্ত থাকে, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।
- ৪৫। অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা গঠিত বাক্যে শুধুমাত্র এক প্রকার কর্তা দেখা যায়।
- ৪৬। আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব-বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।
- ৪৭। সে যে চাল চলেছে তাতে তাকে ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না- বাক্যটিতে সমধাতুজ কর্ম আছে।
- ৪৮। একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।
- ৪৯। যৌগিক ক্রিয়ার গঠন হয় নিরূপ- এক বা একাধিক সমাপিকা ও অসমাপিকার মিশ্র গঠনে।
- ৫০। মা শিশুটিকে চাঁদ দেখাচ্ছে- বাক্যটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত।
- ৫১। ‘ছেলেটি গোল-ায় গেছে’ এই বাক্যে ক্রিয়াপদটি-মিশ্র ক্রিয়া।
- ৫২। যা কিছু হারায় গিন্গী বলেন, কেটা বেটাই চোর- এখানে হারায় প্রযোজক ধাতু।
- ৫৩। কাজটি ভাল দেখায় না- এই বাক্যে ‘দেখায়’ ক্রিয়াটি কর্মবাচ্যের ধাতুর উদাহরণ।
- ৫৪। টি, টা, খানা ইত্যাদি-পদাশ্রিত নির্দেশক।
- ৫৫। সত্য বই মিথ্যে বলবো না। এখানে বই-অনুসর্গ।
- ৫৬। ওরা কি করে- বাক্যে নাম পুরস্ক ব্যবহার করা হয়েছে।
- ৫৭। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ-বাক্যটির অতি পদটি বিশেষ্যের বিশেষণ।
- ৫৮। সৌন্দর্য্য সকলকেই আকর্ষণ করে- এই বাক্যে সৌন্দর্য্য বিশেষ্য পদ।
- ৫৯। নিপুন কারিগর- গুণবাচক বিশেষণ।
- ৬০। ছেলেটি যেন রাজপুত্র- এই বাক্যে যেন পদের ব্যবহার তুলনামূলক অর্থে।
- ৬১। অর্ধেক সম্পত্তি- অংশবাচক বিশেষণ।
- ৬২। তারুণ্য- গুণবাচক বিশেষ্য।
- ৬৩। নিজের ভালো কে না চায়- বাক্যটিতে ভালো বিশেষ্য পদ।
- ৬৪। ধাতুর পর আই প্রত্যয় যুক্ত হলে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়।
- ৬৫। পাঠক শব্দে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।
- ৬৬। পাঠক শব্দটি সংস্কৃত ধাতু হতে গঠিত।
- ৬৭। অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু ধাতুর দৃষ্টান্ত যা।

৬৮। অনুজ্ঞার উদাহরণ- তুমি যাও।

৬৯। তুমি যদি যেতে ভাল হতো- বাক্যটিতে যেতে শব্দটি নিত্যবৃত্ত অতীত।

৭০। তিনি প্রত্যহ গঙ্গান করিতেন- বাক্যটি হল নিত্যবৃত্ত অতীতকাল।

### বিস্তারিত আলোচনা :

**ধাতু :** ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল। ক্রিয়াপদকে বিশেষ-ষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায়। যথা- (১) ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং (২) ক্রিয়া বিভক্তি। ধাতু তিন প্রকার। যথাঃ ১. মৌলিক ধাতু, ২. সাধিত ধাতু ও ৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু

♣ **মৌলিক ধাতু :** যে ধাতু বিশেষ-ষণ করা যায় না তাকে মৌলিক ধাতু বলে। মৌলিক ধাতুগুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত-

ক) খাঁটি বাংলা ধাতু- কাট, কাদ, জান, নাচ

খ) সংস্কৃত বা তৎসম ধাতু- কৃ, ধৃ, গম্, গঠ, স্থা

গ) বিদেশী ধাতু- আট, খাট, চেচ্, টান্, টুট, ডর, জম্, ঝল্, ফির, চাহ্, বিগড়।

♣ **সাধিত ধাতু :** মৌলিক ধাতু কিংবা কোন কোন নাম শব্দের সঙ্গে আ- প্রত্যয় যোগে গঠিত ধাতুকে সাধিত ধাতু বলা হয়। সাধিত ধাতু তিন ধরনের। যথাঃ

ক) **নাম ধাতুঃ** সাধারণত বিশেষ্য/বিশেষণ পদের সাথে ‘আ’ বিভক্তি যোগ করে নাম ধাতু গঠন করা হয়। যেমন-ঘুম + আ = ঘুমা; ধমক + আ = ধমকা।

খ) **প্রযোজক ধাতুঃ** মৌলিক ধাতুর পর প্রেরণার্থে ‘আ’ যোগ করে প্রযোজক ধাতু গঠন করা হয়। যেমন- পড়+আ = পড়া, কর + আ = করা।

গ) **কর্মবাচ্যের ধাতু :** কর্মবাচ্যের ধাতু বাক্য মধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। যথাঃ কাজটি ভালো দেখায় না। যা কিছু হারায় গিন্গী বলেন কেটা বেটাই চোর।

♣ **সংযোগমূলক ধাতু :** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, দে, পা, যা, খা ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক ধাতু বলে। যেমন- সুদ খা, ঘুষ খা, বড় হ, রাজি হ, ভয় কর, লজ্জা কর।

♣ মৌলিক ধাতুকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়।

♣ হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে? বাক্যের ‘হের’ ধাতুটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

♣ কয়েকটি বিদেশী ধাতুর উদাহরণঃ

আট-শক্ত করে বাঁধা-অর্থে ব্যবহৃত

চেঁচ- চিৎকার করা-

টুট-ছিন্ন হওয়া-

লটক-ঝুলালো-

বিগড়-নষ্ট হওয়া-

ঘাট-মেহনত করা -

♣ বিশেষ্য বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে ‘অ’ প্রত্যয় যোগ করে নাম ধাতু গঠিত হয়।

♣ মৌলিক ধাতুর পর প্রেরণার্থ ‘আ’ প্রত্যয় যোগে প্রযোজক ধাতু গঠিত। কর + আ = করা।

**পদ প্রকরণ :** বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলা হয় পদ। পদ দু প্রকারঃ নাম পদ ও ক্রিয়াপদ। নাম পদ চার প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়।

**বিশেষ্য :** যেসব পদ দিয়ে কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল, জাতি, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বুঝানো হয় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। বিশেষ্য পদ ৬ প্রকার।

♣ **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য :** যে পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, গ্রন্থ, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এর নাম বুঝায়।

- ক) ব্যক্তি-নজরুল, রহমান, জিলুর, ডোরা, ওমর।  
 খ) ভৌগোলিক স্থান-ঢাকা, নিউইয়র্ক, প্যারিস।  
 গ) ভৌগোলিক সংজ্ঞা-মেঘনা, হিমালয়, ভূমধ্যসাগর।  
 ঘ) গ্রন্থের নাম-বিশ্বনবী, নন্দিত নরকে, মা, অগ্নিবীণা।

♣ **জাতিবাচক বিশেষ্য** : এই পদ দ্বারা একই জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বুঝায়। যেমন-গরু, নদী, পাখি, মাছ, মানুষ, ইংরেজ।

♣ **বস্তু বা দ্রব্যবাচক** : কোন উপাদানবাচক পদার্থের নাম বুঝায়। যেমন-মাটি, চিনি, লবণ, ঘড়ি, মোবাইল।

♣ **সমষ্টিবাচক** : সমষ্টিবাচক বিশেষ্য কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বুঝায়। যেমন-সভা, সমিতি, দল, বাঁক, বহর, মাহফিল।

♣ **ভাববাচক** : ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয় যে বিশেষ্য দ্বারা। যেমন-গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন, শয়ন।

♣ **গুণবাচক** : কোন বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বুঝায়। যেমন-তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, সুখ, দুঃখ।

**বিশেষণ** : যে পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থা, পরিমাণ বুঝায় তাকে বিশেষণ বলে। ইহা দুই ভাগে বিভক্তঃ ১. নাম বিশেষণ ২. ভাব বিশেষণ।

♣ **নাম বিশেষণ** : যে বিশেষণ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে।  
 ক. রূপবাচক : নীল আকাশ, কাল মেঘ।

খ. গুণ বাচক : চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর।

গ. অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, খোঁড়া পা।

ঘ. সংখ্যাবাচক : হাজার লোক, দশ দশা।

ঙ. ক্রমবাচক : প্রথমা কণ্যা, দশম শ্রেণী।

♣ **ভাব বিশেষণ** : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাই ভাব বিশেষণ। ভাব বিশেষণ তিন প্রকার : ক. ক্রিয়া বিশেষণ

খ. বিশেষণীয় বিশেষণ গ. অব্যয়ের বিশেষণ।

(ক) **ক্রিয়া বিশেষণ** : যে বিশেষণ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে। যেমন- ধীরে ধীরে বায়ু বয়।

(খ) **বিশেষণীয় বিশেষণ** : নাম বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে। যেমন- রকেট অতি দ্রুত চলে।

(গ) **অব্যয়ের বিশেষণ** : অব্যয়ের অর্থ অব্যয় পদকে বিশেষিত করে যেমন- ধির তারে শত ধিক নির্লজ্জ যে জন।

♣ **বাক্যের বিশেষণ** : যদি বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করে, তবে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন- দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে আবার নানা সমস্যায় আক্রান্ত বাস্তুবিকই তুমি বদমাশ লোক।

♣ **বিশেষণের অতিশায়ন** : যখন বিশেষণ পদ দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের দোষ, গুণ, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে তুলনায় তারতম্য অর্থাৎ একের উৎকর্ষ বা অপকর্ম বুঝায় তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন- চন্দ্র পৃথিবীর চেয়ে ক্ষুদ্রতম, রহিমা হাসিনার চেয়ে সুন্দর।

♣ **খাঁটি বাংলা শব্দে দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে চেয়ে, হতে, অপেক্ষা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।**

♣ **খাঁটি বাংলা শব্দে বহুর মধ্যে অতিশায়নে সবচাইতে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।**

♣ **দুটি বস্তুর মধ্যে জোর দিতে গেলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, কম, অল্প, অধিকতর প্রভৃতি যোগ করতে হয়। যেমন : পদ্মফুল গোলাপের চেয়ে অনেক সুন্দর।**

♣ **তৎসম শব্দে অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স' প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে 'ইষ্ট' প্রত্যয় যুক্ত শব্দ হয়। যেমন- লঘিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, গরিষ্ঠ।**

**সর্বনাম** : বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তবে সর্বনাম বলে। সর্বনামকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয় :

ক) ব্যক্তিবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা ও ওরা।

খ) আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি, নিজ।

গ) সামীপ্যবাচক : এই, এরা, এ, ইনি।

ঘ) দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব, উহা, উনি।

ঙ) সাকুল্যবাচক : সব, তাবৎ, সমুদয়, সর্ব।

চ) ব্যাতিহারিক : আপনা, আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর।

ছ) অন্যাদিবাচক : পর, অন্য, অপর।

\* **সর্বনামের পুরুষ** : বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার পুরুষ আছে।

ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার-

ক. **উত্তম পুরুষ** : বক্তা নিজেই উত্তম পুরুষ। যথা- আমি, আমরা, আমাদের।

খ. **মধ্যম পুরুষ** : প্রত্যক্ষভাবে যে ব্যক্তি বা শ্রোতা উদ্দিষ্ট হয় তাই মধ্যম পুরুষ। যেমন- তুমি, তোমরা।

গ. **নাম পুরুষ** : পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতা নাম পুরুষ। যেমন- সে, আপনি।

**অব্যয়** : যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে, তাকে অব্যয় বলে। বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় রয়েছে :

ক. **খাঁটি বাংলা অব্যয়** : আর, আবার, ও হ্যাঁ, না।

খ. **তৎসম অব্যয়** : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, দৈবাৎ, বরং, এবং সুতরাং, পুনশ্চ, আপাতত।

গ. **বিদেশী অব্যয়** : আলবত, বহুত, খুব, সাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা। অব্যয় প্রধানত চার প্রকার-

ক. **সমুচ্চরী অব্যয়**- একটি বাক্যের সাথে আর একটি বাক্যের অথবা বাক্যের একটি পদের সাথে অন্য পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটিয়ে থাকে।

\* **সংযোজক অব্যয়** : ও, আর, অধিকন্তু, সুতরাং।

\* **বিয়োজক অব্যয়** : কিংবা, কিন্তু, বা, অথবা, না হয়, নয়ত।

\* **সংকোচন অব্যয়** : যে, যদি, যদিও প্রভৃতি।

\* **অনুগামী সমুচ্চরী অব্যয়** : যে, যদি, যদিও প্রভৃতি।

খ. **অনন্সরী অব্যয়** : বাক্যের অন্য কোন পদের সাথে কোন সমন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানারকম ভাব প্রকাশ করে। যেমন-হ্যাঁ, আমি যাব। বেশ তো ঠিক আছে।

গ. **অনুসর্গ অব্যয়** : ইহা বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের পরে বিভক্তির মতো বসে। ইহা ২ প্রকার। একে পদান্বয়ী অব্যয় ও বলে।

ঘ. **অনুকার অব্যয়** : অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে যেসব অব্যয় গঠিত সেগুলোকে অনুকার অব্যয় বলে। যেমন-কড়কড়, ঝামঝাম, গরগর, শনশন প্রভৃতি।

**ক্রিয়াপদ** : বাক্যস্থিত যে পদ দ্বারা কোন পুরুষ কর্তৃক বিশেষ কালে সম্পন্ন কাজ বুঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদ দুই প্রকারঃ সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া।

♣ **সমাপিকা ক্রিয়া** : যে ক্রিয়াপদ দিয়ে বাক্যের অর্থ শেষ করে দেওয়া হয়, আর কিছু বলার আকাঙ্খা থাকে না। যেমন- ছাত্ররা পড়া শিখেছে।

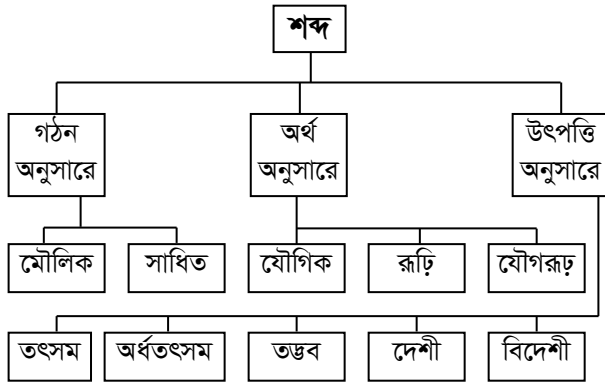
♣ **অসমাপিকা ক্রিয়া** : যে ক্রিয়াতে বাক্যের অর্থ শেষ হয় না, আরো কিছু বলার আকাঙ্খা থাকে। যেমন- যদি নিয়মিত পড়াশুনা করতে .....

উৎস গঠন ও ব্যবহারের দিক থেকে ক্রিয়াপদকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

- ♣ **সকর্মক ক্রিয়া** : যে বাক্যে কর্মপদ আছে : আমরা বল খেলি।
- ♣ **অকর্মক ক্রিয়া** : যে বাক্যে কর্মপদ নেই : আমরা রোজ বেড়াই।
- ♣ **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** : বাবা আমাকে কলম দিয়েছেন। কলম-মুখ্য কর্ম; আমাকে- গৌণ কর্ম।
- ♣ **প্রযোজক ক্রিয়া [সংস্কৃতে নিজস্ব ক্রিয়া]** : সাপুড়ে সাপ খেলায়।
- ♣ **নাম ধাতুর ক্রিয়া** : শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন। আজগরটি ফোঁসাচ্ছে। দাঁত কনকনাচ্ছে। কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর।
- ♣ **যৌগিক ক্রিয়া** : একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া একত্রিত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। ঘটনাটা শুনে রাখ। সাইরেন বেজে উঠল।
- ♣ **মিশ্র ক্রিয়া** : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধনাত্মক অব্যয়ের সাথে কর, হ, দে, পা, যা, কাট, ছাড়, ধর প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ মিশ্রক্রিয়া গঠন করে। যেমন- এখন গোল-নয় যাও। আমরা তাজমহল দর্শন করলাম। মাথা ঝিমঝিম করছে।

### শব্দ প্রকরণ :

শব্দ : মনের ভাব প্রকাশের জন্য এক বা একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে অর্থবোধক হলেই তা শব্দ বলে বিবেচিত হয়।



### গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ :

ক) **মৌলিক শব্দ** : যে শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না, যা কোন পদার্থের নাম বা অভিধা এবং যার প্রকাশিত অর্থই চরম, সেই শব্দকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন- চাঁদ, বউ, মা, পা, নাক।

খ) **সাধিত শব্দ** : সাধিত শব্দসমূহকে বিশ্লেষণ করলে একাধিক মৌলিক প্রত্যয় নিস্পন্ন শব্দ পাওয়া যায়। যেমন- হাত + ল = হাতল, ফুল + এল = ফুলেল, চল + অন্দ = চলন্দ।

### অর্থমূলক শ্রেণী বিভাগ :

ক) **যৌগিক শব্দ** : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অনুগামী অর্থ : গায়ক, কর্তব্য, বায়ুয়ানা, মধুর, দৌহিত্র।

খ) **রুঢ়ি শব্দ** : প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে গঠিত, অর্থ মূল শব্দের অনুগামী নয়, অন্য অর্থ বোঝায়। যথা : বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, পাঞ্জাবী, সন্দেশ, কালি।

গ) **যোগরুঢ় শব্দ** : সমাসনিস্পন্ন শব্দ, অর্থ সমস্যমান পদের অনুগামী নয়। যেমন- পঞ্চজ = পঞ্চ জন্মে যা। কিন্তু পঞ্চজ অর্থ পদ্ম। আবার রাজপুত্র = রাজার পুত্র। যোগরুঢ় অর্থ দাঁড়িয়েছে জাতিবিশেষ। সেইরকম- মহাযাত্রা এবং জলধি।

### উৎসমূলক শ্রেণী বিভাগ :

ক) **তৎসম শব্দ** : যে সব শব্দ পরিবর্তন ছাড়াই সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলোই তৎসম শব্দ। অর্থাৎ এই শব্দগুলো অবিকৃত বানানে সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। যেমন- বৃক্ষ, লতা, সূর্য, নক্ষত্র।

খ) **অর্ধতৎসম শব্দ** : এই সংস্কৃত শব্দ সমূহ ঙ্গ বা বহুল পরিমাণে বিকৃত হয়ে অর্ধতৎসম শব্দে পরিণত হয়েছে। যেমন- পুরোহিত > পুরোষ, জ্যোত্স্না > জোছনা, সূর্য > সূর্য।

গ) **তদ্ভব শব্দ** : এসব শব্দ সংস্কৃত থেকে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অধিকাংশ সাধারণ বাংলা শব্দ এই প্রকারের। যেমন- চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ, মৎস্য > মাছ > মাছ, হৃদ > হৃৎ > হাত।

ঘ) **দেশী শব্দ** : যেসব শব্দ এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে দেশী শব্দ বলা হয়। যেমন- চাউল, চাটাই, কলা, খড়, ঝাঙা, ডাব।

ঙ) **বিদেশী শব্দ** : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের যেসব শব্দ বাংলায় স্থান করে নিয়েছে তাদের বিদেশী শব্দ বলে। যেমন-

ফারসি : কোরবানি, খোদা, চশমা, মসজিদ, নামায, নমুনা।

আরবি : গোসল, উকিল, আদালত, রায়, মোক্তার, মুসেফ, এজলাস।

ইংরেজী : পুলিশ, ইউনিভার্সিটি, কলেজ সিনেমা।

ফরাসি : কুপন, কার্তুজ, কাফে, রেস্লেড্রা।

পর্তুগিজ : গীর্জা, পাদ্রি, যিশু, আলপিন, সাবান।

**কাল** : ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে। ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার।

### বর্তমান কাল :

ক) **সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান** : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাদারণভাবে ঘটে অথবা অভ্যস্ততা বুঝায়। যেমন - সকালে সূর্য উঠে, আমি রোজ স্কুলে যাই।

খ) **ঘটমান বর্তমান** : কোন ক্রিয়া বর্তমানে ঘটছে এমন বুঝায়। যেমন- বৃষ্টি পড়ছে, আমি যাচ্ছি।

গ) **পুরাঘটিত বর্তমান** : ক্রিয়া আগে শেষ হলেও এখনো তার ফল বর্তমান আছে এমন বুঝায়। যেমন- বৃষ্টির জন্য পথে কাদা হয়েছে।

### অতীত কাল :

ক) **সাধারণ অতীত** : যে ক্রিয়া কোন নির্দিষ্ট অতীত কালে ঘটেছে। যেমন- হাসান চলে গেল, বাবা আদেশ করলেন।

খ) **নিত্যবৃত্ত অতীত** : যে ক্রিয়া অতীত কালে সবসময় বা নিয়মিত ঘটত। যেমন- আমি খুব হাঁটতাম, এখন পারি না, আমি পরীক্ষায় ভালো করতাম।

গ) **ঘটমান অতীত** : যে ক্রিয়া অতীত কালে চলছিল অতীতে শুরু হলেও তা অসমাপ্ত ছিল এমন বুঝায়। যেমন- কার রাতে বৃষ্টি পড়ছিলো।

ঘ) **পুরাঘটিত অতীত** : যে ক্রিয়া অতীতে বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গেছে এবং যার পরে আরো কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। যেমন- বৃষ্টি থামার পর আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম।

### ভবিষ্যৎ কার :

ক) **সাধারণ ভবিষ্যৎ** : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বুঝায়। যেমন- আমরা বেড়াতে যাব।

খ) **ঘটমান ভবিষ্যৎ** : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে আরম্ভ হয়ে চলতে থাকবে এমন বুঝায়। যেমন- আমি দৌড়াতে থাকব।

গ) **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, অতীতকালে হয়ত ঘটেছিল বা ঘটে থাকতে পারে এমন বুঝায়। যেমন- তিনি হয়ত বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখে থাকবেন।

♣ **নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল** : স্বাভাবিকতা বা অভ্যস্ততা বোঝাতে। যেমন- আমি রোজ সকালে হাঁটতে যাই।

**বিশিষ্ট প্রয়োগ** : স্থায়ী সত্র প্রকাশে : দুইয়ে দুইয়ে চার।

কাব্যের ভণিতায় : মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

অনিশ্চয়তায় : কে জানে সে আমায় ভালোবাসে কিনা।

❖ যদি, যেন, যখন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার নয়।

❖ ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় নিত্য বর্তমান কাল : আলেকজান্ডার ৩২৬ খৃঃ পূর্বাব্দে ভারত জয় করেন।

❖ সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

অনুমতি নিতে : এখন তবে আসি।

উদ্ধৃতিতে : চণ্ডীদাস বলেন, “সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।”

নেই, নাই, নি শব্দ যোগে : তিনি গতকাল আসেননি।

❖ ঘটমান বর্তমান কাল : নীরা গান গাইছে হাসান বই পড়ছে।

দুটো অতীত কালের বর্ণনায় শেষেরটা ঘটমান বর্তমান : দেখলাম, তুমি কাঁদছ।

❖ সাধারণ অতীত কালের প্রয়োগ : পুরাঘটিত বর্তমানের স্থলে : এক্ষণে জানলাম কুসুম কীট আছে। বিশেষ ইচ্ছায় : যা খুশি কর, আমি বিদায় হলাম।

❖ ঘটমান অতীত কাল : আমরা তখন বই পড়ছিলাম।

**অনুজ্ঞা :** অনুজ্ঞা হলো আদেশ, অনুরোধ প্রভৃতি অর্থে- i) বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে ii) ক্রিয়া পদের রূপ। অনুজ্ঞাকে দুই ভাগে বাগ করা যায়।

১। ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা : বর্তমান কালে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, আশীর্বাদ ইত্যাদি বুঝালে তাকে ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা বলে।

২। ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝাতে যেক্রিয়া পরে হবে এমন বুঝায় তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বলে।

❖ উত্তম পুরস্কে অনুজ্ঞা হতে পারে না কেননা কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।

❖ অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরস্কে অনুজ্ঞা হয় না।

❖ প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরস্কের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সংগে ‘হ’ যোগ করে শব্দ গঠনের রীতি ছিল।

❖ ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা : আদেশে : সদা সত্য কথা বলবে।

সম্ভাবনায় : চেষ্টা কর, বুঝতে পারবে।

বিধান অর্থে : রোগ হলে ঔষধ খাবে।

অনুরোধ : কাল আসিও।

**অনুসর্গ :**

❖ যে সব অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনামের পরে বসে বিভক্তির কাজ করে তাই অনুসর্গ।

❖ অনুসর্গ কখনো স্বাধীন পদরূপে, কখনো বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়।

❖ উপসর্গ যেমন নাম শব্দ বা কৃদন্ত শব্দের আগে বসে, অনুসর্গ তেমনি নাম শব্দের পরে বসে।

❖ অনুসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে।

❖ প্রতি, বিনা, বিহনে, অবধি, হেতু, মাঝে, পরে, ব্যতীত, পর্যন্ত, অপেক্ষা, সহকারে, সাথে, কর্তৃক, দিয়ে, দিয়া পক্ষে, অধিক, পাছে, ভিতর, পানে, নামে, মত নিকট প্রভৃতি অনুসর্গ।

❖ অনুসর্গের প্রয়োগ : কর্তৃকারকের সঙ্গে : তুমি বিনা আমার আছে কে?

করণকারকের সঙ্গে : বিনা সুতায় গাঁথা মালা

সমসূত্রে অর্থে : শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না।

সক্ষমতা অর্থে : রাজার পক্ষে সব কিছু সম্ভব।

সহায় অর্থে : আমার পক্ষে উকিল কে ?

**বাড়ীর কাজ :**

১। ‘বিনে’ স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা- এখানে ‘বিনে’ কি অর্থ প্রকাশ করেছে?

২। দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? এ বাক্যে কোনটি অনুসর্গ।

৩। অনুসর্গ কোথায় বসে?

৪। ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় কোন পুরস্ক ব্যবহৃত হয় না?

৫। ‘পাঠক’ শব্দটি কোন শ্রেণীর ধাতু থেকে গঠিত?

৬। ‘টান কোন ধাতুর উদাহরণ?

৭। সর্বজন- এর বিশেষণ কি?

৮। ইচ্ছা বিশেষ্যের বিশেষণটি কি?

৯। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এল বান- এখানে টাপুর টুপুর কোন ধরনের শব্দ?

১০। ‘পুণ্যে মতি হোক’ বাক্যে ‘পুণ্য’ কোন পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?

১১। বাঁশ বাজে ঐ মধুর লগনে- এই বাক্যে বাজে কোন পদ?

১২। আপন ভালো সবাই চায়- এই বাক্যে ভালো কোন পদ?

১৩। বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে কি বলা হয়?

১৪। সে শুধু মেধাবীই নয়, পরস্কে জ্ঞানীও বটে। এখানে ‘পরস্কে’ কোন ধরনের অব্যয়?

১৫। মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এ বাক্যে কোনটি প্রয়োজক কর্তা?

১৬। ‘বহুত’, ‘খুব’ প্রভৃতি কোন শ্রেণীর অব্যয়?

১৭। ‘দরিদ্র’ - এর বিশেষ্য পদ কোনটি?

১৮। গৌণ কর্ম সাধারণত মুখ্য কর্মের কোথায় বসে?

১৯। সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে কোন ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে?

২০। যে পদের দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করা বুঝায় তাকে কোন পদ বলে?

২১। শব্দ ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

২২। বিশেষ্য-যণের অযোগ্য শব্দকে কি বলে?

২৩। রাজপুত্র- কি ধরনের শব্দ?

২৪। সন্দেহ- শব্দের বৃৎপত্তিগত অর্থ কি?

২৫। বাক্যের একক কি?

২৬। যত্ন করলে রত্ন মেলে- এখানে করলে কোন ধরনের ক্রিয়া?

২৭। অনুসর্গ অব্যয়ের অপর নাম কি?

২৮। ‘না’ শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?

২৯। ‘বড় হ’- কোন ধাতু?

৩০। এক্ষুনি বাড়ি যাও- কোন অনুজ্ঞা?

## Lecture No-5

**আলোচ্য বিষয় :** যতি, কারক, কৃৎ প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়, বাক্য প্রকরণ, বাচ্য।

**বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :**

১। বিরামচিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়ার নিয়ম-ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১।

২। প্রথম বঙ্গলী সাহিত্যে ব্যাখ্যামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৩। পূর্ণচ্ছেদ বিরাম চিহ্ন-দাঁড়ি।

৪। ‘বুলবুলিতে ধান খেয়েছে’- এই বাক্যের ‘বুলবুলিতে’ যে কারক ও বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে- কর্তৃকারকে সপ্তমী।

৫। অন্ধজনে বন্ধ ঘরে, দিবা-রাত্রি কষ্ট করে-বাক্যে কর্তায় এ বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

৬। যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাবে বলে অপাদান কারক।

৭। ‘সর্বক্ষে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথায়’ - কর্মকারকে ষষ্ঠ্য।

- ৮। করিমকে রহিম গতকাল মেরেছে- এখানে কর্মকারক সূচক শব্দ করিমকে।
- ৯। বাঁশি বাজে- বাক্যটিতে কর্ম কারকে ১ম বিভক্তি আছে।
- ১০। কর্তা যা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলে- করণ কারক।
- ১১। ঘোড়াকে চাবুক মার- করণ কারকে শূন্য বিভক্তি।
- ১২। ‘আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভি নু হায়’- করণে সপ্তমী।
- ১৩। ‘পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা’- সম্প্রদানে সপ্তমী।
- ১৪। সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না- ‘মেঘে’ অপাদান কারক।
- ১৫। ‘বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহেমোন প্রার্থনা’- অপাদানে সপ্তমী।
- ১৬। ‘আলোয় আঁধার কাটে’- অধিকরণে সপ্তমী।
- ১৭। ‘আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস’- অধিকরণ কারকে সপ্তমী।
- ১৮। পৃথিবীতে কে কাহার?- অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।
- ১৯। কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল- অধিকরণে সপ্তমী।
- ২০। ‘আয়ু যেন পদ্ম পাতায় নীড়’- অধিকরণ কারক।
- ২১। ‘কান্নায় শোক কমে’- অধিকরণ কারক।
- ২২। ধর্মে তোমার মতি হোক- অধিকরণে সপ্তমী।
- ২৩। ‘মাঠে ধান ফলেছে’- স্থানধিকরণ।
- ২৪। ‘আমার বই পড়া হয়েছে’ বাক্যটির কর্তৃবাচ্য রূপে হচ্ছে- আমি বই পড়েছি।
- ২৫। যে বাক্যের কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে ভাববাচ্য বলে।
- ২৬। ভাববাচ্যের উদাহরণ- এবার মাছ ধরা যাক।
- ২৭। ভাববাচ্যের উদাহরণ- আমাকে ভাত দেওয়া হয়নি।
- ২৮। তুমি বেড়ালে। এ বাক্যের ভাববাচ্যে রূপান্তর- তোমার বেড়ানো হলো।
- ২৯। ‘বাঁশি বাজে ওই দূরে’- কর্ম কর্তৃবাচ্যের উদাহরণ।
- ৩০। ‘চাঁদ দেখা যাচ্ছে’ এই বাক্যে কর্মকর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ ঘটেছে।
- ৩১। যে বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।
- ৩২। ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য- নতুন শব্দ গঠন।
- ৩৩। শব্দ ও ধাতুর মূলকে বলে- প্রকৃতি।
- ৩৪। যে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয় তার নাম- প্রকৃতি।
- ৩৫। ক্রিয়া পদের মূল অংশকে বলা হয়- ধাতু।
- ৩৬। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রতিপাদিত বলে।
- ৩৭। ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাতে বলে- কৃদন্ত শব্দ।
- ৩৮। পাঠক শব্দে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।
- ৩৯। মেছো শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়-মাছ + উয়া।
- ৪০। উৎকর্ষতা-প্রত্যয়জনিত কারণে অশুদ্ধ। শুদ্ধ -উৎকৃষ্ট।
- ৪১। দোলনা শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়-দুল + অনা।
- ৪২। বাংলা গদ্যে প্রথম বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- ৪৩। মাধ্যমিক শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়- মধ্যম + ষিক।
- ৪৪। কলসটি কানায় কানায় পূর্ণ-আধারধিকরণে সপ্তমী।
- ৪৫। জমি থেকে বাড়ি দেখা যায়- অধিকরণ কারকে পঞ্চমী।
- ৪৬। ঘরেতে ভোমর এল গুনগুনিয়ে- অধিকরণে ৭মী।
- ৪৭। এ সাবানে কাপড় কাচা চলবে না- করণে সপ্তমী।

- ৪৮। আপনি কি পুকুরে গোসল করবেন- অধিকরণ কারক।
- ৪৯। বাদলের ধারা বারে বার- অপাদানে ৬ষ্ঠী বিভক্তি।
- ৫০। যেই তার দর্শন পেলাম, সেই আমরা প্রস্থান করলাম- মিশ্র বাক্য।
- ৫১। যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে-জটিল বাক্য।
- ৫২। অনুজ্ঞার উদাহরণ- তুমি যাও।
- ৫৩। বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক শব্দ।
- ৫৪। তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি- যৌগিক বাক্য।
- ৫৫। যৌগিক বাক্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-দু’টি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন।
- ৫৬। যখন তোমার হাতে টাকা হবে, তখন আমাকে দিও-জটিল বাক্য।
- ৫৭। বিদ্বান লোক সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র- সরল বাক্য।
- ৫৮। যদি সত্য বল তাহলে মুক্তি পাবে-মিশ্র বাক্য।
- ৫৯। কোথায় যাওয়া হচ্ছে- ভাববাচ্যের উদাহরণ।

### বিস্তারিত আলোচনা :

#### যতি :

- ❖ বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য যতি বা ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
  - ❖ দাঁড়ি, বিজ্ঞাসা চিহ্ন, বিস্ময় চিহ্ন, কোলন, কোলন ড্যাস, ড্যাস- এই চিহ্নগুলির ক্ষেত্রে বিরতি কাল ১ সেকেন্ড।
  - ❖ কমা এবং উদ্ধরণ চিহ্ন-বিরতি কাল : ‘এক’ বলতে যে সময় প্রয়োজন হয়।
  - ❖ সম্বোধনের পর কমা বসে। জটিল বাক্যের অসম্পূর্ণ প্রত্যেক খন্ড বাক্যের পর কমা বসে। উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসাতে হবে। তারিখ লিখতে বার মাসের পর কমা।
  - ❖ কমা অপেক্ষা বেশী বিরতির জন্য সেমিকোলন (;) ব্যবহৃত হয়।
  - ❖ প্রথম বন্ধনী বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়।
- কারক :** কোন একটি বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। কারক ৬ প্রকার।
- ❖ **কর্তৃকারক :** যে ক্রিয়া সম্পাদন করে।
  - ❖ **কর্ম কারক :** যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্মকারক পাওয়া যায়।
  - ❖ **করণকারক :** ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র বা সহায়ক বা উপকরণকে কারণকারক বলে। কি উপায়ে বা কিসের দ্বারা প্রশ্ন করলে করণকারক পাওয়া যায়।
  - ❖ **সম্প্রদানকারক :** সত্ত্ব ত্যাগ করে কাউকে কিছু দেয়াই সম্প্রদানকারক।
  - ❖ **অপাদানকারক :** যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত র রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেই ভীত হয় তাকেই অপাদানকারক বলে।
  - ❖ **অধিকরণকারক :** কোন ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং স্থানকে অধিকরণকারক বলে।
  - ❖ **বিভক্তি :**

প্রথমা	শূল, আ,
দ্বিতীয়া	কে, রে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
চতুর্থী	কে, রে
পঞ্চমী	হতে, থেকে, চেয়ে
ষষ্ঠী	র, এর
সপ্তমী	এ, য, তে

♣ ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য অনুযায়ী কর্তৃকারক ৪ প্রকার :

- (ক) মুখ্য কর্তা : ছেলেরা ফুটবল খেলছে।  
 (খ) প্রযোজক কর্তা : শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।  
 (গ) প্রযোজ্য কর্তা : শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।  
 (ঘ) ব্যতিহার কর্তা : বাঘে মহিষে একঘাটে জল খায়। রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণালড়।

♣ বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গী অনুযায়ী কর্তৃকারক তিন প্রকার :

- (ক) কর্মবাচ্যের কর্তা : তোমাকে যেতে হবে।  
 (খ) ভাববাচ্যের কর্তা : আমার যাওয়া হবে না।  
 (গ) কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা : বাঁশি বাজে। কলমটা ভেঙ্গে গেল।

♣ কর্মকারকে প্রধানত দু'প্রকার কর্ম থাকে।

- (ক) মুখ্য বা বস্তুবাচক কর্ম : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম বলে। যেমন- বাবা আমাকে একটি কলম দিলেন। এখানে কলম মুখ্য কর্ম।  
 (খ) গৌণ বা ব্যক্তিবাচক কর্ম : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন- বাবা আমাকে একটি কলম দিলেন। এখানে- আমাকে গৌণ কর্ম।

♣ এছাড়াও কর্ম কারককে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- ক) উদ্দেশ্য কর্ম : বিভক্তি যুক্ত স্বাভাবিক কর্মকে উদ্দেশ্য কর্ম বলে।  
 খ) বিধেয় কর্ম : বিভক্তিহীন দ্বিতীয় অতিরিক্ত কর্মকে বিধেয় কর্ম বলে।  
 উদাহরণ : দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) আমরা দুগ্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি।  
 হলুদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদা (বিধেয় কর্ম)

- গ) সমধাতুজ কর্ম : কোন কোন অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেই ক্রিয়াজাত কোন শব্দকে কর্মরূপে ব্যবহার করে ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়, এরূপ কর্মকে সমধাতুজ কর্ম বলে। যেমন- খুব এক খেলা খেললাম।

♣ অধিকরণকারক তিন প্রকার :

- ক) কালাদিকরণ : যে কালে বা যে সময়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেমন- আমরা সকালে রওনা হব।  
 খ) আধারাদিকরণ : ক্রিয়া সংঘটনের স্থানকে বলে আধারাদিকরণ। আধারাদিকরণ আবার ৩ প্রকার।  
 ক. ঐকদেশিক : পুকুরে মাছ আছে (পুকুরের যে কোন স্থানে)  
 খ. অভিব্যাপক : তিলে তৈল আছে (সমগ্র তিল জুড়ে)  
 গ. বৈষয়িক : সুমনা অংকে ভালো।  
 গ) ভাবাদিকরণ : কোন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যদি অন্য ক্রিয়ার কোনরূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তাহলে তাকে ভাবাদিকরণ বলে। ভাবাদিকরণে সর্বদা সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমীও বলে। যেমন- কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।

**প্রত্যয় :** বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- ১। কৃৎ প্রত্যয় : ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলে প্রকৃতি। আর ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে ধ্বনি যুক্ত হয় তাতে বলে কৃৎ-প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দকে কৃদসম্ভ শব্দ বলে। কৃৎপ্রত্যয় দুই প্রকার। যেমন- (ক) বাংলা কৃৎ প্রত্যয়  
 (খ) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।

ক) বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ :

- ডুব + অ = ডুব > ডুবু  
 দুল্ + অনা = দুলনা > দোলনা  
 মুড় + অক = মোড়ক  
 গুন্ + আনি = গুনানি  
 ফির্ + তা = ফিরতা > ফেরতা

♣ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ :

- উপধা : প্রকৃতির অন্তর্ভবনের আগের ধ্বনিকে উপধা বলে।  $\sqrt{\text{পঠ}}$  এর প + অ + ধ বিশেষ-স্বর্গে 'অ' হলো উপধা।  
 টি : আদ্য স্বরের পরের অংশটুকুকে বলে টি। পঠ ধাতুর অধ হলো টি।  
 ইৎ : যুক্ত হবার সময় প্রত্যয়ের যে অংশ লোপ পায়।  $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{ণক} = \text{পাচক}$ । শব্দে 'ণ' হলো ইৎ।

শ্র + অনট = শ্রবন।	পঠ + ক্ত = পঠিত
নী + অনট = নয়ন।	সিচ্ + ক্ত = সিঙ্ক
মুচ্ + ক্ত = মুক্ত	বপ্ + ক্ত = উগ্ধ
মুহ্ + ক্ত = মুগ্ধ	স্বপ + ক্ত = সুপ্ত
গম্ + ক্তি = গতি	শম্ + ক্তি = শান্দি
মন + ক্তি = মতি	দা + তব্য = দাতব্য
ক্রী + ত্চ = ক্রেতা	জি + অল = জয়

- ২। তদ্ধিত প্রত্যয় : ক্রিয়ামূল বা ধাতু ব্যতীত অন্য যে কোন শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হলে তাতে তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়। তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার।

ক) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় :

কেষ্ট + আ = কেষ্টা	সেকাল + এ = সেকালে
চড় + আই = চড়াই	খুন + ইয়া = খুনিয়া > খুনে
ইতর + আমি = ইতরামি	বাত + উয়া = বাতুয়া > বেতো
ঢাল + উ = ঢালু	হাট + উরিয়া = হাটুরিয়া
>হাটুরে	
তামা + টিয়া = তামাটিয়া > তামাতে	

খ) বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয় :

- ♣ ওয়ালা > আলা (হিন্দী) : বাড়ি + ওয়ালা = বাড়ীওয়ালা  
 ♣ আনা > আনি (হিন্দী) : হিন্দু + আনি = হিন্দু আনি  
 ♣ ওয়ান > আন (হিন্দী) : দ্বার + ওয়ান = দারোয়ান  
 ♣ পনা (হিন্দী) : বেহায়া + পনা = বেহায়াপনা  
 ♣ সা > সে (হিন্দী) : পানি + সা = পানসা > পানসে  
 ♣ গর > কর (ফারসি) = জাদু + কর = জাদুকর।  
 ♣ বাজ (দক্ষ অর্থে-ফারসি) = গলা + বাজ = গলাবাজ  
 ♣ দার (ফারসি) : চৌকি + দার = চৌকিদার  
 ♣ বন্দী (বন্দ-ফারসি) : জবান + বন্দী = জবানবন্দী  
 ♣ 'টিপসই' ও 'নামসই' শব্দদুটোর 'সই' প্রত্যয় নয়। এটি 'সহি' (অর্থে স্বাক্ষর) শব্দ হতে এসেছে।

গ) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় :

মধুর + ষ = মাধুর্য	শিশু + ষ = শৈশব	সর্বভূমি + ষ = সার্বভৌম
কবি + ষ = কাব্য	হীল = ইমন্ = নীলিমা	লঘু + ইষ্ট = লঘিষ্ঠ
প্রাচী + ষ = প্রাচ্য	মান + ঈন = মানী	কুল + নীন = কুলীন
জল + নীয় = জলীয়	মেধা + বিন্ = মেধাবী	শীত + ল = শীতল
গুণ + বতৃপ্ = গুণবা	সূর্য + ষ = সৌর	চিত্র + ষ = চৌত্র

গুণবান

[নিপাতনে সিদ্ধ]

ধীর + ষ্য = ধৈর্য বুদ্ধি + মতুপ = বুদ্ধিমান অগ্নি+ষেঃ =  
আগ্নেয়

দশরথ + ষিঃ = দাশরথি সমুদ্র + ষিঃক = সামুদ্রিক।

**বাক্য প্রকরণ :** যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোন বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে। ভাষার মূল উপকরণ বাক্য। বাক্যের দু'টি অংশ। যথাঃ ক) উদ্দেশ্য ও খ) বিধেয়।

ক) **উদ্দেশ্য :** বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাই উদ্দেশ্য বলে।

যেমন- রমা একজন ভালো গায়ক। একটি মাত্র পদ বিশিষ্ট উদ্দেশ্যকে বলে সরল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যের সাথে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে।

খ) **বিধেয় :** কোন বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়, তাই বিধেয়। যেমন- রমা একজন ভালো গায়ক।

♣ **বাক্যের তিনটি গুণ থাকা চাই -**

ক) **আকাঙ্ক্ষা :** পরের পদ শোনার ইচ্ছা অর্থাৎ বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বুঝার জন্য এক পদের পর অপর পদ শোনার ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন- সূর্য উঠলে .....

খ) **আসক্তি (আসক্তি নয় কিন্তু) :** সুশৃঙ্খল পদ বিন্যাস অর্থাৎ বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে আসক্তি বলে। যেমন- আগামীকাল আমাদের কলেজের পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এখানে বাক্যটি আসক্তি গুনসম্পন্ন। কিন্তু যদি বলা হয়, “অনুষ্ঠিত কাল হবে উৎসব বিতরণী আগামী আমাদের পুরস্কার কলেজের”- একানে বাক্যটি আসক্তি গুন হারায়।

গ) **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থগত ও ভাবগত মিলবন্ধনকে যোগ্যতা বলে। বাক্যের যোগ্যতার সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত-

♣ **রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা :** রীতিসিদ্ধ অর্থে শব্দের প্রয়োগ ঘটবে।

♣ **দুর্বোধ্যতা :** দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারে বাক্য যোগ্যতা হারায়। যথাঃ তুমি আমার সাথে প্রবঞ্চ করেছ।

♣ **উপমার ভুল প্রয়োগ :** আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উগ্ধ হল। ক্ষেত্রে বীজ বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। শুদ্ধ বাক্যটি হবে : আমার হৃদয় ক্ষেত্রে আশার বীজ উগ্ধ হল।

♣ **বাহুল্য দোষ :** বাক্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারের ফলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারিয়ে ফেলে। যেমন- সব মানুষেরাই স্বার্থপর।

♣ **বাগধারার রদ বদল :** অরণ্যে রোদন না বলে বনে ক্রন্দন বা ব্যাঙের সর্দি না বলে টেংরা মাছের সর্দি বললে বাক্য ভুল হবে।

♣ **গুরুচন্ডালী দোষ :** তৎসম শব্দের সাথে কোথায় কোথায় দেশী শব্দ মিশে এ দোষ তৈরী করে।

গরুর গাড়ী স্থলে গরুরশকট, শব্দাহ স্থলে শবপোড়া, মড়াপোড়া স্থলে মড়াদাহ- প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচন্ডালী দোষে দুষ্ট।

**বাক্যের গঠনগত শ্রেণীবিভাগ :**

ক) **সরল বাক্য :** একটি কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে। পুপুর পদ্মফুল জন্মে। বৃষ্টি হচ্ছে।

খ) **মিশ্র বা জটিল বাক্য :** একটি প্রধান খন্ড বাক্যের সাথে এক বা একাধিক আশ্রিত খন্ডবাক্য থাকে। ইংরেজী Complex sentence এর অনুরূপ। যে ... সে, যতই .... ততই, যেখানে .. সেখানে, এইসব শব্দগুচ্ছ সাধারণত থাকে। এগুলো না থাকা অবস্থায়ও জটিল বাক্য হতে পারে- যথাঃ তিনি বাড়ী আছেন কিনা আমি জানি না। ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।

গ) **যৌগিকবাক্য :** যৌগিকবাক্য দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্রবাক্য নিয়ে গঠিত। এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি দ্বারা নিরপেক্ষ বাক্য দুটি যুক্ত থাকে। যেমন- উদয়ালন্দ পরিশ্রম করব তথাপি কারও দ্বারস্থ হবে না।

**বাক্য :** বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া প্রভৃতির যে কোনটিকে প্রধানরূপে বুঝানোর প্রকাশভঙ্গিকে বাক্য বলে। অর্থাৎ বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিই বাচ্য। বাচ্য চার প্রকার : কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, কর্মকর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্য।

♣ **কর্তৃবাচ্য :** বাক্যে কর্তার অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং ক্রিয়াপদ মূলত কর্তার অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন- ছাত্ররা অংক করছে। রোগী পথ্য সেবন করে।

♣ **কর্মবাচ্য :** বাক্যে কর্মপদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায় এবং ক্রিয়াপদ মূলত কর্মের অনুসারী হয়। কর্মবাচ্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন- চোরটা ধরা পড়েছে। আসামীকে জরিমানা করা হয়েছে।

♣ **কর্ম কর্তৃবাচ্য :** বাক্যে প্রকৃত কর্তার সন্ধান মেলে না এবং কর্মপদই কর্তা বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন- কাজটা ভালো দেখায় না। বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগনে। সূতী কাপড় অনেকদিন টিকে।

♣ **ভাববাচ্য :** ভাববাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। ভাববাচ্যে ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরস্ক্রমের হয়। যেমন- আমার যাওয়া হল না (কর্ম নেই, ‘যাওয়া’- নামপুরস্ক্রমের ক্রিয়া)।

♣ **তবে কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহা থাকে এবং কর্মের দ্বারা ই ভাববাচ্য গঠিত হয়। এটি ব্যতিক্রম। যেমন- এ পথে চলা যায় না। এবার ট্রেনে ওঠা যাক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে।**

**বাড়ির কাজ :**

১। বিরাম বা যদি চিহ্ন কয়টি?

২। বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত না হলে সেখানে কোন বিভক্তি আছে বলে মনে করা হয়?

৩। পুপুরে মাছ আছে- পুপুরে কোন অধিকরণ?

৪। নদীতে মাছ ধরা সহজ নয়- নদীতে কোন কারকে কোন বিভক্তি?

৫। যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে কোন কারক বলে?

৬। বস্তুবাচক কর্মটিকে কোন কর্ম বলে?

৭। সম্প্রদান করকে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?

৮। ক্রিয়া বা ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে কি বলে?

৯। ‘দোলনা’- এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

১০। ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কি?

১১। প্রত্যয় শব্দের কোথায় বাসে?

১২। ‘মেধাবী’ শব্দের সঠিক তদ্ধিত প্রত্যয় কোনটি?

১৩। কর্তব্য- শব্দের ধাতু কি?

১৪। গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার?

১৫। যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে কি বলে?

১৬। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য শুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কি বলে?

১৭। অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য কি হারায়?

১৮। তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কোন দোষ সৃষ্টি করে?

১৯। মিশ্র বাক্যের অপর নাম কি?

২০। বাংলা শব্দ বিভক্তি কয়টি?

২১। জগতে অসম্ভব কিছু নেই- কোন ধরনের বাক্য?

২২। তুমি যা বল তা সত্য নয়- কোন ধরনের বাক্য?

২৩। লোকটি দরিদ্র কিন্তু অহংকারী- কোন ধরনের বাক্য?



- ২৪। কাল একবার এসা- বাক্যটি দ্বারা কি বুঝায়?  
 ২৫। ভাষার মূল উপকরণ কোনটি?  
 ২৬। কোথায় যাওয়া হচ্ছে- কোন বাচ্যের উদাহরণ?  
 ২৭। ভাববাচ্যের ক্রিয়া কোন পুরস্কৃত হয়?  
 ২৮। কর্মবাচ্যের কর্তায় কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?  
 ২৯। বাদুর দিনে ঘুমায়- কোন কারক?  
 ৩০। সকলকে মরতে হবে- কোন কারক?

## Lecture No-06

**আলোচ্য বিষয় :** বাগধারা, বানান, সমার্থক শব্দ, এক কথায় প্রকাশ, প্রবাদ, অভিধান, মুদ্রণ, পদ, উদ্ধৃতি, বিপরীত শব্দ, পত্র পত্রিকার সম্পাদক।

**বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :**

এক কথায় প্রকাশ :

নষ্ট হওয়ার স্বভাব যায় = নশ্বর অক্ষির সমীপে = সমক্ষ কর্মে যাহার ক্রান্তি নাই = অক্লান্ত যা সহজে অতিক্রম করা যায় না = দুরতিক্রম যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না = উষর যা চিরস্থায়ী নয় = নশ্বর যা পূর্বে ছিল এখন নেই = ভূতপূর্ব যা বলা হয়নি = অনুক্ত ক্ষমার যোগ্য = ক্ষমার্হ ফল পাকলে যে গাছ মারা যায় = ওষধি যে স্ত্রীলোক প্রিয় কথা বলে = প্রিয়বদা জঙ্গম এর অর্থ = গতিশীল হনন করার ইচ্ছা = জিঘাংসা	যা বলা হবে = বক্তব্য স্থায়ী ঠিকানা নেই যার = উদ্বাস্তু খেয়া পার করে যে = পাটনী উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার = প্রতুৎপন্নমতি একই সময়ে বর্তমান = সমসাময়িক পা ধুইবার জল = পাদ্য যা চুষে খাওয়া হয় = চুষ্য কর্ম সম্পাদনে অতিশয় দক্ষ = কর্মোদ্যোগী যা চেটে খেতে হয় = লেহ্য যা আনায়াসে লাভ করা যায় = অনায়াসলভ্য যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না = উষর অপরাধ নেই যার = নিরপরাধ
বাগধারা অর্ধচন্দ্র অর্থ = গলা ধাক্কা দেয়া আট কপালে, হতভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় আক্কেল সেলামি অর্থ নির্বন্ধিতার দণ্ড আমড়া কাঠের টেকি অর্থ আকেজো ইঁদুর কপালে অর্থ মন্দ ভাগ্য একাদশে বৃহস্পতি অর্থ সৌভাগ্যের বিষয় কত ধানে কত চাল অর্থ টের পাওয়ানো কুপমন্ডক অর্থ সীমিত জ্ঞানের মানুষ কাকনিন্দা অর্থ অগভীর সতর্ক নিন্দা কাঠালের আমসত্ত্ব অর্থ অসম্ভব ব্যাপার গুড়ে বালি কথাটির অর্থ আশায় নৈরাশ্য গোঁফ ভেঙুরে অর্থ নিতান্ড অলস চাঁদের হাট অর্থ প্রিয়জন সমাগম	ব্যাঙের সর্দি অর্থ অসম্ভব ঘটনা ভূষিত কাক অর্থ দীর্ঘায়ু ব্যক্তি রামগড়ের ছানা অর্থ গোমড়ামুখো লোক মাথায় হাত বুলানো অর্থ ফাঁকি দেওয়া হাত-ভারি অর্থ কৃপণ বামেতর শব্দটির অর্থ ডান ধরি মাছ না ছুই পানি অর্থ কৌশলে কার্যোদ্ধার চক্কুদান অর্থ চুরি দুধের মাছি অর্থ সুসময়ের বন্ধু লেফাফা দুরন্দ অর্থ বাইরের ঠাট বজায় রাখা সাক্ষী গোপাল অর্থ নিষ্ক্রিয় দর্শক উলু খাগড়া অর্থ নিরীহ প্রজা পটল তোলা অর্থ মারা যাওয়া আকাশ কুসুম অর্থ অলীক ভাবনা কাকনিন্দা অর্থ অগভীর সতর্ক নিন্দা শকুনি মামা অর্থ কুচক্রী মামা

বাঁকের কই অর্থ একই দলের লোক  
 ঠোট-কাটা অর্থ স্পষ্টভাষী  
 ডুমুরের ফুল অর্থ বিরল বস্তু  
 ঢাকের কাঠি অর্থ তোষামুদে  
 যার কোন মূল নেই অর্থ ঢাকের  
 বাঁয়া  
 তাসের ঘর অর্থ ক্ষণস্থায়ী

পায়াভারী অর্থ অহংকার  
 তাসের ঘর অর্থ ক্ষণস্থায়ী  
 নিরানব্বইয়ের ধাক্কা অর্থ সঞ্চয়ের  
 প্রবৃত্তি

**বিপরীত শব্দ :** ক্ষীয়মান=বর্ধমান, জঙ্গল=স্থাবর, তাপ= শৈত্য, সংশয়= প্রত্যয়, বন্ধন = মুক্তি, সৌম্য = উদ্র, চপল = গম্ভীর, উদার = সংকীর্ণ, অর্বাচীন = প্রাচীন, অনুগ্রহ = নিগ্রহ, বিদিত = অজ্ঞাত,

**সমার্থক শব্দ :** বামেতর = ডান, অপলাপ = অস্বীকার, বিবাগী = উদাসীন, শিষ্টাচার = সদাচার, বহুব্রীহি = বহু ধান, আবরণ = আচ্ছাদন, পনস = কাঁঠাল, ইনকিলাব = বিপ-ব, ভিষক = চিকিৎসক, অভিনিবেশ = মনোযোগ, কপোল = গম্বদেশ, সূর্য = আদিত্য, অশ্রু = লোর, নন্দিনী = তনয়া, অনিল = বাতাস, বসুমতি = পার্থিব, ক্ষিতিতল = ভূতল

**কিছু শুদ্ধ বানান-** দ্বন্দ্ব, স্বয়ংভাষন, আভ্যাস, জন্মবার্ষিক, সুচিন্তিতা, মুমূর্ষু, শত্রু, সমীচীন, মুহূর্ত, বিভীষিকা, হাতি/হাতী, পাষণ, সৌজন্য, গৃহস্থ, ফার্নিচার, শিরচ্ছেদ, শারীরিক, যশলাভ, সদ্যোজাত, সংসর্ধনা।

- ১। ‘শিশু রাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোট খাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ২। ‘তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি’ - রবীন্দ্রনাথ
- ৩। ‘রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুনে মন ভোর’ - জ্ঞানদাস
- ৪। ‘সন্ধ্যারাতে বিলিমিলি বিলমের স্রোতখানি বাঁকা’ - রবীন্দ্রনাথ
- ৫। ‘ভাষা মানুষের মুত থেকে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে’ - প্রথম চৌধুরী
- ৬। ‘কাটাকুঞ্জে বসি তুমি গাঁথিবী মালিকা, দিয়া গেনু ভালে তোন বেদনার টীকা’ - কাজী নজরুল ইসলাম
- ৭। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’ - চন্ডীদাস
- ৮। ‘মধুর চেয়ে আছে মধুর সে আমার দেশের মাটি আমার দেশের পায়ের ধূলা খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- ৯। ‘কেউ মালা, কেউ তসবী গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়’ - লালন শাহ
- ১০। ‘মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর’ - শেখ ফজলুল করিম
- ১১। ‘সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন হউক দূর অকল্যাণ, সুন্দর অশোভন’ - শেখ ফজলুল করিম
- ১২। ‘বউ কথা কও বউ কথা কও কথা কও অভিমানিনী, সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে যাবে কত যামিনী- কাজী নজরুল ইসলাম
- ১৩। ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী’ - আবদুল গাফফার চৌধুরী

- ১৪। 'শহীদের বলকিত রক্তের বুদ্ধদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর একুশের কৃষ্ণচূড়া  
আমাদের চেতনারই রঙ'- শামসুর রাহমান
- ১৫। 'সুরজ্ঞা ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি'- জীবনানন্দ দাশ
- ১৬। 'যে সব বঙ্গতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন  
জানি'- আবদুল হাকিম
- ১৭। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'- জ্ঞানদাস
- ১৮। 'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি'- দুই বিঘা  
জমি- রবীন্দ্রনাথ
- ১৯। 'ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
- ২০। 'একি অকস্মাৎ হোল বজ্রপাত! কি আর লিখিবে কবি। বঙ্গের ভাস্কর  
প্রতিভা আকর অকালে লুকানো ছবি'- ইসমাইল হোসেন সিরাজী
- ২১। 'সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। সতত তোমার কথা ভাবি এ  
বিরলে'- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- ২২। 'হায়রে তাহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর  
একেবারে এমন বাজখাই পদে নামিল কেমন করিয়া?'- রবীন্দ্রনাথ  
ঠাকুর
- ২৩। 'জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে'- সুফিয়া  
কামাল
- ২৪। 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব-  
শিখা পত্রিকা
- ২৫। 'যেখানে ফ্রি থিংকিং নেই সেখানে কালচার নেই'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ২৬। 'দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায় নিজ দেশে ত্যাগী কেন বিদেশ  
না যায়'- কবি আবদুল হাকিম
- ২৭। 'আমার সম্প্রদায় যেন থাকে দুধে ভাতে'- ঈশ্বরী পাটনি
- ২৮। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান'- যতীন্দ্রনাথ সেন
- ২৯। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়'- রঙ্গলাল  
বন্দোপাধ্যায়
- ৩০। 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছো'- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ৩১। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, তারে ধরতে পারলে  
মন বেড়ি দিতাম তাহার পায়'- লালন শাহ
- ৩২। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভূবনে'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ৩৩। 'এতকাল নদীকূলে, যাহা লয়ে ছিনু ভুলে। সকলি দিলাম তুলে থরে  
বিথরে, এখন আমারে লহো করুণা করে'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ৩৪। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'- জীবনানন্দ দাশ
- ৩৫। 'গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্কে আকাশ, সমস্কে পৃথিবী'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ৩৬। 'বাঁশরী আমার হারিয়ে গেছে বালুর চরে, কেমনে পশির গোঠন  
লইয়া গোয়াল ঘরে'- কবি জসীমউদ্দীন
- ৩৭। 'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন  
তোর আজি'- বঙ্গভাষা কবিতা
- ৩৮। সাপ্তাহিক সুধাকার- এর সম্পাদক শেখ আব্দুর রহিম
- ৩৯। তত্ত্বাবোধিনী- এর সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত
- ৪০। বঙ্গদর্শন- এর সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ৪১। সমকাল- এর সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন
- ৪২। সওগাত- এর সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন
- ৪৩। সংবাদ প্রভাকর- এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
- ৪৪। মোসলেম ভারত- এর সম্পাদক মোজাম্মেল হক
- ৪৫। সবুজপত্র- এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী
- ৪৬। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে
- ৪৭। কলে-ল পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে
- ৪৮। ক্রান্তি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে

- ৫০। বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে
- ৫১। চতুরঙ্গ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে
- ৫২। সবুজপত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে
- ৫৩। বাংলা ভাষার প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা দিগদর্শন
- ৫৪। ১৯৬৬ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল-হা বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার করেন
- ৫৫। সুধাকর পত্রিকায় মুসলমানদের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্য, ঐতিহ্য সম্বন্ধে  
লেখা হতো

### বিস্তৃত আলোচনা :

বাগধারাঃ এটি অত্যন্ত বিস্তৃত অধ্যায়। সংক্ষেপে কিছু উদাহরণ দেয়া  
হলঃ

- ♣ খতিয়ে দেখা (বিশেষভাবে স্ফিবেচনা করা বা অনুসন্ধান করা)
- ♣ গডডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) [লক্ষ করুন- গডডলিকা নয় কিন্তু]
- ♣ গরীবের ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা)
- ♣ গাছপাথর (হিসেব নিকেশ)
- ♣ গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা)
- ♣ ঘূর্ণাক্ষর (সামান্য ইঙ্গিত)
- ♣ চশমখোর (নির্লজ্জ)
- ♣ চোখের নেশা (মোহ)
- ♣ চক্ষু চড়কগাছ (বিস্ময়)
- ♣ ছক্কা পাঞ্জা করা (বড় বড় কথা বলা)
- ♣ জগদল পাথর (গুরু ভার)
- ♣ জোর কপাল (সুপ্রসন্ন ভাগ্য)
- ♣ বাঁকের কই (সম মনা)
- ♣ টক্কর দেয়া (প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া)
- ♣ টুপ ভুজঙ্গ (নেশাগ্রস্ত)
- ♣ ডাকবুকো (নির্ভীক)
- ♣ পোঁ ধরা (চাকুরিকারিতা অর্থে সহযোগিতা)
- ♣ ভুঁই ফোঁর (হঠাৎ আবির্ভাব)
- ♣ লক্কা কাভ (হুলস্থূল অবস্থার সৃষ্টি)
- ♣ সগু কাভ রামায়ন (বৃহৎ বিষয়)
- ♣ হাড়হুদ (সবকিছু)
- ♣ পগার পার (পলায়ন)
- ♣ নদে চাঁদ (সুন্দর ব্যক্তি অথচ অপদার্থ)
- ♣ দক্ষিণহুদ (প্রধান সহযোগী)/ ডান হাত
- ♣ থই পাওয়া (নাগাল পাওয়া)
- ♣ তুষের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা)
- ♣ তুর্কি নাচন (হুলস্থূল অবস্থা)
- ♣ ডামাডোল (গোলযোগ)
- ♣ টি টি পড়া (দুর্নাম রচনা)
- ♣ তামার বিষয় (অর্থের কুপ্রভাব)
- ♣ কংস মামা (নির্মম আত্মীয়)
- ♣ উনপাঁজুরে (অপদার্থ এবং দুর্বল)
- ♣ আসরে নামা (আবির্ভূত হওয়া)
- ♣ আঠার আনা (বেশী সভাবনা)

### বানানঃ প্রতিদিন ক্লাস ওয়ার্ক :

#### সমার্থক শব্দ :

ধরনী : পৃথিবী, ধরা, বসুন্ধরা, অবনী, ধরিত্রী, বসুধা, মেদিনী, জগৎ, ভূবন

নদী : স্রোতস্বিনী, তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, গাঙ

পদ্ম : পঙ্কক, কুমুদ, সরোজ, সরসিজ, অরবিন্দ, কমল, উৎপল, শতদল, রাজীব

পর্বত : পাহাড়, গিরি, অদ্রি, মহীধর, শৈল, আচল, শৃঙ্গ

বাতাস : বায়ু, অনিল, সমীর, পবন, মারুত

মেঘ : জলদ, বারিদ, জীমূত, নীরদ, পয়োধ

সমুদ্র : সাগর, জলধি, অর্ণব, নীলাম্বু, বারীশ, রত্নাকর

স্বর্গ : দ্যুলোক, আমরাবতী, ত্রিদিব, সুরলোক

সূর্য : দিবাকর, প্রভাকর, সবিতা, আদিত্য, অংশুমালী, মিহির

চাঁদ : নিশাকর, সুধাকর, হিমাংশু, সুধাংশু, শশী, বিধু, সোম, ইমা

জল : পানি, বারি, নীর, অম্বু

ঘোড়া : অশ্ব, ঘোটক, বাজী, তুরঙ্গ

কিরণ : কর, প্রভা, বিভা, জ্যোতি, রশ্মি, অংশু, ময়ুখ

আকাশ : আসমান, অম্বর, অস্ত্রীক্ষ, গগণ, ব্যোম, নভমন্ডল

এক কথায় প্রকাশ : এটি অত্যন্ত বিস্তৃত অধ্যায়। সংক্ষেপে কিছু উদাহরণ দেয়া হল :

হাতি রাখার স্থান - বারী, পিলখানা	নেই শোক যার - অশোক
সূর্যের উপাসক - সৌর	নির্ভুল মুনিবাক্য - আশুবাধ্য
সর্বজনের হিতকর - সর্বজনীন	নীল বর্ণ বান - উল্লুক
সর্বজন সম্বন্ধীয় - সার্বজনীন	গরম জল - উষ্ণোদক
সৌভাগ্যবতীর পুত্র - শ্রীবৎস	গুরু ভার - গরিমা
স্বর্গের গঙ্গা - মন্দাকিনী	গাধার ডাক - রাসভ
সাপের খোলস - নির্মোক	গাছের পাতায় তৈরী পাত্র -
শোক দূর হয়েছে যার - বীতশোক	পত্রপুট
যিনি স্মৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত - স্মার্ত	যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে -
যার জিহ্বা লকলক করে -	প্রোষিতভর্তিকা
লেলিহান	চোখের কোণ - অপাঙ্গ
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন - যুধিষ্ঠির	জতু নির্মিত গৃহ - জতুগৃহ
যা শুনলে দুঃখ দূর হয় - দুঃশ্রব	ছুতারের বৃত্তি - তক্ষণ
তৃণাদির গুচ্ছ - স্তম্ভ	হ্রলপূর্ণ উক্তি - ব্যাঙ্গোক্তি
তুলা থেকে তৈরী - তুলট	আচার্যের সদৃশ - উপাচার্য
দেহে, মনে ও কথায় -	আলোকের অভেদ্য - অনচ্ছ
কায়মনোবাক্যে	অঙ্গের সঙ্গে বর্তমান - স্বাঙ্গ
দ্বীপে জন্ম হয়েছে যার - দ্বৈপায়ন	অগ্নি উৎপাদনের কাঠ - অরণি
দুশ্শবতী গাভী - পয়স্বিনী	অরিকে জয় করেছে যে - অরীজিৎ
ধুলার মতো নং যার - পাংশুল	নিতান্দ্র দক্ষ হয় যে সময়ে -
ফুল দিয়ে তৈরী গয়না -	নিদাঘ
পুষ্পাভরণ	নিচে চল আছে যার - অন্দ্র
বাঁচতে ইচ্ছা - জিজীবিষা	ঃসলীলা
লাভ করার ইচ্ছা - লিস্সা	পেতে ইচ্ছা - ঈল্লা
লাভ করার ইচ্ছা - সিসেবিষা	অতিশয় ইচ্ছুক - অভীচ্ছ
হরণ করার ইচ্ছা - জিঘীর্ষা	উত্তর দিক সম্পর্কিত - উদীচ্য
হত্যা করার ইচ্ছা - জিঘাৎসা	উর্ণা নাভিতে যার - উর্ণনাভ
যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক - যুযুৎসু	উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত -
প্রবেশের ইচ্ছা - বিবিক্ষা	ধনসম্পত্তি - রিকথ
পান করার ইচ্ছা - পিপাসা	ঋতুর সম্বন্ধে - আর্তব
জয় করার ইচ্ছা - জিগীষা	ঈষৎ হাস্য - স্মিত
করতে ইচ্ছুক - চিকীর্ষ/কর্তৃকাম	জ্বলজ্বল করেছে যা - জাজ্বল্যমান
ঈষৎ কম্পিত - আধুত	ইন্দের পুরী - বৈজয়ন্ত
	আজীবন সধবা যে নারী -
	চিরায়ুস্মৃতি
	আড় চোখে চাউনি - কটাক্ষ

প্রবাদ :

- অতিদর্পে হত লক্ষা (অহংকার পতনের মূল)
  - আগুন পোহাতে ধোঁয়ার কষ্ট (কষ্ট করেই সুখ লাভ করতে হয়)
  - উড়ো খই গোবিন্দায় নম (নিজের কাছে নেই এমন জিনিস দান করা)
  - উন বর্ষা দুনো শীত (অল্প বর্ষায় বেশী শীত/ অল্প কাজে অধিক লাভ)
  - এটোপাত না যায় স্বর্গে (পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি হয় না)
  - কথায় চিড়ো ভিজে না (ফাঁকা প্রতিশ্রুতি অর্থহীন)
  - গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না (স্বজন কর্তৃক বা স্বদেশে সম্মান মেলে না)
  - ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া (যথার্থ কর্তৃপক্ষকে এড়িয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা)
  - ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো (অবহেলিত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সাহায্য)
  - জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ (সর্বত্র বিপদ)
  - ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার (যোগ্যতা বা ক্ষমতাহীনের আড়ম্বর)
  - দশ চক্রে ভগবান ভূত (দশ জনের চক্রান্তে ন্যায়কে অন্যায় করা)
  - ধরাকে সরা জ্ঞান করা (সব কিছুকে তুচ্ছ ভাবা)
  - বজ্র আটুনি ফল্কা গেড়ো (বড় বড় কথা বা পরিকল্পনা)
  - বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড় (বয়স্কদের চেয়ে ছোটদের গুরুত্ব)
  - ভাগের মা গঙ্গা পায় না (ভাগাভাগিতে সুবিধে হয় না/অধিক ভাগের অংশ লাভজনক হয় না)
  - মেও ধরা (তোষামোদ করা)
  - যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা (অপছন্দের ভালোমন্দ সবই খারাপ)
  - শিব গড়তে বাঁদর (ভালো কাজ করতে গিয়ে খারাপ ফল লাভ)
  - সোনার কাঠি রপোর কাঠি (মরা বাঁচার উপায়)
  - ঠক বাছতে গাঁ উজাড় (মন্দে ভরপুর)
  - ঝিকে মেরে বউ কে শেখানো (একজনকে শাসিঁড় দিয়ে অন্যকে শেখানো)
  - ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (বড় রকমের বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ)
  - পড়িয়া বিপাকে গণেশ মাঝি গরু রাখে (বিপদে পড়ে মানুষ স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হয়)
- [বিঃদ্রঃ ভালো কোন বই থেকে প্রবাদ পড়ে নেয়াটা ভালো।]

পদ : বাক্যের পদগুলোর উপযুক্ত স্থানে বসার নামই পদ সংস্থাপনার ক্রম।

- সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পূর্বে বসবে : রাবনের চিতা সম জ্বলিছে হৃদয়।
- সংযোজন অব্যয় দিয়ে যুক্ত না হলে প্রত্যেক পদে বিভক্তি যুক্ত হয়। সে হাত, পা ও মাথায় আঘাত পেয়েছে। সে হাতে পায়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে। (সংযোজন অব্যয় নেই)

- ♣ অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে আগে বসে। রাজশাহীর আম খেতে চমৎকার।
- ♣ বিদেয় বিশেষণ সর্বদা বিশেষ্যের পদে বসে। রাজশাহী আম খেতে চমৎকার।
- ♣ বাক্যে প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম ও শেষে ক্রিয়া বসে (সাধারণত) : আমি বল খেলি।
- ক. কবিতায় ব্যাক্রম : ‘লহ নমস্কার সুন্দর আমার’। খ. জোর দিতে গেলেও ব্যাক্রম: জানি তোমার মুরোদ কতটুকু।
- ♣ বহুপদময় বিশেষণ বাক্যের পূর্বে বসে : তোমার দাঁত-বের-করা হাসি দেখলে পিঁপ্টি জ্বলে।
- ♣ সজ্ঞাধন পদ বাক্যের প্রথম বসে : ওগো লাবন্যলতা, খোঁপটা খুলে রাখ।
- ♣ অধিকরণ কারকের স্থানে কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই: প্রভাতে সূর্য ওঠে (বাক্যের সূচনায়), বাবা বাড়ি নেই (কর্তৃকারকের পর)
- ♣ ‘না’ বা ‘নে’ অব্যয়ের ব্যবহার :  
ক. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে : আমি যাব না। আমি ভাত খাইনে, রুটি খাই।  
খ. অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে : না চাহিতে দানেই গৌরব।  
গ. বিশেষণীয় বিশেষণরূপে : না ভাল, না মন্দ।  
ঘ. যদি দিয়ে বাক্য শুরু হলে, না-সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে: তুমি যদি আজ না যাও, তা হলে ক্ষতি হবে।  
ঙ. ‘না’ (Negative অর্থে নয়) :  
\* বিকল্পে : তুমি টিভি দেখবে না বন্ধ করে দেবো।  
\* অনুরোধ বা আদেশে (নিরর্থকভাবে বাক্যের শেষে)  
একটা গান গাও না ভাই।  
\* পদ পূরণে (নিরর্থকভাবে) : সে কত না দিনের কথা।

### উদ্ধৃতি :

- ♣ ‘পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি .....’ সুখ, কামিনী রায়।
- ♣ ‘করিতে পারি না কাজ, সদা ভয় সদা লাজ ....’ পাছে লোকে কিছু বলে
- ♣ ‘পাখি সব করে রব ....’ মদনমোহন তর্কালঙ্কার
- ♣ ‘নানান দেশের নানা ভাষা ....’ স্বদেশী ভাষা, রামনিধি গুপ্ত
- ♣ ‘গাহি সাম্যের গান ....’ কাজী নজরুল ইসলাম।
- ♣ ‘আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ ....’ পরার্থে, কামিনী রায়
- ♣ ‘মোদের গরম মোদের আশা ...’ আ মরি বাংলা ভাষা, অতুলপ্রসাদ সেন
- ♣ ‘যে জন দিবসে মনের হরষে ....’ মিতব্যয়িতা, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
- ♣ ‘চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন’ .... সমব্যর্থী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
- ♣ ‘আপনাদের বড় বলে বড় সেই নয় ....’ বড় কে, ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
- ♣ ‘বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে’ .... সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- ♣ ‘দুরত্ব জানে একদিন নিকটে ছিলাম’ .... রুদ্ৰ মুহাম্মদ শহিদুল-হ
- ♣ একটুখানি লুহের কথা, একটু ভালোবাসা, গড়তে পারে এই দুনিয়ায় শানিড় সুখের বাসা - আবুল হোসেন মিয়া (একটুখানি)
- ♣ ‘কেমনে ধরিব হিয়া?  
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়  
আমার আঙ্গিনা দিয়া।’ - চন্ডীদাস

### মুদ্রণ :

- ♣ পঞ্চগনন কর্মকার : ভারতীয় মুদ্রণের জনক চার্লস উইলিয়াম উইলকিন্স ১৭৭৮-এ হ্যালহেড রচিত ব্যাকরণ বাংলায় মুদ্রণের জন্য এর সহায়তা

নেন। এরই তৈরী বাংলা হরফে কেরীর ‘নিউটেস্টামেন্ট বাংলায় মুদ্রিত হয়।

- ♣ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য : ১৮১১৮ তে বাঙ্গলা হেজেট প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে থেকেই প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র হরচন্দ্র রায়ের সহায়তায় ‘বাঙ্গলা গেজেট’ প্রকাশ করেন।

### বিপরীতার্থক শব্দ :

১. অনুতপ্ত- অনুনতপ্ত	২৯. শর্বরী- দিবস
২. অবতরণ - আরোহণ	৩০. মতৈক্য- মতানৈক্য
৩. অর্পণ- প্রত্যর্পণ	৩১. যমী- অসংযমী
৪. অনন্দ- সানন্দ	৩২. রজত- স্বর্ণ
৫. আশ্রয়- উদীয়মান	৩৩. লেশ- যথেষ্ট
৬. অলীক- সত্য, বাস্তব	৩৪. সন্নিবৃত্ত- বিপ্রকৃত
৭. অনুলোম- প্রতিলোম	৩৫. হলাহল- সুখ, অমৃত
৮. আর্থ- অনার্থ	৩৬. হরদম- কালেভদ্রে
৯. আকস্মিক- চিন্তা	৩৭. লগ্ন- চ্যুত
১০. একতা- বিচ্ছিন্নতা	৩৮. ফাজিল- চুপচাপ
১১. ঔৎসুক্য- অনাশ্রয়	৩৯. বিজিত- বিজিত
১২. উচিত্য- অনৌচিত্য	৪০. সাম্য- বৈষম্য
১৩. একান্ত- পৃথগন্য	৪১. লিপ্ত- নির্লিপ্ত
১৪. করাল- সৌম্য	৪২. কৃষ্ণকায়- শ্বেতকায়
১৫. ক্ষীয়মাণ- বর্ধমান	৪৩. তুষ্ট- রুষ্ট (রুষ্ট নয় কিন্তু)
১৬. কুণ্ঠন- প্রসারণ	৪৪. লিন্সা- বিরাগ
১৭. ক্ষুণ্ণ- প্রসন্ন	৪৫. ব্যষ্টি- সমষ্টি
১৮. খেদ- প্রসন্নতা	৪৬. সচেষ্টি- নিষ্চেষ্টি
১৯. খাতক- মহাজন	৪৭. ভুলোক- দ্যুলোক
২০. ডাঙ্গা- জল	৪৮. নিজস্ব- পরস্ব
২১. প্রাচী- প্রতীচী	৪৯. ডগমগ- মনমরা
২২. প্রচ্ছন্ন- ব্যক্ত	৫০. তেজি- মন্দা
২৩. পরিত্যক্ত- গৃহীতা	৫১. তদানীং- ইদানীং
২৪. প্রত্যর্থী- অর্থী	৫২. দুর্বিশহ- সুসহ
২৫. নিরবকাশ-সাবকাশ	৫৩. নির্যক- ঋজু
২৬. প্রবণতা- উদাসীন্য	৫৪. তেজস্বী- তেজোহীন
২৭. পারত্রিক- ঐহিক	৫৫. নির্মীলিত- উন্মীলিত
২৮. মূর্ত- বিমূর্ত	৫৬. দুস্কর- সুকর

### পত্র পত্রিকার সম্পাদক :

১. জেমস আগাস্টাস হিকি - বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০)
২. জন ক্লার্ক মার্শম্যান- দিগদর্শন (১৮১৮)
৩. উইলিয়াম কেরী সমাচার দর্পন (১৮১৮)
৪. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য- বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮)
৫. রাজা রামমোহন রায়- ব্রাহ্মণ সেবধি, সমাদ কৌমুদী (১৮২১)
৬. দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়- জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১)
৭. শেখ আলীমুল-হ- সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১)
৮. অক্ষয় দত্ত- তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩)
৯. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার- ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)
১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বঙ্গদর্শন (১৮৭২)
১১. মোহম্মদ নাসির উদ্দিন- সওগাত (১৯১৮)
১২. কাজী নজরুল ইসলাম- ধুমকেতু (১৯২২), লাদল (১৯২৫), দৈনিক নবযুগ (১৯২৯)
১৩. সিকান্দার আবু জাফর- সমকাল (১৯৫৪)
১৪. বিহারীলাল চক্রবর্তী- পূর্ণিমা, সাহিত্য সংক্রান্তি, অবোধ বন্ধু
১৫. আবদুল কাদির- জয়তী, মাহে নও

- ১৪। 'চল' পাকানো কথাটির অর্থ কি?

- ২৬। আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙ্গালী কবি দৌলতগাজী।

- ২৭। ‘গুনে বকাওলী’ গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মদ মুকিম।  
 ২৮। সনেটের দুটি অংশ।  
 ২৯। বাংলা ভাষার বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা বভীদাস।  
 ৩০। বটতলার পুঁথি-দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য। উলে-খযোগ্য কবি-সৈয়দ হামজা।  
 ৩১। বাংলা ছন্দ তিন রকমের।  
 ৩২। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল-অস্ফুটমিল নেই।  
 ৩৩। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ধারা গীতি কবিতা।  
 ৩৪। রাম বসু এবং ভোলা ময়রা-উভয়েই কবিগান রচয়িতা এবং গায়ক।  
 ৩৫। বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে- প্রাকৃত ভাষা থেকে।  
 ৩৬। বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের উপর ভাষা প্রচলিত আছে।  
 ৩৭। রচয়িতার মূল গ্রন্থ থেকে যারা প্রাচীন পান্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করতেন তাদের বলা হয়- নকলবিশ।  
 ৩৮। বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা হয় মধ্যযুগে।  
 ৩৯। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অগ্রযাত্রীর ভূমিকা পালন করেন।  
 ৪০। ‘হারমণি’- প্রাচীন লোকগীতি, সংকলন-মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।  
 ৪১। মধ্যযুগের প্রথম কবি বড় চন্ডীদাস।  
 ৪২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যুগ বিভাগ তিনটি।  
 ৪৩। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের উলে-খযোগ্য অবদান-রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।  
 ৪৪। উপন্যাস আধুনিক যুগের সৃষ্টি।  
 ৪৫। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার উদ্যোক্তা মাইকেল মধুসূদন দত্ত।  
 ৪৬। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক লুই পা।  
 ৪৭। নেপালের রাজদরবারের চর্যাগীতিকার পান্ডুলিপি আবিষ্কার করেন- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।  
 ৪৮। হাজার বছরের পুরান বাঙ্গলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা-এই নামে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ প্রকাশ করে ছিলেন।  
 ৪৯। ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেছেন- দীনেশ চন্দ্র সেন।  
 ৫০। চর্যাপদে সাক্ষ্যভাষার প্রয়োগ আছে।  
 ৫১। পাণিনি বৈয়াকরণিক ছিলেন।  
 ৫২। কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথিকে দোভাষী পুঁথি বলে।  
 ৫৩। দোভাষী পুঁথির উলে-খযোগ্য কবি সৈয়দ হামজা।  
 ৫৪। চর্যাপদ সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য।  
 ৫৫। গীতগোবিন্দ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত।  
 ৫৬। অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে দেশী শব্দ বলে।  
 ৫৭। আমীর হামজা-ফকীর গরীবুল-হ।  
 ৫৮। ইউসুফ জোলেখা- মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম কাব্য।  
 ৫৯। মধ্যযুগের প্রথম কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।  
 ৬০। মহাকবি আলওল মধ্যযুগের কবি।  
 ৬১। মর্সিয়া শব্দটি এসেছে আরবি ভাষা থেকে।  
 ৬২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র।  
 ৬৩। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন পাঠান সুলতানগণ।  
 ৬৪। পদাবলী লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।  
 ৬৫। ‘এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর’- বিদ্যাপতি।  
 ৬৬। আলাওল- আরাকান রাজসভার কবি।  
 ৬৭। চাঁদ সওদাগর- মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্র।

- ৬৮। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ধর্ম প্রচারকের প্রভাব অপরিসীম- শ্রীচৈতন্যদেব।  
 ৬৯। নদের চাঁদ মৈমনসিংহ গীতিকার মনুয়া পালাটির প্রধান চরিত্র।  
 ৭০। হিন্দি ‘পদুমাবৎ’ অবলম্বনে পদ্মাবতী’ কাব্যের রচয়িতা আলাওল। সম্পাদনা করেন- ড. এনামুল হক।  
 ৭১। মনসা দেবীর কাহিনী নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচিত।  
 ৭২। মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হারিদত্ত।  
 ৭৩। ভাঁড়দত্ত-মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্র।  
**বিস্তৃত আলোচনা :**  
 বাংলা ভাষার উদ্ভব : ড. মুহম্মদ শহীদুল-হর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। তিনি বলেন যে, মাগধী নয়-গৌড়ী প্রাকৃত থেকে গৌড়ী অপভ্রংশের মধ্যে দিয়েই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অস্ফুটভুক্ত।  
 বাংলা লিপির উদ্ভব : ভারতের সমস্ত লিপি-অক্ষরের আদি জননী ব্রাহ্মী লিপি। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে আশোক লিপি, আশোক লিপি থেকে কুটিল লিপি এবং কুটিল লিপি থেকে বঙ্গ লিপির আবির্ভাব ঘটেছে।  
 বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ :  
 ক) প্রাচীন যুগ : ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ। খ) মধ্যযুগ : ১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ।  
 গ) আধুনিক যুগ : ১৮০১- বর্তমান পর্যন্ত।  
**চর্যাপদ :**  
 ❖ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ‘চর্যাপদ’।  
 ❖ এটি বৌদ্ধযুগের একমাত্র গ্রন্থ যা পাওয়া গেছে। এর রচনার সময়কাল ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ। এই সময় নাথ গীতিকার উদ্ভব হলেও তা পাওয়া যায়নি- এই মত ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ।  
 ❖ ২৪ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের ৫০টি চর্যাপদ বা ধর্মসঙ্গীত এতে রয়েছে। এর মধ্যে ২৪, ২৫, ৪৮ নং চর্যার পান্তা নেই এবং ২৩ নং চর্যার খন্ডিত অংশ পাওয়া গেছে। সুতরাং মোট প্রাপ্ত চর্যার সংখ্যা সাড়ে ছেচলি-শ- ড. মুহম্মদ শহীদুল-হর- আশ্রয় চর্যায়।  
 ❖ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করেন ‘চর্যাপদ’ (১৯০৭৪) এবং তিনি এটি ‘চর্যার্চ্য বিনিস্চয়’ নামে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে সঙ্কলন গ্রন্থে অস্ফুটভুক্ত করেন এবং ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর মতে চর্যার আদি কবি লুই পা।  
 ❖ ড. মুহম্মদ শহীদুল-হর মতে চর্যার আদি কবি ‘মীননাথ’ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ।  
 ❖ চর্যার মোট কবি ২৪ জন। কাছপার ১২টি মতানুসারে ১৩ টি (সর্বাধিক) পদ রয়েছে।  
 ❖ তুর্কি আক্রমণকারীদের ভয়ে চর্যাগুলি নেপালে সংরক্ষণ করেন পন্ডিতগণ।  
 ❖ চর্যাপদ- এর ভাষা সান্দ্য ভাষা।  
 ❖ এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা।  
 ❖ চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গৃহসাধন সঙ্কেত তাঁদের সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য হ’ল পরম নির্বাণ বা পার্থিব জন্মমৃত্যু থেকে চিরস্নান মুক্তি লাভ।  
**অন্ধকার যুগঃ ১২০১-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ।**  
 ❖ ডাক ও খনার বচন।  
 ❖ হলায়ুধ মিশ্র’র “সেক শুভোদয়া”- এর একটি মাত্র পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে গৌড়ের বাইশ হাজারি মসজিদ থেকে।

- ♣ এটি গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত সংস্কৃত চমুকাব্য।
- ♣ শৃণুপুরাণ, রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্ষপূজার কাব্য।
- ♣ শৃণুপুরাণের একটি অংশ নিরঞ্জনের রস্মা-যেখানে মুসলিম কর্তৃক বঙ্গবিজয় ও সঙ্কমীদের ব্রাহ্মণ ত্রাস থেকে আত্মরক্ষার ঘটনার উল্লেখ আছে।
- ♣ সেকোদেশ টীকা-নাড়পাদ রচিত।
- ♣ মানসোল-হ- সংস্কৃত বিশ্বকোষ।
- ♣ দেশী নামমালা-আচার্য হেমচন্দ্রতৃত শব্দ তালিকা।
- ♣ লোকসাহিত্য শাখা, নাথগীতিকা, লোককথা, বচন, ছড়া, প্রবাদ, হৈয়ালি ইত্যাদি।

#### শ্রীকৃষ্ণকীর্তন :

- ♣ মধ্যযুগের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন।
- ♣ ১৯০৯ সালে বসন্তজ্ঞান রায় বিদ্বদ্বল-ভ আবিষ্কারক।
- ♣ এর আদি নাম ‘শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ’।
- ♣ তবে এটি ‘বড় চণ্ডীদাসের কাব্য’ নামেও পরিচিত।
- ♣ ১৩ টি খন্ডের মধ্যে ‘বংশী’ এবং ‘বিরহ খন্ড’ উল্লেখযোগ্য।

#### বৈষ্ণব পদাবলী :

- ♣ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে ভিত্তি করে রচিত। রাধা-কৃষ্ণ এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক।
- ♣ শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) এর মতবাদের প্রকাশ ঘটেছে পদাবলীতে।
- ♣ ব্রজবুলি এই ভাষায় অনেকগুলো বদাবলী রচিত। এটি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ব্যবহৃত মিশ্র ভাষা বিশেষ।
- ♣ ‘এ ভার বাদর মাহ ভাদর শৃণু মন্দিরও মোর’-বিদ্যাপতি।
- ♣ ‘এমন পিরীত কভু দেখি নাই গুনি, পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা-আপনি-চণ্ডীদাস।

১. নাম	উপাধী
শ্রীকর নন্দী	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
মাধাধন বসু	গুনরাজ খান
দৌলত উজির	বাহরাম খান

#### অনুবাদ সাহিত্য :

- ♣ রামায়ন- মূল রচয়িতা বাল্মীকি।
- ♣ মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যিক সূচনা করেন কৃষ্ণিবাস। চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি রামায়ণ অনুবাদক।
- ♣ রামায়ণ অনুবাদক-৫০ জন অনুবাদক রয়েছেন। অঙ্কুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, গঙ্গাদাস প্রমুখ।
- ♣ মহাভারত- মূল রচয়িতা বেদব্যাস।
- ♣ সতের শতকের শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাসের অনুবাদ মহাবারত সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।
- ♣ মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অবলম্বন করে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ লেখেন।
- ♣ যশোরাজ খান সর্বপ্রথম ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন।
- ♣ শ্রীকর নন্দী জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন।

#### কয়েকটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের নাম :

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়- Origin and Development of the Bengali Language.”
২. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হাঃ “বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত”
৩. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ “ভাষা প্রকাশ ও বাংলা ব্যাকরণ”।
৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হাঃ “Buddhist Mystic Songs”

৫. ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ঃ “বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত”।
৬. ড. সুকুমার সেনঃ “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস”
৭. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানঃ “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত”।
৮. মুহম্মদ এনামুল হকঃ “মুসলিম বাংলা সাহিত্য”।
৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হাঃ “বাংলা সাহিত্যের কথা”।
১০. ভূদেব চৌধুরীঃ “বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা”।
১১. বাংলা উচ্চারণ অভিধানঃ নরেন বিশ্বাস।
১২. বাংলা বানান অভিধানঃ জামিল চৌধুরী।
১৩. বাংলাদেশের অঞ্চলিক ভাষার অভিধানঃ ড. মুহম্মদ শহীদুল-হাঃ ও অন্যান্য।
১৪. ব্যবহারিক বাংলা অভিধানঃ ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য।
১৫. সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানঃ ড. মুহম্মদ শহীদুল-হাঃ।
১৬. গোড়ীর ব্যাকরণঃ রাজা রাহমোহন রায় (প্রথম বাঙ্গালি রচিত ব্যাকরণ)
১৭. শব্দতত্ত্বঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৮. বাংলা ভাষা পরিচয়ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

#### মঙ্গলকাব্য :

- ♣ পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যঃ দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল।
- ♣ লৌকিক মঙ্গলকাব্যঃ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল।
- ♣ মধ্যযুগের শেষ কবি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭০৭-১৭৬০) তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অন্নদামঙ্গল কাব্য। এই কাব্যের দু’টি অংশ-১) বিদ্যাসুন্দর এবং ২) মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান।
- ♣ বিদ্যাসুন্দর- এর চরিত্রঃ বিদ্যা, সুন্দর, হীরা মালিনী।
- ♣ বিখ্যাত উক্তিঃ “আমার সম্প্রদান যেন থাকে দুধে ভাতে”- ইশ্বরী পাটনী।
- ♣ “নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়”, “মস্তকের সাধন কিংবা শরীরের পতন”- এগুলো অন্নদামঙ্গল কাব্যের অঙ্গভর্তি।
- ♣ সত্যপীরের পাঁচালী গ্রন্থের রচয়িতাও ভারতচন্দ্র।
- ♣ দুঃখবাদী কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। জন্ম ১৫৩৭ সালে বর্ধমানে। তিনি জমিদার রঘুনাথের সভাসদ ছিলেন এবং ‘কবিকঙ্কণ’ উপাধি পান।
- ♣ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম। তার কাব্যের নাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য- এর চরিত্রঃ কালকেতু, ফুল-রা, মুরারী শীল, ভাঁড়ু দত্ত।
- ♣ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি- মানিক দত্ত এরপর দ্বিজ মাধব।
- ♣ মনসামঙ্গল কাব্যঃ নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রথম বিদ্রোহ।
- ♣ মনসামঙ্গলের আদি কবি কানা হরিদত্ত। এছাড়া নারায়ণ দেব ‘পদ্মপুরাণ’ লেখেন।
- ♣ বিজয় গুপ্তের কাব্যের নাম- মনসামঙ্গল।
- ♣ বিপ্রদাস পিপিলাই- এর কাব্যের নাম মনসাবিজয়।
- ♣ মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্রঃ চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর।
- ♣ ধর্মমঙ্গল কাব্যঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি- ময়ূর ভট্ট এরপর আদি রূপরাম, সীতারাম দাস প্রভৃতি।
- ♣ ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুটো অংশ। যথাঃ ১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, ২) লাউ সেনের কাহিনী।

#### ছন্দ :

ছন্দকে বলা হয় গতিসৌন্দর্য। ভাব+ভাষা+ছন্দ+রস = কবিতা।

ছন্দ তিন প্রকার। যথাঃ ক) স্বরবৃত্ত খ) মাত্রাবৃত্ত এবং গ) অক্ষরবৃত্ত।

- ♣ যুগ্মধ্বনি বা বর্দ্ধাক্ষর অর্থাৎ উচ্ছারণের সময় যে সমস্‌ড় ধ্বনি বাধাগ্রস্ত হয়। এর চিহ্ন = -
- ♣ অযুগ্মধ্বনি বা মুক্তাক্ষর অর্থাৎ উচ্ছারণের সময় যে সমস্‌ড় ধ্বনি বাধাগ্রস্ত হয় না। এর চিহ্ন =
- ♣ মাত্রা : ধ্বনি উচ্ছারণের কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে।
- ♣ স্বরবৃত্ত ছন্দ : স্বাসাঙ্কাতপ্রধান, ছড়ার ছন্দ, গতিদ্রুত। এখানে যুগ্মধ্বনি ১ মাত্রা এবং অযুগ্মধ্বনিও ১ মাত্রা। যেমন :  
বাঁশ বাগানের/মাথার উপর/চাঁদ উঠেছে/ ওই = ৪+৪+৪+১  
মাগো আমার/শোলক বলা/ কাজলা দিদি/কই = ৪+৪+৪+১  
পূর্ণপর্ব- ৪ মাত্রা এবং অপূর্ণ পর্ব- ১ মাত্রা।  
স্বরবৃত্ত ছন্দে সাধারণত চার মাত্রার পর্ব হয়।  
**মাত্রাবৃত্ত ছন্দ :** খরশ্রোতা নদীর গতি ন্যায়। এটাও ছড়ার ছন্দ কিন্তু কবিতায় ব্যবহৃত হলে লয় একটু প্রলম্বিত হয়। এখানে যুগ্মধ্বনি ২ মাত্রা, অযুগ্মধ্বনি ১ মাত্রা। যেমনঃ  
এইখানে তোন/দাদীর কবর/ডালিম গাছের/তলে= ৬+৬+৬+২  
ত্রিশটি বছর/ভিজায় রেখেছে/দুই নয়নের/জলে = ৬+৬+৬+২  
পূর্ণপর্ব- ৬ মাত্রা এবং অপূর্ণ পর্ব- ২ মাত্রা।  
মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সাধারণত ছয় মাত্রার পর্ব হয়।  
**অক্ষরবৃত্ত ছন্দ :** ধীর লয়ে এগিয়ে ছলে এই ছন্দ। এই ছন্দে সাধারণত আট বা ততোধিক মাত্রার পর্ব থাকে।  
যেমনঃ হাজার বছর ধরে/আমি পথ হাঁটিতেছি/পৃথিবীর পথে= ৮+৮+৬  
সিংহল সমুদ্র থেকে/নিশীথের অন্ধকারে/মালয় সাগরে= ৮+৮+৬  
**অমিত্রাক্ষর ছন্দ :** এর প্রবক্তা মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) এটা ৮+৬ মোট ১৪ মাত্রার এবং অমিত্রাক্ষর অর্থাৎ প্রবহমানতা সৃষ্টির জন্য এবং বাক্যের অর্থ বুঝানোর জন্য যত্রতত্র যতিচিহ্ন ব্যবহার করা যাবে ও চরণের শেষে মিল অত্যাবশ্যক নয়।  
যেমন : সম্মুখ সময়ে পড়ি/বীর-চূড়ামণি = ৮+৬  
বীরবাহন, চলি যবে/ গোলা যমপুরে = ৮+৬  
অকালে, কহ, হে দেবি/অমৃত ভাসিণি = ৮+৬  
কোন বীরবরে বরি/সেনাপতি পদে = ৮+৬  
**বাড়ীর কাজ :**  
১। ভারতীয় লিপিমালার প্রাচীনতম রূপ কয়টি?  
২। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে?  
৩। বৈষ্ণব পদাবলীর আদি কবির নাম কি?  
৪। ‘দৌলত উজির’ উপাধি কার?  
৫। “মনরান” কোন ভাষার কবি?  
৬। “তুলসী দাস” কোন ভাষার কবি?  
৭। “নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা”- রচয়িতা কে?  
৮। শায়ের বলা হয় কাদের?  
৯। “মর্সিয়া” শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?  
১০। চন্ডিমঙ্গলের আদি কবি কে?  
১১। “গোরক্ষ বিজয়”- কার রচনা?  
১২। মুকুন্দরামকে “কবি কঙ্কন” উপাধি দিয়েছেন কে?  
১৩। “কবি রঞ্জন”- কে?  
১৪। ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্যের রচয়িতা কে?  
১৫। সতীদাহ প্রথা চালু হয় কত সালে?  
১৬। “গোরক্ষ বিজয়”- সম্পাদনা করেন কে?  
১৭। টম্পাগানের জনক কাকে বলা হয়?

- ১৮। “জয়নবের চৌতিশা” - লেখক কে?  
১৯। পুথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে?  
২০। চর্যাপদের মোট কবি কত জন?  
২১। বাংলা ভাষার জন্ম আনুমানিক-  
২২। বং বা বঙ্গ গোষ্ঠীর মানুষের বাস ভাগীরথী নদীর কোথায় ছিল?  
২৩। চর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা কে?  
২৪। কোন শাসনামলে চর্যাপদ রচিত হয়েছে বলে জনা যায়?  
২৫। বিদ্যাপতি কোন ভাষার পদ রচনা করতেন?  
২৬। ‘রাজকণ্ঠের মণিমালা’ কার কবিতা?  
২৭। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য মূলত কোন ধরণের অনুবাদ-  
২৮। কবীন্দ্র পরমেশ্বর কার উৎসাহে মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন?  
২৯। মিথিলার কবি কে?  
৩০। চন্ডিমঙ্গলের আদি কবি কে?

## Lecture No – 08

**আলোচ্য বিষয় :** আধুনিক যুগ (বাংলা গদ্যের ইতিহাস, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র, নাটকও নাট্য সাহিত্য, প্রবন্ধ, প্রহসন, কাব্য, মহাকাব্য, ছোটগল্প, ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ, উপন্যাস)

**বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :**

- ১। “জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি” সহ্য করতে পারতেন না সৈয়দ মুজতবা আলী।  
২। “আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি” রচয়িতা আবু জাফর ওবায়দুল-হ।  
৩। “পাখি সব করে রব রাতি পোহাইলো”- রচয়িতা মদন মোহন তর্কালংকার।  
৪। বাংলা মৌলিক নাটকের যাত্রাশুর রামনারায়ণ তর্করত্নের হাতে।  
৫। রাজা রামমোহন রচিত ক্যাকরণের নাম “গৌড়ীয় ব্যাকরণ”।  
৬। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯২৩ সালে “জগত্তারিনী” পদক লাভ করেন।  
৭। “বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য” বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ।  
৮। “শিশু রাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোট খাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়”- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাপ্তি গল্পের সংলাপ।  
৯। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ক্রান্তি।  
১০। “কলে-ল” পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে।  
১১। “মাসিক মোহম্মদী” পত্রিকা ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।  
১২। সাপ্তাহিক সুধাকর এর সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম।  
১৩। “কন্যা কুমারী” - একটি উপন্যাস।  
১৪। ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ রচিত বই “বাংলা সাহিত্যের কথা”।  
১৫। “সাজাহান” নাটকের প্রথম রচয়িতা “দ্বিজেন্দ্রলাল রায়”।  
১৬। “নেমেসিস” নাটকে নুরুল মোমেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে তুলে ধরেছেন।  
১৭। “যা কিছু হারায় গিল্লী বলেন কেঁটা বেটাই চোর”- উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের।  
১৮। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় ১৮০১ সালে।  
১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত।  
২০। “কুমলে কামিনী” দীনবন্দুমিত্রের রচনা।  
২১। “বত্রিশ সিংহাসন”- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এর রচনা।  
২২। “ঠুগ চাচা” চরিত্রটি “আলালের ঘরের দুলাল” উপন্যাসের।  
২৩। আত্মজৈবনিক উপন্যাস “উদাসীন পথিকের মনের কথা”।



- ২৪। “তাজকেরাতুল আওলিয়া” অবলম্বনে তাপসমালা রচনা করেন গিরিশচন্দ্র সেন।
- ২৫। “মুনতাসীর ফ্যান্টাসী- সেলিম আল দীনের নাকট।
- ২৬। আন্দর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গৃহিত হয় ১৯৯৯ সালে।
- ২৭। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে।
- ২৮। নজরুলের “দারিদ্র” কবিতাটি “সিন্ধু হিন্দোল” কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।
- ২৯। জয়গুন চরিত্রটি “সূর্য দীঘল বাড়ি” উপন্যাসের।
- ৩০। তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি- রবীন্দ্রনাথের “শেষ লেখা” কাব্যের কবিতা।
- ৩১। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম বনফুল।
- ৩২। “মৃত্যুকুধা কাজী নজরুলের উপন্যাস।
- ৩৩। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী- রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ৩৪। কাজী নজরুল ইসলাম “আনন্দময়ীর আগমন” কবিতার জন্য কারাবরণ করেন।
- ৩৫। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকার প্রথম সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ৩৬। “রক্তাশ্রয় ধারিণী মা”- কবিতার জন্য নজরুলের অগ্নিবীণা কাব্য নিষিদ্ধ হয়।
- ৩৭। “মৃণ্ময়ী” রবীন্দ্রনাথের “সমাপ্তি” গল্পের নায়িকা।
- ৩৮। উত্তর পুরুষ উপন্যাসের রচয়িতা রশিদ করিম।
- ৪০। “কাশবনের কন্যা”- রচয়িতা শামসুদ্দীন আবুল কালাম।
- ৪১। বাংলা সাহিত্য সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- ৪২। “কবর”- কবিতাটি প্রথম “কলে-ল” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- ৪৩। “সন্ধ্যারাগে বিলিমিলি বিলমের স্রোতখানি বাঁকা রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের একটি লাইন।
- ৪৪। “অমিত্রাক্ষর” ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো- অন্দ্রমিল নেই।
- ৪৫। “বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত- রচয়িতা ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ।
- ৪৬। “শেষের কবিতা” - রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস।
- ৪৭। “ধুমকেতু একটি পত্রিকা।
- ৪৮। জসীম উদ্দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “রাখালী”।
- ৪৯। “রাইফেল রোটি আওয়াত” উপন্যাস, রচয়িতা- আনোয়ার পাশা।
- ৫০। “মা যে জননী কান্দে”- কাব্য, বহুপীর- নাকট।
- ৫১। শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী” সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিলো।
- ৫২। “ভবিষ্যতের বাঙালী”- রচয়িতা এস ওয়াজেদ আলী।
- ৫৩। “ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে”- বলেছেন প্রথম চৌধুরী।
- ৫৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম ভানুসিংহ।
- ৫৫। এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত গ্রন্থ মানব মুকুট।
- ৫৬। “সাম্য” গ্রন্থের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ৫৭। “সমকাল” পত্রিকার সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর।
- ৫৮। “ফনিমনসা” কাব্যের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম।
- ৫৯। “বীরবলের হালখাতা”- প্রবন্ধ, রচয়িতা- প্রথম চৌধুরী।
- ৬০। বাংলা একাডেমীর “আঞ্চলিক অভিধান” সম্পাদনা করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ।
- ৬১। সনেটের অংশ ২টি।
- ৬২। “কাটা কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা, দিয়া গেনু ভালে তার বেদনার টীকা”- রচয়িতা কবি নজরুল।
- ৬৩। আধুনিক সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে।
- ৬৪। “শ্বশুরত বঙ্গ”- রচয়িতা কাজী আবদুল ওদুদ।

- ৬৫। ঢাকার মুসলিম সাহিসমাজের প্রতিষ্ঠা সাল ১৯২৬।
- ৬৬। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের “ব্রাহ্মবিলাস” শেখরপিয়াবের “ঈড়সবফু ডুভ বৎসৱৎচ নাটকের অনুবাদ।
- ৬৭। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, কখনও উপন্যাস লেখেন।
- ৬৮। “দুধে ভাতে উৎপাত”- চিলেকোঠার সেপাই, সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু, রচয়িতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
- ৬৯। রোহিনী- বিনোদিনী- কিরনময়ী যথাক্রমে কৃষ্ণকান্দেজ উইল, চোখের বালি ও চরিত্রহীন উপন্যাসের চরিত্র।
- ৭০। ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ- রচয়িতা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ৭১। পদাবলীর প্রথম কবি চন্ডিদাস।
- ৭২। “সম্ভোগিতা” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য সংকলন।
- ৭৩। “রক্তকরবী” নাটকের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ৭৪। কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা “বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী।
- ৭৫। “সওগাদ”- পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।
- ৭৬। “সাত সাগরের মাঝি”- কাব্যগ্রন্থ, ফররুখ আহমদ।
- ৭৭। “পথের দাবী”- উপন্যাসের রচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ৭৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) রচয়িতা মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান।
- ৭৯। হজরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ “মরুভাস্কর”।
- ৮০। “বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত অভিধান”- সম্পাদক আহমদ শরীফ।
- ৮১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদাবলী লিখেছেন।
- ৮২। “প্রভাবতী সম্ভাষণ”- রচয়িতা ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- ৮৩। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- ৮৪। বিশেষ বাঁশী- রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম।
- ৮৫। “কবর” নাটকের রচয়িতা মুনীর চৌধুরী।
- ৮৬। “কয়েকটি কবিতা”- কাব্যগ্রন্থ, সাজাহান- নাটক, আবোল তাবোল- সুকুমার রায়।
- ৮৭। বিষাদসিন্ধু- মীর মশাররফ হোসেন, শেষ লেখা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ৮৮। “আগুনের পরশমনি” মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস।
- ৮৯। “নিরালোকে দিব্যরথ” শামসুর রাহমান, “আগুনের পরশমনি” হুমায়ুন আহমেদ, “সংশ্লিষ্ট”- শহীদুল-হ কায়সার।
- ৯০। “একুশে ফেব্রুয়ারী” প্রথম সংকলনের সম্পাদক- হাসান হাফিজুর রহমান।
- ৯১। “আত্মজাতী বাঙালী- নীরদ চৌধুরী।
- ৯২। “বিদ্রোহী” কবিতাটি ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যের (নজরুল) অন্তর্ভুক্ত।
- ৯৩। “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী”- রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী।
- ৯৪। কাজী ইমদাদুল হক- এর “আবদুল-হ” উপন্যাসের উপজীব্য তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র।
- ৯৫। বাঙালীর ইতিহাস- নীহারঞ্জন রায়।
- ৯৬। তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকার প্রকাশকাল ১৮৪৩।
- ৯৭। মানব জীবন, মহৎ জীবন, উন্নত জীবন- রচয়িতা মো. লুৎফর রহমান।
- ৯৮। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ নীলদর্পণ (দীনবন্ধু মিত্র)।
- ৯৯। “পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ”? লাইনটি “কপালকুন্ডলা” (বঙ্কিমচন্দ্র) উপন্যাসের।
- ১০০। নজরুল ইসলাম “সম্ভোগিতা” কাব্যটি রবীন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথ “বসন্ত” নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন।

১০২। ঘরে বাইরে (উপন্যাস)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।  
 ১০৩। প্রভাত চিন্তা, নিভৃতচিন্তা, নিশীথ চিন্তা, রচয়িতা কালীপ্রসন্ন ঘোষ।  
 ১০৪। “সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত”- প্রথম চৌধুরীর উক্তি।  
 ১০৫। ট্রাজেডী, কমেডি, ফার্সের মূল পার্থক্য জীবনানুভূতির গভীরতায়।  
 ১০৬। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা “উত্তরাধিকার”।  
 ১০৭। “সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন হউক দূর অকল্যাণ, সকল অশোভন”- শেখ ফজলুল করিম।  
 ১০৮। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ- এর প্রধান ছিলেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ।  
 ১০৯। বাংলা সাহিত্যে “ভোরের পাখি” বিহারীলাল চক্রবর্তী।  
 ১১০। বীরবল, প্রথম চৌধুরীর ছদ্মনাম।  
 ১১১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাটক বসন্ত কুমারী (মীর মোশাররফ হোসেন)  
 ১১২। “বউ কথা কও, বউ কথা কও, কথা কও অভিমানী, সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে যাবে কত যামিনী”- কাজী নজরুল।  
 ১১৩। “আমীর হামজা”- রচয়িতা ফকির গরীবুল-াহ।  
 ১১৪। অনল প্রবাহ লেখক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।  
 ১১৫। “সাতসাগরের মাঝি”- লেখক ফররুখ আহমদ।  
 ১১৬। রক্তাক্ত প্রান্তর- ঐতিহাসিক নাটক (মুনীর চৌধুরী)।  
 ১১৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে সনেটে।  
 ১১৮। মধুসূদন দত্ত রচিত বীরঙ্গনা- পত্রকাব্য।  
 ১১৯। বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা- গীতিকবিতা।  
 ১২০। “ভোরের পাখি”- বলাহয় বিহারীলাল চক্রবর্তী কে।  
 ১২১। দুর্গেশনন্দিনী- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রথম উপন্যাস)।  
 ১২২। নীল দর্পণ-দীনবন্ধু মিত্র (নাটক)  
 ১২৩। বেতাল পঞ্চবিংশি, শকুন্তলা, বর্ণ পরিচয় (ক্ল্যাসিক)- ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বাংলা গদ্যের জনক), জন্ম ১৮২০, মৌলিক রচনা প্রভাবতী সম্ভাষণ।  
 ১২৪। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক- ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (দুই যুগের মিলনকারী)।  
 ১২৫। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম ১৮২৪) প্রবর্তিত নতুন ছন্দের নাম- অমিত্রাক্ষর (প্রথম-তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য)।  
 ১২৬। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিত।  
 ১২৭। প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র দিকদর্শন।  
 ১২৮। প্রথম বাংলা উপন্যাস আলালের ঘরে দুলাল (প্যারীচাঁদ মিত্র)।  
 ১২৯। একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ (প্রহসন), মেঘনাদবধ কাব্য (সংগ্রহ-রামায়ন, সর্গ সংখ্যা ৯টি), প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক কৃষ্ণকুমারী, বীরঙ্গনা (পত্রকাব্য)- মাইকেল মধুসূদন দত্ত (বাংলা নাটকের পথিকৃত ও প্রথম মহাকবি)।  
 ১৩০। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন।  
 ১৩১। কেরী সাহেবের মুন্সী বলা হয় রামরাম বসুকে।  
 ১৩২। উপন্যাস আধুনিক যুগের সৃষ্টি।  
 ১৩৩। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (প্রতিষ্ঠা-৪মে, ১৮০০) বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরি, প্রতিষ্ঠাতা- লর্ড ওয়েলেসলী।  
 ১৩৪। পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন ও অবরোধবাসিনী (শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ)- বেগম রোকেয়া।  
 ১৩৫। জসীমউদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬)- নাটক- বেদের মেয়ে, শিশুতোষ গ্রন্থ-এক পয়সার বাঁশি।

১৩৬। মীর মশাররফ হোসেন(১৮৪৭-১৯১২)। প্রথম উলে-খযোগ্য মুসলমান সাহিত্যিক। রচনা-বিবি কুলসুম, গাজী মিয়ার বসন্তনী।  
 ১৩৭। প্রথম চৌধুরী একজন প্রাবন্ধিক ও চলিত বাংলা গদ্যের সার্থক প্রবর্তনকারী।  
 ১৩৮। কায়কোবাদের প্রথম কাব্য বিরহবিলাপ।  
 ১৩৯। জীবনানন্দের (প্রকৃতির কবি) প্রথম কাব্য বরা পালক।  
 ১৪০। ময়নামতির চর-বন্দে আলী মিয়া।  
 ১৪১। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-বনফুল (১৫ বছর), নাটক- রক্তকরবী, উপন্যাস- চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা।  
 ১৪২। কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস-বাঁধন হারা, নাটক- ঝিলিমিলি।  
 ১৪৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসিজম দ্বারা প্রভাবিত।  
 ১৪৪। শরৎচন্দ্রকে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে (১৯৩৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শ্রেষ্ঠ রচনা শ্রীকান্ড।  
 ১৪৫। নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী-নীলদর্পণ, সামাজিক নাটক- সধবার একাদশী (দীনবন্ধু মিত্র)।  
 ১৪৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার পূর্ববী কাব্য ভিক্টোরিয়া ও কামপো (বিজয়)- কে উৎসর্গ করে ছিলেন, নোবেল পান- ১৯১৩ সালে।  
 ১৪৭। সিরাজুম মুনীরা- ফররুখ আহমদ।  
 ১৪৮। কবি নজরুলের শেষ কাব্যগ্রন্থ- নতুন চাঁদ, গল্প- পদ্ম গোখরো, উপন্যাস- মৃত্যুক্ষুধা।  
 ১৪৯। সুকান্ড ভট্টাচার্যের কবিতায় সামাজিক অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।  
 ১৫০। ত্রিদেশ দশকের লেখক- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু।  
 ১৫১। ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহ (১৮৮৫-১৯৭০), বাংলা সাহিত্যের কথা (দুই খন্ড), বঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত (গ্রন্থ), পত্রিকা (আঙ্গুর)। তিনি ১৯৬৬ সালে বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার করেন।  
 ১৫২। শরৎচন্দ্রের পথের দাবী উপন্যাসটি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।  
 ১৫৩। চলি-শ বছর বয়সে নজরুল বাকশক্তি হারিয়েছিলেন।  
 ১৫৪। জোহরা- মোজাম্মেল হক।  
 ১৫৫। দেশে বিদেশে (কাবুল), চাচা কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র-সৈয়দ মুজতবা আলী।  
 ১৫৬। বরফগলা নদী- জহির রায়হান।  
 ১৫৭। যদ্যপি আমার গুরু- আহমদ হুফা।  
 ১৫৮। প্রথম উলে-খযোগ্য মুসলমান সাহিত্যিক- মীর মশাররফ হোসেন।  
 ১৫৯। শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি সুফিয়া কামাল (কাব্য-সাঁঝের মায়ী)।  
 ১৬০। নীলদর্পণ নাটক দেখতে এসে বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন।  
 ১৬১। জীবনানন্দ দাসের ওপর যে বিদেশী গবেষণা করেন- ক্লিনটন বুথ সীলি।  
 ১৬২। টি.এস ইলিয়টের কবিতার বাংলা অনুবাদ করেন বিষ্ণু দে।  
 ১৬৩। প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে- শামসুর রাহমান।  
 ১৬৪। প্রথম সার্থক উপন্যাসিক- বঙ্কিমচন্দ্র, (দুর্গেশনন্দিনী, কমালকুন্ডলা)।  
 ১৬৫। কবর নাটকটি মুনীর চৌধুরী কারাগারে থাকাকালীন রচনা করেন (পটভূমি ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২), তার অনূদিত নাটক- মুখরা রমণী বশীকরণ।  
 ১৬৭। লালসালু- সৈয়দ ওয়ালীউল-াহ।  
 ১৬৮। কহেলিকা- নজরুল ইসলাম।  
 ১৬৯। আবদুল-াহ- কাজী ইমদাদুল হক।

১৭০। চাঁদের আমারস্যা- মনোসমীক্ষণমূলক উপন্যাস।  
 ১৭১। কমালকুন্ডলা, মৃণালিনী- বঙ্কিমচন্দ্র।  
 ১৭২। কর্ণফুলী- উপজাতীয় জীবনকাহিনী।  
 ১৭৩। জননী- মানিক বন্দোপাধ্যায়।  
 ১৭৪। হাজার বছর ধরে- জহির রায়হান।  
 ১৭৫। বিষাদসিন্ধু উপন্যাসের নায়ক- ইমাম হোসেন।  
 ১৭৬। সূর্যদীঘল বাড়ী- আবু ইসহাক।  
 ১৭৭। কবিতার কথা- প্রবন্ধ।  
 ১৭৮। লালসালু উপন্যাসে উপজীব্য হলো ধর্মীয় ভাষ্যমির নিখুঁত চিত্র।  
 ১৭৯। বটতলার উপন্যাস- নাজিয়া।  
 ১৮০। শিশু রাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গের উপদ্রব বলিলেই হয়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমাণ্ডি)।  
 ১৮১। দুধে ভাতে উৎপাত- আখতার জামান ইলিয়াস।  
 ১৮২। শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পের প্রধান চরিত্র- গফুর।  
 ১৮৩। ছোট প্রাণ ছোট ব্যাখ্যা, ছোট ছোট দুঃখ কথা নিতান্দুই সহজ সরল- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।  
 ১৮৪। পুনশ্চ (কাব্য), গল্পগুচ্ছ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার একটি বিখ্যাত কবিতা- জীবনের জলছবি।  
 ১৮৫। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়- নাটকের প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি।  
 ১৮৬। আমলার মামলা (নাটক), ক্রীতদাসের হাঁসি, দুই সৈনিক (উপজীব্য-মুক্তিযুদ্ধ) শওকত ওসমান।  
 ১৮৭। নকশী কাঁথার মাঠ- কাব্যনাট্য (জসীমউদ্দীন)।  
 ১৮৮। নেমেসিস- নাটক (নুরুল মোমেন)- উপজীব্য উপন্যাসের মন্বন্ড র।  
 ১৮৯। সংস্কৃতির কথা- মোতাহের হোসেন চৌধুরী।  
 ১৯০। বীরবলের হালখাতা, হঠাৎ আলোর বলকানি- প্রবন্ধ।  
 ১৯১। বিদায় হজ্ব প্রবন্ধের লেখক এস ওয়াজেদ আলী।  
 ১৯২। দারিদ্র কবিতাটি নজরুল ইসলামের সিদ্ধি হিলে-ল কাব্যের অন্ড ভূক্ত।  
 ১৯৩। শেষ লেখা, খেয়া, কাব্য পরিক্রমা- এগুলো কাব্য গ্রন্থ।  
 ১৯৪। নিরালোকে দিব্যরথ- শামসুর রাহমান।  
 ১৯৫। বিদ্রোহী কবিতাটি নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্য অগ্নিবীণার (প্রথম কবিতা- প্রলয়াল-স) অন্ডর্ভূত।  
 ১৯৬। ঝরা পালক (প্রথম প্রকাশিত কাব্য), ধূসর পাণ্ডলিপি, রূপসী বাংলা (উপজীব্য- স্বদেশ প্রীতি ও নিসর্গময়তা)- জীবনানন্দ দাশ।  
 ১৯৭। কাভারী হুশিয়ার কবিতাটি নজরুল ইসলামের সর্বহারা কাব্যের অন্ডভূক্ত।  
 ১৯৮। কবর কবিতাটি রাখালী কাব্যের অন্ডভূক্ত। জসীমউদ্দীনের নকশী কাঁথার মাঠ (ইংরেজী- এংযব ঋববষফ ডভ উসনৎডরফৎবফ হ্রবঃ) বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে।  
 ১৯৯। প্রথম মহাকাব্য মহাভারত। আরেকটি মহাকাব্য বৃত্ত সংহার।  
 ২০০। মহাশ্মশান মহাকাব্য ১৭৬১ সালে পানিপথের যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে রচিত।  
 ২০১। বাংলার ইতিহাস-রমেশচন্দ্র মজুমদার।  
 ২০২। বাংলা সাহিত্যের কথা- ড. মুহম্মদ শহিদুল-হ।  
 ২০৩। দ্যা লিবারেশন অফ বাংলাদেশ- জেনারেল সুখওয়ান্ড সিং।  
 ২০৪। জাহান্নাম হতে বিদায় (উপন্যাস- শওকত ওসমান), একাত্তরের দিনগুলো (জাহানারা ইমাম), আমি বীরঙ্গনা বলছি (নীলিমা ইব্রাহিম) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ।  
 ২০৫। নন্দিত নরকে- হুমায়ূন আহমেদ।

২০৬। জহির রায়হানের আরেক ফাল্লুন উপন্যাসের পটভূমি হলো- ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ।  
 ২০৭। দেনাপাওনা (রবীন্দ্রনাথ), দেনাপাওনা (উপন্যাস শরৎচন্দ্র)  
 ২০৮। রক্ত করবী- রবীন্দ্রনাথ (প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার), রক্তাক্ত প্রান্ড র- মুনির চৌধুরী।  
 ২০৯। মানবজীবন, মহৎজীবন, উন্নত জীবন প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা- মোঃ লুৎফর রহমান।  
 ২১০। সাতসাগরের মাঝি- ফররখ আহমেদ (উপজীব্য- ইসলামের ইতিহাস ও ইতিহাস)।  
 ২১১। পদ্মা নদীর মাঝি- মানিক বন্দোপাধ্যায় (উপজীব্য- জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ)।  
 ২১২। চরিত্র : মনসামঙ্গল-চাঁদ সওদাগর, কৃষ্ণকান্ডের উইল-গোবিন্দলাল ও রোহিনী, শ্রীকান্ড-অভয়া, রক্তকরবী-নন্দিনী, গৃহদাহ-সুরেশ ও অচলা, চোখের বালি-মহেন্দ্র ও বিনোদিনী, সধবার একাদশী-নিমচাঁদ, লালসালু-জমিলা, কপালকুন্ডলা-নবকুমার।  
 ২১৩। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র ইন্দ্রনাথ।  
 ২১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কারুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষণ, মুকুট, সুভা প্রভৃতি গল্পে মুসলমান চরিত্র আছে।  
 ২১৫। পূর্ব বাংলা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি-বইটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়েছিল।  
 ২১৬। শ্রীকান্ড-শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।  
 ২১৭। নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত রচনা-বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী।  
 ২১৮। হিন্দি ও ফারসি সাহিত্য থেকে প্রণয়োপাখ্যান কাব্য ধারার প্রচলন হয়।  
 ২১৯। উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা ১৪৯৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল।  
 ২২০। আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী।  
 ২২১। প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করেন।  
 ২২৩। নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কবিতা-মুক্তি ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।  
 ২২৪। লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, গান, ছড়া ইত্যাদিকে লোকসাহিত্য বলে।  
 ২২৫। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র-দিকদর্শন।  
 ২২৬। ইয়ংবেঙ্গল-ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক।  
 ২২৭। বেহুলা গীতাভিনয় (নাটক)- মীর মশাররফ হোসেন।  
 ২২৮। বিয়ে পাগলা বুড়ো (প্রহসন)- দীনবন্ধু মিত্র।  
 ২২৯। শওকত ওসমান তার ক্রীতদাসের হাঁসি উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।  
 ২৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প-ক্ষুধিত পাষণ।  
 ২৩১। অনেক ফাল্লুন- ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস।  
 বিস্মৃত আলোচনা :  
 বাংলা গদ্যের ইতিহাস : বাংলা সাহিত্যের ১৮০১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়কাল আধুনিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত। এ সময়ের পূর্বে তথা প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা গদ্য সাহিত্যের তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাংলা আদি নিদর্শন অষ্টাদশ শতকে দোম আন্দ্রনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' (১৭৪৩)। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন পর্তুগীজ পাদ্রী মনোএল দা আসসুস্পাঁও রচিত কুঁপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৪৩ সালে রোমান হরফে ছাপা হয়। এর রচনা কাল ১৭৪৩ সাল।

- ♣ ব্রাসি হ্যালহেড সর্ব প্রথম ধাতুতে খোদাই বাংলা হরফ ব্যবহার করেন।
  - ♣ ১৭৭৮ সালে রচিত 'A Grammar of the Bengal Language' গ্রন্থে প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়।
  - ♣ বাংলায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ- রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত।
  - ♣ ডিরোজিওর আদর্শ ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র।
  - ♣ বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মচরিতমূলক গ্রন্থ- ইশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর চরিত'।
  - ♣ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম চৌধুরীর চলিত ভাষার প্রথম নিদর্শন- হালখাতা।
  - ♣ ১৮৪০ সালে 'বাংলা পাঠশালা' স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজের অধীনে।
  - ♣ বাংলা গদ্যরীতিকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রথম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায়।
  - ♣ ছাপার অক্ষরে লেখা শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে।
  - ♣ আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায় ১৮০১-১৮৬০।
  - ♣ সর্বপ্রথম মুদ্রণনোপযোগী বাংলা অক্ষর তৈরী করেন পঞ্চগনন কর্মকার। তাকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়।
  - ♣ বাংলা গদ্যে প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
  - ♣ আধুনিক কালের চলিত ভাষার প্রবর্তক প্রথম চৌধুরী।
  - ♣ 'বটতলার পুঁথি' বলতে কলকাতার সম্পদ্র ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত গ্রন্থকে বুঝানো হয়েছে।
  - ♣ হিতোপদেশ, বত্রিশ সিংহাসন-মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
  - ♣ কথোপকথন, ইতিহাসমালা- উইলিয়াম কেরি।
  - ♣ বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রথম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায়।
  - ♣ বেদান্দ্‌গ্রন্থ-প্রবন্ধ।
  - ♣ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম রামমোহন রায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
  - ♣ রামরঞ্জিকা, ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত্র- প্যারীচাঁদ মিত্র।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ :**
- ♣ ফোর্ট উইলিয়াম কলে (মে/১৮০০)-এ ১৮০১ সালে বাংলা বিভাগ খোলা হয়- অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে দু'জন প্রধান পণ্ডিত-মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামনাথ বাচস্পতি এবং ছয়জন সহকারী পণ্ডিত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ (তর্কালঙ্কার), পদ্মলোচন চূড়ামনি ও রামরাম বসু বাংলা বিভাগে পাঠদান করতেন।
  - ♣ ১৮০১ সাল থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ৮ জন লেখকের আবির্ভাব ঘটে। শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
  - ♣ ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরি কলকাতায় আগমন করেন।
  - ♣ উইলিয়াম কেরির কলকাতার আগমনের সময় শ্রীরামপুর ডেনিসদের শাসনাধীন ছিল।
  - ♣ শ্রীরামপুর মিশন ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়।
  - ♣ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন লর্ড ওয়েলেসলি।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র :**
- ১। ১৭৭৮- ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়।
  - ২। ১৭৮০- ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র (বেঙ্গল গেজেট- জানুয়ারি ১৭৮০- জেমস আগাস্টাস হিক)
  - ৩। ১৮১৮- শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'দিকদর্শন'- প্রথম মুদ্রিত বাংলা সংবাদপত্র- এপ্রিল ১৮১৮।
  - ৪। ১৮১৮- মে ১৮১৮- সমাচার দর্পণ- জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

- ৫। ১৮২১- 'সম্বাদ কৌমুদী'- রামমোহনের সহযোগিতায় প্রকাশিত তারারচাঁদ দত্ত ও ভবানী প্রসাদ।
  - ৬। ১৮২২- 'বঙ্গদূত'- নীলমনি হালদার।
  - ৭। ১৮৩১- 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১/ফেব্রুয়ারি- ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
  - ৮। ১৮৪৩- 'তত্ত্ববোধিনী'- অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)
  - ৯। 'জ্ঞান' যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আগষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব"- এই উক্তিটি 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকত।
  - ১০। জসীম উদ্দীনে 'কবর' কবিতা প্রথম 'কলে-ল' (১৯২৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
  - ১১। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকাটি ইয়ং বেঙ্গল (উদারপন্থী কিছু তরুণ) এর পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত।
  - ১২। সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকাটি সমাচার দর্পণ পত্রিকার জবাব স্বরূপ প্রকাশিত হয়।
  - ১৩। বাংলা প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা-বিবিধার্থ সংগ্রহ (দিজেদ্রলাল মিত্র-১৮৫১)।
  - ১৪। মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা সমাচার সভারাজেন্দ্র।
  - ১৫। 'আনন্দময়ীর আগমন' কবিতাটি ধুমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
  - ১৬। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা- উত্তরাধিকার।
  - ১৭। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য বনফুল প্রকাশিত হয় জ্ঞানাস্কুর পত্রিকায়।
- নাটক ও নাট্য সাহিত্য :** বাংলা নাটকের প্রথম প্রয়াস হিসেবে ভদ্রার্জুন (১৮৫২), কীর্তিবিলাস (১৮৫২), ভানুমতি চিত্তবিলাস প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। আর নাটক অভিনয়ের প্রথম প্রয়াস ১৭৯৫ সালে হেরাসিম লেবেনফের উদ্যোগে গঠিত কলকাতার ডোমতলায় The Disguise এবং Love is the Best Doctor।
১. বিয়োগান্দ্‌নাটক রচনার প্রথম প্রচেষ্টা- কীর্তিবিলাস।
  ২. হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' ও চারমুখ চিত্তহার্য নাটকদ্বয় যথাক্রমে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ও 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের অনুবাদ।
  ৩. রামনারায়ন তর্করত্নের 'বেনী সংহার' 'রত্নাবতী' অভিজ্ঞান শকুন্ডলম' ও 'মালতী মাধব' নাটকগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত।
  ৪. মধুসূদনের মায়াকানন নাটকটি তার মৃত্যুর পর (১৮৭৪) প্রকাশিত হয়।
  ৫. 'হাসির গানের রাজা' নামে খ্যাত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
  ৬. নাটকে কাব্যধর্ম প্রাধান্য পেলে তাকে বলে কাব্যনাট্য।
  ৭. মিশ্র শিল্প বলা হয় নাটকে।
  ৮. মুনীর চৌধুরী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে কবর নাটক (১৯৫৩) রচনা করেন।
  ৯. বাঙালি কর্তৃক অভিনীত প্রথম নাটক The Disguise (১৭৯৫)।
  ১০. মধুসূদন দত্তের যে নাটকটি ছাপা হয়নি- Rizia
  ১১. মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী নাটকটি ঐতিহাসিক।
  ১২. নীলদর্পণ নাটকের প্রথম ইংরেজী অনুবাদক-মধুসূদন।
  ১৩. নীলদর্পণ নাটকের প্রেক্ষিতে ইন্ডিগো কমিশন গঠিত হয়।
  ১৪. নীলদর্পণ প্রকাশের পর নীল চাষীগণ নীলের বিপক্ষে সমবেত হয়েছিল।
  ১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আক্রমণ করে ডি এল রায় 'আনন্দ বিদায়' নাটকটি লেখেন।
  ১৬. গোজীবন নাটক লেখার জন্য মীর মশাররফ হোসেনকে 'কাফের স্থির' করা হয়।

১৭. তারাচরণ শিকদার- ভদ্রার্জুন।

১৮. হরচন্দ্র ঘোষ- ভানুমতি, চিত্তবিলাস।

**কিছু বিখ্যাত নাট্যকার ও তাদের নাটক :**

১) রামনারায়ণ তর্করত্ন- কুলীন কুলসর্বস্ব, বেনীসংহার, রত্নাবতী, অভিজ্ঞান শকুন্তলম, রঞ্জিনীহরণ।

২) মাইকেল মধুসূদন দত্ত- শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, মায়াকানন।

৩) দীনবন্ধু মিত্র- নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

৪) গিরিশচন্দ্র ঘোষ- প্রফুল্ল-, সিরাজ উদ্দৌলা।

৫) মীল মশাররফ হোসেন- বসন্ত কুমারী, জমিদার দর্পন, বেহুলার গীতাভিনয়।

৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- তাসের দেশ, রক্তকরবী, ডাকঘর, প্রায়শ্চিত্ত, আচলায়তন, মায়ার খেলা, রাজা, ফাল্গুনি, মুক্তধারা, কালের যাত্রা, বিসর্জন, রজা ও রানী।

৭) কাজী নজরুল ইসলাম- আলেয়া, মধুমালার, ঝিলিমিলি, পুতুলের বিয়ে।

৮) নবীনচন্দ্র সেন- শুভ নির্মাল্য।

৯) শাহাদাত হোসেন- মসনদের মোহ, আনারকলি।

১০) ইব্রাহীম খাঁ- কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, কাফেলা।

১১) জসীমউদ্দীন- পদ্মাপার, বেদের মেয়, মধুমালার, পল্লী-বধু, ওগো পুষ্পধনু।

১২) আবুল ফজল- স্বয়ম্বর।

১৩) নূরুল মোমেন- রূপান্দ্র, নেমেসিস, যদি এমন হতো, নয়্যা খান্দান, আলোছায়া, এইটুকু এই জীবনটাতে, যেমন ইচ্ছা তেমন, শতকরা আশি।

১৪) ফররুখ আহমদ- নৌফেল ও হাতেম।

১৫) সিকান্দার আবু জাফর- শকুন্তলা উপাখ্যান, সিরাজউদ্দৌলা, মহাকবি আলাওল।

১৬) শওকত ওসমান- আমলার মামলা, তস্কর, কাঁকরমনি।

১৭) ড. নীলিমা ইব্রাহীম- দুয়ে দুয়ে চার, মনোনীত, যে অরণ্যে আলো নেই, রৌদ্রজ্বল বিকেল।

১৮) সৈয়দ ওয়ালী উল-হ- সুভূজ, বহির্পীর, তরঙ্গ ভঙ্গ।

১৯) সৈয়দ আলী আহসান- কোরবানী।

২০) মুনির চৌধুরী- রক্তাক্ত প্রাঙ্গণ, চিঠি, কবর, দন্ডকারণ্য, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য।

২১) আসকার ইবনে শাইখ- বিদ্রোহী পদ্মা, প্রতীক্ষা, এপার ওপার, তিতুমীর।

২২) আনিস চৌধুরী- মানচিত্র ও অ্যালবাম।

২৩) আলাউদ্দিন আল আজাদ- মায়ারী প্রহর, ধন্যবাদ, নিঃশব্দ যাত্রা, নরকে লাল গোলাপ।

২৪) জিয়া হায়দার- ডক্টর ফস্টার্স এন্টিগানে, এলেবেলে।

২৫) আবদুল-হ আল মামুন- সুবচন নির্বাসনে, এখন দুঃসময়, এবার ধরা দাও, সেনাপতি, ক্রসরোডে ক্রসফায়ার, অরক্ষিত মতিঝিল, চারদিকে যুদ্ধ, শাহজাদীর কালো নেকার, আয়নায় বন্ধুর মুখ, কোকিলারা, তোমরাই, এখনও ক্রীতদাস।

২৬) হুমায়ুন আহমেদ- এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, আয়োময়, নক্ষত্রের রাত, কোথাও কেউ নেই।

২৭) মমতাজ উদ্দিন আহমদ- স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা, চয়ন, এই সেই কণ্ঠস্বর।

২৮) মামুনুর রশীদ- স্বপ্নের শহর, সুপ্রভাত ঢাকা, গিনিপিগ, ইতি আমার বোন, ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই, এখনে নোঙ্গর।

২৯) বুদ্ধদেব বসু- তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কালসন্ধা।

৩০) ক্ষরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ- প্রমোদরঞ্জন।

৩১) সেলিম আল দীন- যৈবতী কন্যার মন, এক্সপে-সিভ ও মূলসমস্যা, মুনতাসীর ফ্যান্টাসি, চরকাকড়ার ডকুমেন্টারি, কিওনখোলা, হাত হদাই, মল্লয়া, আয়না, ভাঙ্গনের শব্দ শুনি, লালমাটি কালো ধূয়া, ঢাকা।

**প্রবন্ধ :**

১. প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎপত্তির সঙ্গেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা রয়েছে।

২. প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে লেখকের মননকে চেনা সহজ হয়।

৩. কমলা কান্বেজ দত্ত- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪. প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা- কালীপসন ঘোষ।

৫. কবিতার কথা- জীবনানন্দা দাশ।

**কিছু প্রবন্ধ ও লেখকের নাম :**

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- সাহিত্য, বাংলা ভাষা পরিচয়, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, শিক্ষা, বাংলা ভাষার পরিচয়, সাহিত্যের পথে, আত্মশক্তি, সভ্যতার সংকট।

২. কাজী নজরুল ইসলাম- ধুমকেতু, রাজবন্দীর জবানবন্দী, যুগবাণী, রত্নমঙ্গল।

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বিজ্ঞান রহস্য, কমলাকান্বেজ দত্ত, সাম্য।

৪. ড. আশরাফ সিদ্দিকী- লোকায়ত বাংলা, লোক সাহিত্য।

৫. বুদ্ধদেব বসু- সাহিত্য চর্চা, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, হঠাৎ আলোর বলকানি।

৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ- আমাদের সমস্যা, ইকবাল।

৭. শওকত ওসমান- সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই।

৮. হাসান হাফিজুর রহমান- আধুনিক কবি ও কবিতা।

৯. বদরুদ্দীন ওমর- স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি, বাঙালী কাকে বলি।

১০. আনিসুজ্জামান- পুরানো বাংলা গদ্য, স্বরূপের সন্ধানে।

**প্রহসন :**

১. কালীপ্রসন্ন সিংহ- হুতোম পেঁচার নকশা।

২. রামনারায়ণ তর্করত্ন- যেমন কর্ম তেমন ফল, উবয় সঙ্কট, চক্ষুদান।

৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত- একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শাকিকের ঘাড়ে বোঁ।

৪. দীনবন্ধু মিত্র- সধবার একাদশী, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো।

৫. গিরিশচন্দ্র ঘোষ- সপ্তমীতে বিসর্জন, বেলি-ক বাজার, বড়দিনের বকশিস, সভ্যতার পাভা।

৬. মীর মশাররফ হোসেন- এর উপায় কি, ভাই ভাই এইতো চাই, ফাস কাগজ ও একি।

৭. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর- কিঞ্চিৎ জলযোগ, এমন কর্ম করব না, হিতে বিপরীত, হঠাৎ নবাব, দায়ে পড়ে দার গ্রহণ।

৮. অমৃতলাল বসু- বিবাহ বিভ্রাট, চোরের উপর বাটপাড়ি, ডিসমিস, কৃপণের ধন।

৯. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়- বিরহ, কঙ্কি অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম।

১০. রবীন্দ্রনাথ- বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শেষ রক্ষা, হাস্য কৌতুক।

**কাব্য :** বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারা ও শক্তিশালী মাধ্যম হলো কবিতা। অনেকগুলো কবিতা মিলে হয় একটি কাব্যগ্রন্থ।

১. সনেটের জন্য ইতালিতে। অর্থ চতুর্দশপদী কবিতা।

২. সনেটের লাইন ১৪ টি।

৩. গৈরিশ ছন্দের প্রবর্তক গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৪. মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫. অমিত্রাক্ষর ছন্দের (Blank verse) প্রবর্তক মধুসূদন (তিলোত্তমাসম্ভব)।
৬. 'টিমোথি পেনপয়েম' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন মধুসূদন দত্ত।
৭. রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তার 'আরোগ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
৮. যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়- ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে। তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।
- কিছু বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ :**
১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত- আমাবস্যা, অকাল বসন্ত।
২. আব্দুল দির- দিলরুবা, উত্তর বসন্ত।
৩. আবুজাফর ওবায়দুল-হা- সাত নরীর হার, কখনো রং কখনো সুর, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি।
৪. আবু হেনা মোস্তফা- আপন যৌবন বৈরী।
৫. আল মাহমুদ- লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, বখতিয়ারের ঘোড়া।
৬. আলাউদ্দীন আল আজাদ- মানচিত্র, লেলিহান পাণ্ডুলিপি, সাজঘর, চোখ
৭. আবুল হাসান- নব বসন্ত, বিরস সংলাপ, এখনো সময় আছে।
৮. আশরাফ সিদ্দিকী- সাত ভাই চম্পা, বিস্কণা।
৯. আহসান হাবীব- ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, মেঘ বলে চৈত্র যাবে, বিদীর্ণ দর্পনে মুখ।
১০. গোলাম মোস্তফা- রক্তব্যাগ, বুলবুলিস্ত্রন, বনি আদম।
১১. জসীমউদ্দীন- রাখালী, নকশী কাঁথার মাঠ, বালুচর, ধানক্ষেত, মাটির কান্না, সোজন বাদিয়ার ঘাট, হাসু, রঙিলা নায়ের মাঝি, এক পয়সার বাঁশি, সুচয়নী, মা যে জননী কান্দে।
১২. ফররুখ আহমেদ- সাত সাগরের মাঝি, সিরাজুমুনিরা, হামে তাঈ, নৌফেল ও হাতেম।
১৩. বন্দে আলী মিয়া- ময়নামতির চর, পদ্মা নদীর চর, ক্ষুধিত ধরিত্রী আশ্রয়চল।
১৪. কাজী নজরুল ইসলাম- অগ্নিবীণা, বিঘের বাঁশি, ভাঙ্গারগান, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণি মনসা, জিজির সন্ধ্যা, প্রলয় শিখা।
১৫. জীবনানন্দ দাশ- বরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা আবেলা কালবেলা।
১৬. বেগম সুফিয়া কামাল- সাঁঝের মায়া, উদাত্ত পৃথিবী, অভিযাত্রিক, মায়া কাজল।
১৭. নির্মলেন্দু গুহ- প্রেমাংগুর রক্ত চাই, না প্রেমিক না বিপ-বী, পৃথিবী জোড়া গান, দূর হ দুঃশাসন, মুজিব লেনিন ইন্দিরা।
১৮. নির্মলেন্দু গুপ্তের অনুবাদ কবিতা- রক্ত আল ফুলগুলি, চৈত্রের ভালোবাসা, বাংলা মাটি, প্রথম দিনের সূর্য।
১৯. বিষ্ণু দে- চোরাবালি, সাত ভাই চম্পা, তুমি শুধু পাঁচিশে বৈশাখ।
২০. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ- মরুসূর্য, রক্তকমল।
২১. বিহারীলাল চক্রবর্তী- বঙ্গসুন্দরী, সারদামঞ্জল।
২২. বুদ্ধদেব বসু- মর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, মরচেপড়া পেরেকের গান, একদিন চিরদিন।
২৩. শহীদ কাদরী- উত্তরাধিকার।
২৪. রফিক আজাদ- সশস্ত্র সুন্দর, অঙ্গীকারের কবিতা, এক জীবনে আমার স্বদেশ।
২৫. আব্দুল মান্নান সৈয়দ- জন্মান্ত, কবিতা গুচ্ছ, নির্বাচিত কবিতা, সকল প্রশংসা তাঁর।
২৬. সৈয়দ আলী আহসান- অনেক আকাশ, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, উচ্ছারণ, সমুদ্রেই যাবো।

২৭. আতাউর রহমান- নিষাদ নগরে আছি।
২৮. আহমদ রফিক- নির্বাসিত নায়ক, রক্তের নিসর্গ দেশ।
- মহাকাব্য :**
১. বাল্মীকি- রামায়ণ
২. বেদব্যাস- মহাভারত
৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত- মেঘনাদ বধ (সার্থক মহাকাব্য- ১৮৬১)
৪. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- বৃত্ত সংহার
৫. নবীনচন্দ্র সেন- রৈবতক, কুরক্ষিত্র, প্রভাস
৬. কায়কোবাদ- মহাশ্মশান (১৯০৪)
৭. সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী- স্পেন বিজয় (১৯১৪)
- ছোট গল্প :** বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্যতম সমৃদ্ধ ধারা হলো ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীদেবী প্রথম সচেতন ছোটগল্পকার (নবকাহিনী)। প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সর্বশেষ 'ল্যাবরেটরী' ছোটগল্প রচনা করেন।
১. স্বর্ণকুমারী দেবী- নবকাহিনী।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- গল্পগুচ্ছ, ভিখারিনী, ঘাটের কথা, মুকুট, রাজপথের কথা, দেনা পাওনা, মহামায়া, একরাত্রি, মাল্যদান, সমাপ্তি, শাস্তি, মধ্যবর্তিনী, জীর পত্র, নষ্ট নীড়, শেষ কথা, দিদি, হৈমন্তি, পোষ্টমাস্টার, ছুটি, শুভা, কাবুলিওয়ালা, অতিথি, জীবিত ও মৃত, গুপ্তধন, মণিহার, ক্ষুধিত পাষণ, গল্পসল্প।
৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়- ঘোড়শী, গল্পবীথি, গল্পাঞ্জলি, গহনার বাস, বিলাসিনী, ফুলের মূল্য।
৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- মন্দির, মহেশ, বিলাসী, অভাগীর স্বর্গ।
৫. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- পুষ্পপত্র, ধূপছায়া, সওগাত।
৬. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার- ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে।
৭. উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী- টুনটুনির বই।
৮. প্রমথ চৌধুরী- চারইয়ারী কথা, নীললোহিত, আহুতি।
৯. রাজশেখর বসু- গডলিকা।
১০. বেগম রোকেয়া- মতিচূর।
১১. প্রেমেন্দ্র মিত্র- বেনামী বন্দর, অফুরন্ত মহানগর।
১২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত- অকাল বসন্ত, হাড়ি-মুচি-ডোম।
১৩. বুদ্ধদেব বসু- ঘরেতে ভ্রমর এল।
১৪. কাজী নজরুল ইসলাম- রক্তের বেদন, ব্যথার দান, শিউলি মালা।
১৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়- পাষণপুত্রী, জলসাগর, রসকলি।
১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- প্রাগৈতিহাসিক, অতসী মামী, আজ কাল পরশুর গল্প।
১৭. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়- রানুর প্রথম ভাগ, রানুর দ্বিতীয় ভাগ, রানুর তৃতীয় ভাগ, বরযাত্রী, রানুর কথামালা, নাটক নয় নভেল।
১৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়- মৌরি ফুল, মেঘমাল-ার, কিন্নরদল, অসাধারণ, বিধু মাস্টার।
১৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়- কালকুট।
২০. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়- বনফুলের গল্প, বৈতরণী তীরে, বাহুল্য।
২১. অন্নদাশঙ্কর রায়- কামিনীকামিন, যৌবন জ্বালা।
২২. সৈয়দ মুজতবা আলী- ময়ূরকণ্ঠী, পঞ্চতন্ত্র, চাঁচা কাহিনী।
২৩. সুধোর ঘোষ- পরশুরামের কুঠার, জহুগুহ।
২৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়- গল্প সংগ্রহ, শ্রেষ্ঠ গল্প।
২৫. আবুল মনসুর আহমেদ- ফুড কনফারেন্স, আয়না, গালিভারের সফরনামা, আসমানী পর্দা।

২৬. আবুল ফজল- আয়না, মাটির পৃথিবী।  
 ২৭. শওকত ওসমান- ডিগবাজী, ওয়েটন সাহেবের বাংলা, প্রস্ফুট ফরক।  
 ২৮. সৈয়দ ওয়ালীউল-হ- দুইতীর ও অন্যান্য গল্প, নয়নচারা।  
 ২৯. আব্দুল শাকুর- ক্রাইসিস, এপিট্যাফ, ক্ষীয়মাণ।  
 ৩০. শামসুদ্দীন আবুল কালাম- ঢেউ, পথ জানা নেই, অনেক দিনের আশা, শাহেব বানু।  
 ৩১. ড. আশরাফ সিদ্দিকী- রাবেয়া আপা।  
 ৩২. আলাউদ্দীন আল আজাদ- ধানকন্যা, জেগে আছি, অন্ধকার সিঁড়ি, উজান তরঙ্গে।  
 ৩৩. জহির রায়হান- সূর্যগ্রহণ, জহির রায়হান গল্প সমগ্র।  
 ৩৪. আবদুল গাফফার চৌধুরী- কৃষ্ণপক্ষ।  
 ৩৫. সৈয়দ শামসুল হক- আনন্দে মৃত্যু, রক্তগোলাপ।  
 ৩৬. হাসান হাফিজুর রহমান- আরো দুটি মৃত্যু।  
 ৩৭. আল মাহমুদ- পানকৌড়ির রক্ত।  
 ৩৮. হাসান আজিজুল হক- শীতের অরণ্য, সমুদ্রের স্বপ্ন, জীবন ঘষে আগুন, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, নামহীন গোত্রহীন।  
 ৩৯. মকবুলা মনজুরা- দিবা ও রাত্রি।  
 ৪০. আবদুল মান্নান সৈয়দ- সত্যের মত বদমাশ, মৃত্যুর অধিক লালক্ষণ।  
 ৪১. হুমায়ন আহমেদ- নিশিকাব্য, আনন্দ বেদনার কাব্য।  
 ৪২. ইমদাদুর হক মিলন- ফুলের বাগানে সাপ।  
 ৪৩. ইব্রাহিম খাঁ- মানুষ, লক্ষী পঁচা।  
 ৪৪. সুফিয়া কামাল- কেয়ার কাঁটা।  
 ৪৫. শাহেদ আলী- একই সমতলে, জিবরাইলের ডানা।  
 ৪৬. আবু ইসহাক- হারেম, মহাপতঙ্গ।  
 ৪৭. আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ- সম্রাজ্ঞীর নাম।  
 ৪৮. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস- দুধেভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, অন্যঘর অন্যস্বর, খোঁয়ারী।

#### ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ :

১. ড. অসিত কুমার- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।  
 ২. ড. আশরাফ সিদ্দিকী- লোকসাহিত্য।  
 ৩. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য- বাংলা লোকসাহিত্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস।  
 ৪. ড. আহমেদ শরীফ- পুঁথি পরিচিত, মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ।  
 ৫. ড. দীনেশচন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।  
 ৬. ড. গোলাম সাকলায়েন- বাংলার মর্সিয়া সাহিত্যের মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক।  
 ৭. ড. নীলিমা ইব্রাহীম- বাংলা নাটকঃ উৎস ও ধারা, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও নাটক।  
 ৮. ড. এনামুল হক- আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, মুসলিম বাংলা সাহিত্য।  
 ৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ- বাংলা সাহিত্যের কথা।  
 ১০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।  
 ১১. ড. মোহম্মদ মনিরুজ্জামান- বাংলা কবিতার ছন্দ।  
 ১২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী- বৌদ্ধ গান ও দৌহা।  
 ১৩. ড. সুকুমার সেন- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যে গদ্য।  
 ১৪. ড. নীহাররঞ্জন রায়- বাঙ্গালীর ইতিহাস।  
 ১৫. কাজী মোতাহার হোসেন- নজরুল কাব্য পরিচিত।

১৬. মুনীর চৌধুরী- ভাষা সাহিত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি।  
 ১৭. সৈয়দ আলী আহসান- কবিতার কথা।  
 ১৮. আবুল ফজল- সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, সাহিত্য সংস্কৃতি জীবন।  
 ১৯. ড. কাজী দীন মোহম্মদ- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।  
 ২০. ড. হুমায়ন আজাদ- লাল নীল দ্বীপাবলী, বাংলা ভাষার শত্রু মিত্র।  
 ২১. শামসুর রহমানঃ নিঃসঙ্গ শেরপা, কত নদী সরোবর, রবীন্দ্র প্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা।

#### উপন্যাস সাহিত্য :

১. আবু জাফর- পদ্মা মেঘনা যমুনা।  
 ২. আবদুল গাফফার চৌধুরী- চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান।  
 ৩. আবু ইসহাক- সূর্যদীঘল বাড়ী, পদ্মার পলিদ্বীপ।  
 ৪. আবু রশীদ- সামনে নতুন দিন, নোঙর, এলোমেলো।  
 ৫. আলাউদ্দীন আল আজাদ- তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, কর্ণফুলী, ক্ষুধা ও আশা।  
 ৬. শামসুর রাহমান- অষ্টোপাশ, নিয়ত মন্ড্রজ।  
 ৭. রশিদ করিম- উত্তর পুরুষ, প্রেম একটি লাল গোলাপ, মায়ের কাছে যাচ্ছি, পদতলে রক্ত।  
 ৮. রাবেয়া খাতুন- মন এক শ্বেত কপোতী, ফেররী সূর্য।  
 ৯. শওকত ওসমান- জননী, জাহান্নাম হইতে বিদায়, ক্রীতদাসের হাসি, নেকড়ে অরণ্য।  
 ১০. শামসুদ্দীন- কাশবনের কন্যা।  
 ১১. সেলিম হোসেন- হাঙ্গর- নদী গ্লেড, যাপিত জীবন, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, কাঠ কয়লার ছবি।  
 ১২. সৈয়দ শামসুল হক- সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা, নীল দংশন, নিষিদ্ধ লোবান।  
 ১৩. হুমায়ন আহমেদ- শঙ্খনীল কারাগার, নন্দিত নরকে, আগুনের পরশমণি।  
 ১৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস- খোয়ারনামা, চিলে কোঠার সেপাই।  
 ১৫. আহসান হাবীব- অরণ্য নীলিমা।  
 ১৬. ড. নীলিমা ইব্রাহীম- বিশ শতকের মেয়ে।  
 ১৭. আনিস চৌধুরী- সরোবর, সুখের পুতুল।  
 ১৮. মকবুলা মঞ্জুর- আর এক জীবন, অবসন্ন গান।  
 ১৯. আহসান হুফা- ওস্কার।  
 ২০. ইমদাদুল হক মিলন- কালোঘোড়া, হে স্বাধীনতা, যুবরাজ।  
 ২১. হুমায়ন আজাদ- ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল, সবকিছু ভেঙে পড়ে, ফালি ফালি করে কাটা চাঁদ।  
 ২২. আনিসুল হক- জিম্মি, বীর প্রতীকের খোঁজে।  
 ২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- বৌ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি, চোখের বালি, গোরা, নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা, মালঞ্চ, চার অধ্যায়, দুইবোন, যোগাযোগ।  
 ২৪. কাজী নজরুল ইসলাম- ব্যথার দান, রক্তের বেদন, শিউলিমালা।

## Lecture No- 09

**আলোচ্য বিষয়ঃ** আধুনিক যুগ (বিভিন্ন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার, সাহিত্যিক, বাংলা সাহিত্য প্রথম, সাহিত্যিকদের প্রথম, ভাষাবিজ্ঞানী, সমস্কারিত সাহিত্যকর্ম, কিছু সাহিত্যকর্মের উপজীব্য, বিশেষ্যিতি গ্রন্থ)

#### বিস্তারিত আলোচনা :

#### বিভিন্ন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার :

৬২. নদী বক্ষে (উপন্যাস)- কাজী আবদুল ওদুদ।



৬৩. শাস্ত্রত বঙ্গ, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রতিভা, কবি গুরু গ্যাটে- কাজী আবদুল ওদুদ।
৬৪. বেদে, কাকজ্যেষ্ঠ, প্রথম কদম ফুল (উপন্যাস)- আচিন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।
৬৫. 'কয়েকটি গান ও গীতিগুঞ্জ' (গানের সংকলন)- আতুল প্রসাদ সেন।
৬৬. 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬)- অদ্বৈত মল-বর্মণ। (কুমিল-৭ জেলার তিতাস নদীর তীরবর্তী জেলেদের জীবনচিত্র) মোহাম্মদী পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।
৬৭. দিলরুবা, উত্তর বসন্ত (কাব্য)- আবদুল কাদির।
৬৮. কৃষ্ণপক্ষ, সম্রাটের ছবি (গল্প গ্রন্থ)- আবদুল গাফফার চৌধুরী।
৬৯. চন্দ্রবীপের উপাখ্যান (উপন্যাস)- আবদুল গাফফার চৌধুরী।
- ৭০ মহাপতঙ্গ (গল্পগ্রন্থ)- আবু ইসহাক।
৭১. আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, কমলের চোখ, কখনো রং কখনো সুর (কাব্য)- আবু জাফর ওবায়দুল-হ।
৭২. প্রথম যৌবন, শাড়ি বাড়ি গাড়ি (গল্প গ্রন্থ)- আবু রশীদ।
৭৩. আপন যৌবন বৈরী (কাব্য), শিল্পীর রূপান্ধ্র (প্রবন্ধ)- আবু হেনা মোসজ্জা কামাল।
৭৪. আল মাহমুদের প্রকৃত নাম মীর আব্দুল গুরুর আল মাহমুদ।
৭৫. সোনালী কারিন (১৯৭৩), লোক-লোকান্ধ্র, কালের কলস, আদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না, বখতিয়ারের ঘোড়া (কাব্য)- আল মাহমুদ।
৭৬. পানকৌড়ির রক্ত (গল্পগ্রন্থ) আল মাহমুদ।
৭৭. মানচিত্র (কাব্য)- আলাউদ্দিন আল আজাদ। 'স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার/ ভয় কি বন্ধু'- মানচিত্র কাব্যের স্মৃতিস্তম্ভ কবিতা।
৭৮. তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (উপন্যাস) শীতের শেষ রাত, বসন্তের প্রথম দিন (উপন্যাস), কর্ণফুলি (আদিবাসীদের নিয়ে উপন্যাস)- আলাউদ্দিন আল আজাদ।
৭৯. চৌচির, রাঙ্গাপ্রভাত (উপন্যাস)- আবুল ফজল।
৮০. মল্লয়া, মল্লয়া, চন্দ্রবর্তী, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, দস্যু কেনারাম, রূপবতী, কনকলীলা, ধোপার পাট- সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে। এগুলি একত্রে মৈমনসিংগ গীতিকা।
৮১. Linguistic Survey of India জর্জ আব্রাহাম থিয়ার্সন।
৮২. পদ্মাপাড়া, বেদের মেয়ে, মধুমাল, পল-বধু (নাটক)- জসীম উদ্দীন।
৮৩. রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (গানের সংকলন)- জসীম উদ্দীন।
৮৪. তারাক্ষরের ত্রয়ী উপন্যাস- ধাত্রীদেবতা, গণবেদতা, পঞ্চগ্রাম।
৮৫. ঠাকুর মার বুলি- দক্ষিণাঙ্গন মিত্র মজুমদার।
৮৬. ফেরারী (কবিতা) আমলকির মৌ (উপন্যাস)- দিলারা হাসেম।
৮৭. পাষাণী- (কাব্য নাট্য)- ডি এল রায়।
৮৮. জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো- দীনবন্ধু মিত্র।
৮৯. আবৃত্তি শর- নরেনবিশ্বাস।
৯০. আমি বীরঙ্গনা- নীলিমা ইব্রাহীম।
৯১. সনেট পঞ্চাশৎ (কাব্য)- প্রমথ চৌধুরী।
৯২. কি চাহ শঙ্কচিল- মমতাজ উদ্দীন আহমদ।
৯৩. সয়ফুল-মলুক-বদি উজ্জামান-দেনাগাজী।
৯৪. 'লায়লা-মজনু' (কাব্য)- ফারসি কবি জামী।
৯৫. কীর্তিবীলাস-জিসি (যোগেন্দ্র চন্দ্র) গুপ্ত।
৯৬. শ্রীমধুসূদন, বিদ্যাসাগর (জীবনীয় নাটক)- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
৯৭. হাঁসুলি বাঁকের উপকথা- তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায়।
৯৮. ছেঁড়া তার (নাটক)- তুলসী রাহিড়ী।

৯৯. চোরের উপর বাটপারি (প্রহসন)- অমিত্র লালবসু।
১০০. চারপাঠ- অক্ষয় কুমার দত্ত।
১০১. নববাবু বিলাস- ভবানীচরণ।
১০২. সারদামঙ্গল- বিহারীলাল।
১০৩. নির্বাহিনী- দেবেন্দ্রনাথ সেন।
১০৪. রঙ্গজালাল (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস)- ফয়জুল্লাহ চৌধুরানী।
১০৫. কুহু ও কেকা- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
১০৬. মরশিখা- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
১০৭. অর্কেষ্ট্রা- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।
১০৮. দময়ন্তী (কাব্য)- বুদ্ধদেব বসু।
১০৯. পদ্মা মেঘনা যমুনা- আবু জাফর শামসুদ্দীন।
১১০. পুরষ পরীক্ষা- হরপ্রসাদ রায়।
১১১. দেশে বিদেশে (ভ্রমণকাহিনী)- সৈয়দ মুজতাব আলী।
১১২. কড়ি দিয়ে কিনলাম। সাহেব বিবি গোলাম, একক দশক শতক (উপন্যাস)- বিমল মিত্র।
১১৩. বরযাত্রী (ছোট গল্প)- বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
১১৪. বেলা অবেলা কালবেলা- জীবনানন্দ দাশ।
১১৫. জোহরা- মোজাম্মেল হক।
১১৬. গনিত শাস্ত্রের ইতিহাস- কাজী মোতাহার হোসেন।
১১৭. অরণ্য জনপদে- আবদুস সাত্তার।
১১৮. কাগজের নৌকা- টোমেনা আফাজ।
১১৯. হাঙর নদী খেনেড (উপন্যাস)- সেলিনা হোসেন।
১২০. শিক্ষা ও সভ্যতা আতুলচন্দ্র গুপ্ত।
১২১. আবে হায়াত, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর।
১২২. আসমানী পর্দা- আবুল মনসুর আহমদ।
১২৩. ভবিষ্যতের বাঙালি- এস ওয়াজেদ আলী।
১২৪. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা- গোপাল হালদার।
১২৫. মাথকানন, বীরঙ্গনা (পত্রকাব্য)- মধুসূদন দত্ত।
১২৬. ক্রীতদাসের হাসি- শওকত ওসমান।
১২৭. কতো ছবি, কতো গান- খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস।
১২৮. প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে, বিধ্বস্ত নীলিমা- শামসুর রাহমান।
১২৯. আনোয়ারা (উপন্যাস)- নজিবুর রহমান।

#### গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাহিত্যিক :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, মধুসূদন দত্ত, বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মোশাররফ হোসেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ, উইলিয়াম কেরী, বেগম রোকেয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জহির রায়হান, সৈয়দ মুজতাবা আলী, অনুদাশঙ্কর রায়, মুহম্মদ এনামুল হক, সত্যজিৎ রায়, সিকান্দার আবু জাফর, আবু রশীদ, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, সুফিয়া কামাল, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সৈয়দ আলী আহসান, শাহেদ আলী, আবু ইসহাক, হাসান হাফিজুর রহমান, হুমায়ুন আজাদ, সেলিম আল দীন, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আব্দুল-হ আল মামুন, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজ উদ্দিন আহমদ, মামুনুর রশীদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, আল মাহমুদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শামসুর রাহমান, জাহানারা ইমাম, শহীদুল-হ কায়সার, মুনীর চৌধুরী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম (এই লেখকগুলোর লেখা পড়তে হবে এবং এর সঙ্গে ক্লাসে দেয়া লেখকগুলোও ভালোভাবে পড়তে হবে।)

#### বাংলা সাহিত্যের প্রথম :

১. ছাপার অক্ষরে প্রথম বাংলা বই- কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (১৭৭৮)
২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ- কথোপকথন। (১৮০১)

৩. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রণেয়পাখ্যান- ইউসুফ জোলেখা।
৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য- পদ্মিনী উপখ্যান (রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়)।
৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস- আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৭)।
৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস- কমলকুন্ডলা।
৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবি- বিহারীলাল চক্রবর্তী।
৮. বাংলা ভাষার প্রথম প্রহসন নাটক- 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘরে রৌ' (১৮৫৯)।
৯. বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচয়িতা- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
১০. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকী- দিকদর্শন (১৮১৮)।
১১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান নাট্যকার-মীর মশাররফ হোসেন।
১২. মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা- সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১)।
১৩. বাংলা সাহিত্যে প্রথম চলিত রীতির ব্যবহারকারী- প্রথম চৌধুরী।
১৪. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ- বেদান্দু (১৮১৫)।
১৫. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ- পর্তুগীজ বাংলা ব্যাকরণ।
১৬. বাংলা ভাষার প্রথম সামাজিক নাটক- কুলীনকুল সর্বস্ব।
১৭. প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয়- বেঙ্গল থিয়েটার (১৭৯৫)।
১৮. বাংলা কুরআন শরীফের সর্বপ্রথম অনুবাদ- ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।
১৯. প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়- কাশিমবাজারে (১৯০৬)।
২০. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা উপন্যাসিক- স্বর্ণকুমারী দেবী।
২১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকার- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
২২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি নাটক- কৃষ্ণকুমারী।
২৩. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক- ভদ্রাজুন।
২৪. বাংলা সাহিত্যে প্রথম যতিচিহ্নের ব্যবহারকারী- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
২৫. বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম মহাকাব্য- মেঘনাদবধ (১৮৬১)।
২৬. ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ- নীলদর্পণ (১৮৬০)।
২৭. ঢাকার প্রথম বাংলা ছাপাখানা- বাংলা প্রেস (১৮৬০)।
২৮. প্রথম বাংলা অক্ষর খোদাইকারী- পঞ্চগনন কর্মকার।

### বাংলা ভাষা বিজ্ঞানী

১. নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড- A Grammar of the Bengali Language.
২. রামমোহন রায়- গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ- (ক) বাঙালা ব্যাকরণ (খ) বাংলা ভাষা ইতিবৃত্ত।
৪. মুহম্মদ আবদুল হাই- (ক) ভাষা ও সাহিত্যে (খ) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব।
৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়- ভাষা প্রকাশ বাঙালা ব্যাকরণ।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- (ক) শব্দতত্ত্ব (খ) বাংলা ভাষা পরিচয়।
৭. হুমায়ুন আজাদ- তুলনামূলক ঐতিহাসিকভাষা বিজ্ঞান।
৮. মুনীর চৌধুরী- বাংলা গদ্যরীতি।
৯. বঙ্গিম চট্টোপাধ্যায়- বিজ্ঞান রহস্য।

### বিখ্যাত সাহিত্যিকদের প্রথম

নাম	রচনা	রচনার ধরন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	Captive Lady	ইংরেজী রচনা
	শর্মিষ্ঠা	নাটক
	তিলোত্তমা সম্ভব	কাব্য
	মেঘনাদবধ (১৮৬১)	মহাকাব্য
প্যারীচাঁদ মিত্র	আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)	উপন্যাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বেতাল পঞ্চবিংশতি	অনুবাদ গ্রন্থ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৭৭)	উপন্যাস
	ডহন্দু মেলার উপহার (১২৮১)	কবিতা
	বনফুল (১২৮২)	কাব্য
	ভিখরিনী (১৮৭৪)	ছোটগল্প
	রঙ্গচন্দ (১৮৮১)	নাটক
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	Rajmohon's Wife (১৮৬২)	উপন্যাস ইংরেজী
	দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)	উপন্যাস বাংলা
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	প্রবোধ প্রভাকর	কাব্য
রামনারায়ণ তর্করত্ন	কুলীনকুল সর্বস্ব (১৮৫৪)	নাটক
কাজী নজরুল ইসলাম	বাঁধনহারা (১৯২৭০)	উপন্যাস
	মুক্তি (১৩২৬)	কবিতা
	অগ্নিবীণা (১৯২২)	কাব্য
	আলেয়া	নাটক
কায়কোবাদ	ডবরহবিলাপ	কাব্য
নীলিমা ইব্রাহিম	বিশ শতকের মেয়ে	উপন্যাস
নূরুল মোমেন	নেমেসিস (১৯৪৮)	নাটক
ফররুখ আহমদ	সাত সাগরের মাঝি	কাব্য
মুনীর চৌধুরী	ওজাক্ত প্রান্ড্র	নাটক
ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ	ভাষা ও সাহিত্য	গ্রন্থ
শরৎচন্দ্র	মন্দির (১৯০৫)	গল্প
মোতাহার হোসেন চৌধুরী	সংস্কৃত কথা	প্রবন্ধ
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়	পথের পাঁচালী (১৯২৯)	উপন্যাস
মানিক বন্দোপাধ্যায়	পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)	উপন্যাস
জীবনানন্দ দাশ	ঝরা পালক	কাব্য
সুফিয়া কামাল	কেয়ার কাঁটা	গল্প
সুকান্দু ভট্টাচার্য	ছাড়পত্র	কবিতা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	সবিতা	কাব্য
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী (১৮৭৩)	নাটক
	রত্নাবতী	উপন্যাস
	হেনা	গল্প
রামমোহন রায়	বেদান্দুগ্রন্থ	প্রবন্ধ
আবু ইসহাক	সূর্য দীঘল বাড়ি	উপন্যাস
আবুল ফজল	চৌচির	উপন্যাস
	মাটির পৃথিবী	গল্প
	আলোকলতা	নাটক
আবুল মনসুর আহমদ	আয়না	ছোটগল্প

আলাউদ্দিন আল আজাদ	মানচিত্র	কাব্য
	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	উপন্যাস
	জেগে আছি	গল্প
আহসান হাবীব	রাত্রিশেষে	কাব্য
জসীমউদ্দীন	রাখালী	কাব্য
জহির রায়হান	সূর্যগ্রহণ	গল্প
নির্মলেন্দু গুণ	প্রেমাংশুর রক্ত চাই	কাব্য
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ	নাটক
সৈয়দ ওয়ালীউল-হ	নয়নচারী	গল্প
	লালসালু	উপন্যাস
শামসুর রহমান	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	কাব্য
শদীদুল-হ কায়সার	সারেং বউ (১৯৬২)	উপন্যাস
শওকত ওসমান	বনি আদম	উপন্যাস
বন্দে আলী মিয়া	ময়নামতির চর	কাব্য
বেগম রোকেয়া	মতিচূর	প্রবন্ধ

## সম্প্রচারিত সাহিত্যকর্মের তালিকা :

সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা	ধরণ
জননী	শওকত ওসমান	উপন্যাস
জননী	মানিক বন্দোপাধ্যায়	উপন্যাস
দেনা পাওনা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	উপন্যাস
দেনা পাওনা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ছোটগল্প
নীল দর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	নাটক
নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক	উপন্যাস
নীললোহিত	প্রমথ চৌধুরী	গল্প
সাম্যবাদী	খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	পত্রিকা
সাম্যবাদী	কাজী নজরুল ইসলাম	কবিতা
সাম্য	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	প্রবন্ধ
পদ্মাবতী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	নাটক
পদ্মাবতী	আলওল	কাব্য
পদ্মাবতী	সৈয়দ আলী আহসান	গ্রন্থ
মানচিত্র	আনিস চৌধুরী	নাটক
মানচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ	কবিতা
অবিযাত্রিক	বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়	উপন্যাস
অভিযাত্রিক	বেগম সুফিয়া কামাল	কাব্য
ভাষা ও সাহিত্য	ড. মুহাম্মদ শহীদুল-হ	প্রবন্ধ
ভাষা ও সাহিত্য	ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই	প্রবন্ধ
সঞ্চিতা	কাজী নজরুল ইসলাম	কাব্য
সঞ্চিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কাব্য

## বিভিন্ন রচনার উপজীব্য বিষয় :

রচনার নাম	উপজীব্য বিষয়
বউ ঠাকুরানীর হাট	রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বন রচিত
গোরা	১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ
ঘরে বাইরে	স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ ভারতে রাজনীতি
বলাকা	যৌবনের জন্ম মৃত্যু অস্বীকার এবং গতিশীলতার অনুভব

আমার সোনার বাংলা	বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দেশপ্রেম
নির্ব্বরের স্বপ্নভঙ্গ	ঋষিবাৎ বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময়
মরুভাঙ্গর	মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবন কাহিনী
আনন্দ মঠ	দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেম
মেঘনাবধ	ওমায়নের কাহিনী
রক্তাক্ত প্রান্তর	পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ
কবর	১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন	রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী
জঙ্গনামা	কারবালার ইতিহাস
দেশে বিদেশে	আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল শহরের কাহিনী
পদ্মাবতী	চিতোরের রানীর ঘটনাবলী
মহাশ্মশান	পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ
লালসালু	গ্রাম বাংলার সমাজের অশিক্ষা কুশিক্ষা ও ধর্মীয় ভাষ্যমী
চিলে কোঠার সেপাই	১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
আবদুল-হ	তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র
সূর্যদীঘল বাড়ী	পল্লী বাংলার জীবন
পদ্মা নদীর মাঝি	জেলে জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী
সংশপ্তক	গ্রাম ও শহর জীবন
সারেং বউ	গ্রামের দরিদ্র জীবন
রাজবন্দীর রোজনামা	কারাগারে জীবনের অভিজ্ঞতা
কাশবনের কন্যা	জেলে ও বেদনের সুখ দুঃখ ও জীবন কাহিনী
হাজার বছর ধরে	পল্লী বাংলার বাস্তুজীবনের চিত্র
সাত সাগরের মাঝি	ইসলামি মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য
নীল দর্পণ	নীল চাষিদের কর্ষণ চিত্র ও ব্রিটিশদের অত্যাচার

## বাংলা সাহিত্যের বিশেষায়িত গ্রন্থ :

রচনার নাম	উপজীব্য বিষয়
অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ফণীমনসা, ভাঙ্গার গান ,	ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত
প্রলয়শিখা	যে রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়
আনন্দময়ীর আগমনে	যে, কবিতা রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের ১ বছর কারাদণ্ড হয়
বিদ্রোহী	যে কবিতা রচনার জন্য বিদ্রোহী উপাধি পান
হিন্দু মেলায় উপহার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২ বছর বয়সে রচনা করেন এবং প্রথম স্বাক্ষরিত কবিতা

গীতাঞ্জলি	যে রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান এবং এর মূল পাণ্ডুলিপি লন্ডনের টিউব রেল ভ্রমণের সময় হারিয়ে যায়
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	যে কাব্যটি বৈষ্ণব পদাবলির ব্রজবুলি চণ্ডে এবং চ্যাস্টারের গল্প শুনে রচনা করেছেন
শিশুতীর্থ	যে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম ইংরেজিতে রচনা করেন এবং পরে এর বাংলা অনুবাদ করেন
শেষ লেখা	যে কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় এবং তিনি এ কাব্যের নামকরণ করে যেতে পারেন নি
তাসের ঘর	রবীন্দ্রনাথ যে বইটি সুভাষ চন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন
বসন্ত	যে নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন
কালের যাত্রা	যে নাটকটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন
চার অধ্যায়	যে উপন্যাসটি কারাগারে বন্দিদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন
সঞ্চিত	যে কাব্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন
অগ্নিবাহী	যে কাব্যটি বারীন ঘোষকে উৎসর্গ করেন
লিচু চোর, খুশি ও কাঠবেড়ালি	যে কবিতা অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে
রবিহার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে রচনা করেন
কান্ডারী হুশিয়ার	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরোধে যে কবিতাটি রচনা করেন
শ্রীকান্ড	যে বইটি ইংরেজি ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে
পথের দাবী	যে বইটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়
শুভদা	যে বইটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়
নারীর মূল্য	শরৎচন্দ্রের দিদি অনীলা-দেবীর নামে যে বইটি প্রকাশ করেন
ড্রান্ডি বিলাস	যে বইটি শেক্সপিয়ারের Comedy of Errors অবলম্বনে রচনা করেন
বীরাজনা	অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ প্রয়োগ ঘটানো হয়।
তিতোত্তমা সম্ভব	যে কাব্য প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান।
ছায়াময়ী	দাল্ভেজ Divine Comedy অবলম্বনে, যে কাব্যটি রচনা করেন।
অনল প্রবাহ	যে বইটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাকে কারারুদ্ধ করেন।
বনলতা সেন	এডগার এলান পোর To Hellen কবিতা অবলম্বনে যে কবিতা রচনা করেন।
নীলদর্পণ	যে নাটকটি দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চের উদ্দেশ্যে জুতা ছুড়ে মারেন
বসন্ত কুমারী	যে বইটি নবাব আব্দুল লতিফকে উৎসর্গ করেন

## Lecture No- 10 &amp; 11

আলোচ্য বিষয় : আধুনিক যুগ (সংগ্রহ/সম্পাদক, উপাধি/ছদ্মনাম, পুরস্কার, কিছু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থ ও চরিত্র, অন্যান্য তথ্য)।

বিস্তারিত আলোচনা :

রচয়িতা/ সংগ্রহ/ সম্পাদক :

রচয়িতা	সংগ্রহ	সম্পাদক
২২ জন পদ কর্তা	চর্যাপদ (সাড়ে ছেচলি-শটি)	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বড়ু চন্ডিদাস	রসমঞ্জরী	নগেন্দ্রনাথ বসু
আবদুল্লবী	আমির হামজা	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ জুলেখা	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
দৌলতকাজী	সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী, জ্ঞান সাগর	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
শেখ ফয়জুল-াহ	গোরক্ষ বিজয়	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
রাম প্রসাদ	কালীকীর্তন	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
রাম প্রসাদ	ময়মসিংহ গীতিকা	দীনেশচন্দ্র সেন
মুহম্মদ মুকিম	ওল-ই-বকাওলী	বাংলা একাডেমী
ফকীর গরীবুল-াহ	আমির হামজা	বাংলা একাডেমী
আলাওল	পদ্মাবতী	বাংলা একাডেমী
দৌঃউঃ বাহরাম খান	লাইলী মজনু	বাংলা একাডেমী
আলাওল	তোহফা	বাংলা একাডেমী

উপাধি ও ছদ্মনাম :

নাম	উপাধি	ছদ্মনাম
মালাধর	গুণরাজ খান	
মুকুন্দরাম	কবি কঙ্কণ	
বাহরাম খান	দৌলতউজির	
ভারতচন্দ্র	রায় গুণাকর	
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি	
হেমচন্দ্র	বাংলার মিল্টন	
মধুসূদন দত্ত	মাইকেল	
আব্দুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	
বিহারীলাল	ভোরের পাখি	
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের জাদুকর	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি	ভানুসিংহ
নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি	
বঙ্কিমচন্দ্র	সাহিত্য সম্রাট	
ঈশ্বরচন্দ্র	বিদ্যাসাগর	
গোলাম মোস্তফা	কাব্যসুধাকর	

সমর সেন	নাগরিক কবি	
জসীমউদ্দীন	পলীকবি	
মুকুন্দ দাস	চারণ কবি	
শরৎচন্দ্র	অপরাজেয় কথাশিল্পী	
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	
মোজাম্মেল হক	শালিঙ্গুরের কবি	
সুকান্ড	কিশোরকবি	
নজিবুর রহমান	সাহিত্যরত্ন	
শ্রীকর নন্দী	কবিন্দ্র পরমেশ্বর	
আলাওল	মহাকবি	
রামনারায়ন	তর্করত্ন	
শামসুর রাহমান	নাগরিক কবি	
প্রমথ চৌধুরী		বীবরল
বিনয়কৃষ্ণ মুখার্জী		যাযাবর
মধুসূদন মজুমদার		দৃষ্টিহীন
অনন্ড বড়ু		বড়ু চন্ডিদাস
নারায়ন গাঙ্গুলী		সুনন্দ
অচিন্ত্যকুমার		নীহারিকা দেবী
আজিজুর রহমান		শওকত ওসমান
সুনীল গাঙ্গুলী		নীললোহিত
সমরেশ বসু		কালকুট
রাজশেখর বসু		পরশুরাম
বলাইচাঁদ		বনফুল
বিমল ঘোষ		মৌমাছি
নীহারঞ্জন গুপ্ত		বানভট্ট
চার্চন্দ্র মুখার্জী		জরাসন্ধ
কালীপ্রসন্ন সিংহ		হুতোম পৈঁচা
কালিকানন্দ		অবধূত
প্যারীচাঁদ মিত্র		টেকচাঁদ ঠাকুর
মীর মশাররফ		গাজী মিয়া

পুরস্কার/সম্মাননা :

১. কাজী নজরুল ইসলাম- জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৪৫), পদ্মভূষণ পদক (১৯৬০), একুশে পদক (১৯৭৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট (১৯৭৪), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট (১৯৬৯)।
২. গোলাম মোস্তফা- সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬০)।
৩. জসীমউদ্দীন- একুশে পদক (১৯৭৬)।
৪. জহির রায়হান- আদমজি পুরস্কার (১৯৬৪), বাংলা একাডেমিক পুরস্কার (১৯৭২)।
৫. ড. দীনেশচন্দ্র সেন- জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৩১), রায় বাহাদুর উপাধি (১৯২১)।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- নোবেল (১৯১৩), নাইট উপাধি (১৯১৫)।
৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২৩)।
৮. শামসুর রাহমান- বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৯), আদমজি পুরস্কার (১৯৬৩), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।

গোবিন্দ চন্দ্র	স্বভাবকবি	
----------------	-----------	--

৯. সুফিয়া কামাল- বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬)।

১০. সেলিম আলদীন- বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮৪), একুশে পদক (২০০৭)

গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান :

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠাকাল
১. কলকাতা মাদ্রাসা	১৮৮১ খ্রিঃ
২. সংস্কৃত কলেজ	১৭৯১ খ্রিঃ
৩. ব্যাপ্টিস্ট মিশন ও ছাপাখানা	১৭৯৯ খ্রিঃ
৪. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ	১৮০০ খ্রিঃ
৫. হিন্দু কলেজ	১৮১৭ খ্রিঃ
৬. শ্রীরামপুর কলেজ	১৮১৮ খ্রিঃ
৭. বিশপস্ কলেজ	১৮২০ খ্রিঃ
৮. গৌড়ীয় সমাজ	১৮২৩ খ্রিঃ
৯. ব্রাহ্ম মন্দির	১৮২৮ খ্রিঃ
১০. ধর্ম সভা	১৮৩০ খ্রিঃ
১১. জেলা স্কুল	১৮৩৫ খ্রিঃ
১২. তত্ত্ববোধিনী সভা	১৮৩৯ খ্রিঃ
১৩. কাউন্সিল অব এডুকেশন	১৮৪২ খ্রিঃ
১৪. ফ্রি চার্জ কলেজ	১৮৪৩ খ্রিঃ
১৫. বেথুন সোসাইটি	১৮৫১ খ্রিঃ
১৬. বিদ্যোৎসাহিনী সভা	১৮৫৩ খ্রিঃ
১৭. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৮৫৭ খ্রিঃ
১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯২১ খ্রিঃ
১৯. বাংলা একাডেমী	১৯৫৫ খ্রিঃ
২০. আন্দোলনাত্মক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা	২০০১ খ্রিঃ

গ্রন্থ ও চরিত্র :

১. গুণ্য পুরাণ- নিরঞ্জন
২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন- রাধা, শ্রীকৃষ্ণ, বড়াই।
৩. চন্ডীমঙ্গল- ভানুদত্ত, মুরারীশীল, ফুল-রা।
৪. অন্নদা মঙ্গল- ঈশ্বরী পাটনী, হীরা, মালিনী।
৫. সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী- রাজা লোর, মহিষী ময়নামতি।
৬. মহুয়া- মহুয়া।
৭. পদ্মাবতী- পদ্মাবতী।
৮. শকুন্তলা- শকুন্তলা, দুস্মন্দ।
৯. মেঘনাদবধ- রাবণ, সীতা, রাম, চিত্রাঙ্গন, বিভীষণ।
১০. কৃষ্ণকুমারী- কৃষ্ণকুমারী।
১১. কৃষ্ণকাল্পেয় উইল- রোহিনী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর।
১২. দুর্গেশনন্দিনী- আয়েশা, তিতোত্তমা।
১৩. রজনী- শীন্দ্র, রজনী।
১৪. বিশ্ববৃক্ষ- হীরা, নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী।
১৫. নীল দর্পণ- আদুরী, তোরাপ, নবীন মাধব।
১৬. আলালের ঘরের দুলাল- ঠাক চাচা, বাবুরাম বাবু।
১৭. গৃহদাহ- মহিম, অচলা, সুরেশ।
১৮. শ্রীকাল্প-শ্রীকাল্প, ইন্দ্রনাথ, অভয়া, রাজলক্ষী, অন্নদা দিদি।
১৯. দেনা পাওনা- ঘোড়শী, নির্মল।
২০. চিরতরুন- সতীশ, কিরণময়ী, সাবিত্রী।

২১. পল্লী সমাজ- রমেশ, রমা।
২২. পরিলীতা- শেখর, ললিতা।
২৩. দত্তা- বিজয়, বিলাস।
২৪. চিত্রাঙ্গদা- অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা।
২৫. শেষের কবিতা- অমিত, লাভণ্য।
২৬. যোগাযোগ- মধুসূদন, কুমুদিনী।
২৭. ঘরেবাইরে- বিমলা, নিখিলেশ।
২৮. গোরা- গোরা, ললিতা।
২৯. চতুরঙ্গ- দামিনী, শচীশ।
৩০. চোখের বালি- মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী, আশালতা।
৩১. মালিনী- নীরঞ্জা, সরলা, আদিত্য।
৩২. দুইবোন- শর্মিলা, উর্মিমালা।
৩৩. পোস্টমাস্টার- রতন।
৩৪. নষ্টনীড়- চারু।
৩৫. সমাপ্তি- মৃন্ময়ী।
৩৬. ছুটি- ফটিক।
৩৭. একরাত্রি- সুরবালা।
৩৮. কাবুলীওয়ালা- রহমত।
৩৯. শালিড়- চন্দনা।
৪০. জীবিত ও মৃত- কামধিনী।
৪১. রজাক প্রাসঙ্গ- জোহরা, ইব্রাহীম কার্দি।
৪২. পদ্মা নদীর মাঝি- মালা, কুবের, কপিলা।
৪৩. প্রাগৈতিহাসিক- ভিখু, পাঁচী।
৪৪. মহেশ- গফুর, আমিনা।
৪৫. পন্ডিত মশাই- বৃন্দাবন।
৪৬. জোহরা- জোহরা।
৪৭. ফুলের মূল্য- ম্যাগী।
৪৮. জতুগৃহ- শতদল, মাধুরী।

#### অন্যান্য তথ্য :

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সংকলন ও সম্পাদনা করেন হাসান হাফিজুর রহমান।
২. ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ প্রথম সংকলনের সম্পাদক- হাসান হাফিজুর রহমান।
৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী- গানের রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরী এবং সুরকার আলতাফ মাহমুদ। প্রথম সুরকার আব্দুল লতিফ।
৪. ‘সব ক’টা জানালা খুলে দাও না’- এর রচয়িতা- মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু।
৫. বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে বাংলাদেশের প্রকৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে।
৬. বাংলা একাডেমী ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।
৭. ‘মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেরে সুরাসুর’- শেখ ফজলুল করিম।
৮. ‘ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ (১৯২৬)- এর লেখক হচ্ছে- কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, আবুল ফজল।
৯. ঠাক চাচা চরিত্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্র’র ‘আলালের ঘরের দুলাল’- এ আছে।
১০. ‘সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত’- প্রমথ চৌধুরী।
১১. ট্রাজেডি, কমেডি ও ফার্সের মূল্য পার্থক্য- জীবনানুভূতির গভীরতায়।

১২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ভোরের পাখী’ বলে অভিহিত করেন।
১৩. সোনার শিকল, আনোয়ার পাশা, ইস্‌ভুমুল যাত্রীর পত্র- ইব্রাহিম খাঁ।
১৪. ‘ছিয়াত্তরের মশল’ নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে বাংলা ১১৭৬ সালে।
১৫. বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা গীতিকবিতা।
১৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হা প্রধানত একজন ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন।
১৭. রূপসী বাংলার কবি- জীবনানন্দ দাশ।
১৮. মাইকেল মধুসূদনের ‘বীরাঙ্গনা’ পত্রকাব্যে মোট ১১ টি পত্র রয়েছে।
১৯. টি.এস.এলিয়টের ভাবশিষ্য কবি বিষ্ণু দে। তিনি টি.এস.এলিয়েটের কবিতার অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও টি.এস.এলিয়েটের কবিতার অনুবাদ করেন।
২০. শামসুর রাহমানের জন্ম ঢাকা জেলায়।
২১. বরিশালে জন্ম জীবনানন্দ দাশ-এর।
২২. জাহান্নাম হইতে বিদায় (উপন্যাস)- শওকত ওসমান।
২৩. গ্রামীণ জীবনের কুসংস্কারের কথা আছে সৈয়দ ওয়ালীউল-হাের ‘লালসালু’ উপন্যাসে।
২৪. বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র ‘ইন্দ্রনাথ’ শ্রীকান্দ প্রথম পর্ব, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২৫. “সম্মুখে শালিড় পারাপার ভাসাও তরলী হে কর্ণধার তুমি হবে চিরসাথী লও লও হে ক্রোড়পতি- অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারার”- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (হেমসুন্দরী)।
২৬. আমি চাইনা বিচার হাশরের দিন চাই করুণা তোমার ওগো হামি- কাজী নজরুল ইসলাম।
২৭. সাম্য, কমলাকান্দেজ দপ্তর, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত্র, বিবিধপ্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মচরিত, ধর্মতত্ত্ব ও অনুশীলন, শ্রীমদ্ভবদ গীতা (প্রবন্ধ)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২৮. শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭): ছোটগল্প : অনেক দিনের আশা, ঢেউ, পথে জানা নেই, শাহের বানু, দুই হৃদয়ের তীর, পুঁই ডালিমের কাব্য, মরা গাঙ্গের বান, পলিমাটির দেশ। উপন্যাসঃ আলমগরের উপকথা (১৯৪৫), কাশবনের কন্যা (১৯৫৪), আশিয়ানা (১৯৫৫), জীবনকাব্য (১৯৫৬), কাঞ্চনমালা (১৯৬১), জায়জঙ্গল (১৯৭৮), মনের মতো ঠাই (১৯৮৫), সমুদ্র বাসর (১৯৮৬), যার সাথে যার (১৯৮৬), নবান্ন (১৯৮৭)।
২৯. নজরুল এর প্রথম প্রকাশিত লেখা- বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী (গল্প)- ১৩২৩ জৈষ্ঠ-সওগাত/তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা (প্রবন্ধ)- ১৩২৬ কার্তিক-সওগাত/মুক্তি (কবিতা) (১৩২৬) শ্রাবণ- বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা।
৩০. নজরুল ইসলামের ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি ‘লাঙল’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
৩১. “অলীক কুনাট্যের মজে লোকে রাঢ়ে ও বঙ্গে”- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
৩২. কবি কায়কোবাদের আসল নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরায়শী
৩৩. ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট উপাধি দেয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।
৩৪. বাংলা কবিতায় ছন্দ রচনায় এবং ছন্দ উদ্ভাবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৩৫. ‘এ জগতে হয়- সেই বেশি চায়, আছে যার ভূরি ভূরি। রাজার হস্‌ড করে সমস্‌ড কাঙালের ধন চুরি।’- দুই বিধা জমি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩৬. মৈমনসিংগ গীতিকার সংগ্রামক- ড. দীনেশচন্দ্র সেন।

৩৭. “আধুনিক সভ্যতা দিয়েছে বেগ, নিয়েগে আবেগ”- যাযাবর তাঁর ‘দৃষ্টিপাত’ বইয়ে বলেন।

৩৮. জসীম উদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাখালী’- এখানে ‘কবর’ কবিতাটি রয়েছে।

৩৯. ‘ভাষা আন্দোলন’ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রামাণ্য ও মৌলিক গ্রন্থের লেখক বদরুদ্দীন উমর।

৪০. ‘আযান’ কবিতাটির রচয়িতা কায়কোবাদ।

৪১. বাংলা গণ্যে যতি চিহ্নের প্রথম সার্থক ব্যবহারকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়ে থাকে।

৪২. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল।

৪৩. “যে আমাদের দেখিবার পায় অসীম ক্ষমায়/ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি, এবার পূজায় তারে আপনারে দিতে চাই বলি।”- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৪. পৃথিবীর এক প্রাপ্ত হতে অন্য প্রাপ্ত জ্বলন্ত ঘোষণার ধ্বনি তুলে নতুন নিশানা উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে দিগিদিক এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা; শামসুর রাহমান।

৪৫. বাতাসে লাশের গন্ধ (কবিতা)- রবীন্দ্র মুহম্মদ শহীদুল-হ।

৪৬. বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৪৭ কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক- শেখ ফজলুল করিম।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ- যুরোপ প্রবাসীর পত্র ১৮৮১, প্রথম কাব্য- কবিকাহিনী ১৮৭৮ (অ্যানাকাব্য), প্রথম উপন্যাস- বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ১৮৮৩, প্রথম গল্প- ভিখারিনী ১৮৮৪, ঘাটের কথা ১৮৯১, বনফুল- কাব্যোপন্যাস (১৮৭৮-মাসিক পত্রে প্রকাশ এবং ১৮৮০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ)।

৪৯. মুসী মেহেরল-হর জন্ম- ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৬১।

৫০. হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান- নজরুল ইসলাম (এটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা)।

৫১. সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাম ফুল খুব ভালবাসি- নির্মলেন্দু গুণ।

৫২. গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়- নবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার লাবণ্যের উক্তি।

৫৩. উনিশ শতকের খ্যাতনামা বাউল- লালন শাহ।

৫৪. কপোল অর্থ গান-

৫৫. এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে উদ্দেশ্য করে লেখেন।

৫৬. ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি- বঙ্গভঙ্গজনিত জাতীয় আন্দোলনকালে রচিত

৫৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক তারাচরণ শিকদারের অভিজ্ঞান ১৮৫২।

৫৮. প্রথম সার্থক নাটক- মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা- ১৮৫৮।

৫৯. যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের “কীর্তিবিলাস” ১৮৫২- প্রথম বিয়োগান্ধক নাটক

৬০. প্রথম অভিনীত বাংলা মৌলিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নর “কুলীনকুল সর্বস্ব” ১৮৫৪ অভিনীত হয় ১৮৫৭ সালে।

৬১. প্রথম সার্থক বিয়োগান্ধক বা ট্রাজেডি নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী ১৮৬০।

৬২. পুঁথি সাহিত্যের প্রথম লেখক গরীবুল-হ এবং শ্রেষ্ঠ লেখক- সৈয়দ হামজা।

৬৩. প্রথম বাঙ্গালি মুসলমান রচিত নাটক মীর মশাররফ হোসেনের বসন্ত কুমারী ১৮৭৩ এবং সার্থক নাটক জমিদার দর্পণ ১৮৭৩ মীর মশাররফ হোসেনের।

৬৪. আরজ আলী মাতব্বর মূলত একজন দার্শনিক ছিলেন।

৬৫. আশরাফ সিদ্দিকীর প্রথম কাব্য গ্রন্থ- ‘তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা’ (১৯৫০)।

৬৬. সাত ভাই চম্পা, বিষকন্যা, সাড়াও পথিক বর (কাব্য)- আশরাফ সিদ্দিকী।

৬৭. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আহমদ ছফাকে সম্মান সূচক ডি-লিট (১৯৯৩) ডিগ্রি প্রদান করেছে।

৬৮. বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রতিক্রিয়ায় রায়নন্দিনী লেখেন।

৬৯. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩), পত্রিকাটি কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে প্রকাশ করেন কাজল হরিনাথ।

৭০. কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১১ই জৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ (২৪ শে মে, ১৮৯৯) মৃত ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯ শে আগস্ট ১৯৭৬)

৭১. রণসঙ্গীতে ২১ চরণ ‘নতুনগান’ শিরোনাম শিখা (১৯২৮) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৭২. বিদ্রোহী কবিতাটি ‘সাপ্তাহিক বিজলী’ পত্রিকায় প্রকাশ হয়।

৭৩. Give up hunger strike, our literature claims you- রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে লিখেছিলেন।

৭৪. ‘আয় চলে আয়, রে ধুমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু’- রবীন্দ্রনাথের এই বাণী নজরুলের ধুমকেতু (অর্থ সাপ্তাহিক) পত্রিকায় ছাপা হতো।

৭৫. ১৯২৩ সালে ১৫ই অক্টোবর নজরুল জেল থেকে মুক্তি পান।

৭৬. নজরুলের স্ত্রীর নাম আশালতা সেনগুপ্ত, ডাকনাম দুলি, বিয়ের পর পাল্টে প্রমিলা নাম দেন।

৭৭. দৈনিক নবযুগ (১৯২০), ধুমকেতু (১৯২২), লাজল (১৯২৫)- নজরুলের সম্পাদিত পত্রিকা।

৭৮. কালকাতার অ্যালবার্ট হলে ১৯২৯ সালে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয়।

৭৯. “আমি যদি নজরুল হতাম, তাহলে আমার কলমেও ঐ সুর বাজতো”- নজরুলের কবিতা প্রকাশিত কবিতা-মুক্তি (শ্রাবণ ১৩২৬), মুসলিম বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকা।

৮০. নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা-মুক্তি (শ্রাবণ ১৩২৬), মুসলিম বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকা।

৮১. উন্যাস- বাঁধন হারা (১৯২৭), প্রবন্ধ গ্রন্থ- যুগবাণী (১৯২২), প্রবন্ধ- তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা (কার্তিক ১৩২৬), নাটক- ঝিলিমিলি (১৩৩৪)

৮২. রাজবন্দীর জবানবন্দী- ৭/১/১৯২৩ রচনা।

৮৩. ১৯৭২ সালের ২৪ মে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় নজরুলকে বাংলাদেশে আনা হয়।

৮৪. ‘রব্বাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম- নজরুলের অনুবাদ।

৮৫. বাঁধন হারা (১৯২৭), মৃত্যু ক্ষুধা (১৯৩০) কুহেলিকা (১৯৩১) (উপন্যাস) নজরুল।

৮৬. ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা- (গল্পগ্রন্থ)- নজরুল।

৮৭. চোখের চাতক, নজরুল গীতিকা, সুর সাকী, বন গীতি (সঙ্গীত বিষয়ক) নজরুল।

৮৮. চরচিত্র- ধ্রুব (১৯৩৪)- অভিনেতা, পরিচালক, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, পাতালপুরী (১৯৩৫)- গীতিকার, সুরকার।

৮৯. ‘নবশক্তি’ পত্রিকার সম্পাদক- অদ্বৈত মল-বর্মণ।

৯০. বাসন্তী (প্রধান নারী চরিত্র), কিশোর (প্রধান পুরুষ চরিত্র)- ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের।

৯১. অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন।

৯২. ‘বাংলাদেশ’ কবিতাটি অমিয় চক্রবর্তী রচনা করেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়।

৯৩. তিনি ১৯৬০ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার পান।

৯৪. ভারত সরকার কর্তৃক ‘পদ্মভূষণ’ উপাধি (১৯৭০) প্রাপ্ত হন।



৯৫. নজরুল রচনাবলী সম্পাদনা করেন আবদুল কাদির।  
 ৯৬. ‘বুদ্ধির মুক্তি’, আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা আবদুল কাদির।  
 ৯৭. সোনালী কবিন (১৯৭৩), লোক-লোকাস্‌ড্র, কালের কলস, অষ্টাবাদীদের রান্নাবান্না, বখতিয়ারের ঘোড়া (কাব্য)- আল মাহমুদ।  
 ৯৮. পানকৌড়ির রক্ত (গল্পগ্রন্থ) আল মাহমুদ। বিখ্যাত ‘নোলক’ কবিতাটি লোক লোকাস্‌ড্র কাব্য গ্রন্থের। দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকা তার সম্পাদনায় প্রকাশ হতো।  
 ৯৯. আবুল কালাম শামসুদ্দীন আয়ুর বিরোধী গণ আন্দোলনের প্রতিবাদ করায় “সাতর এ খেদমত” ও “সেতারা এ ইমতিয়াজ” খেতাব পেয়েছেন।  
 ১০০. কাজী নজরুল ইসলাম তাকে যুগপ্রবর্তক বলেছেন।  
 ১০১. পলাশী থেকে পাকিস্‌ড্রন- আবুল কালাম শামসুদ্দীন।  
 ১০২. ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার আবুল ফজল।  
 ১০৩. আবুল ফজল ‘রেখাচিত্র’ গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার পান।  
 ১০৪. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু- আবুল মনসুর আহমদ সত্র মিথ্যা, জীবন ক্ষুধা, আবে হায়াত (উপন্যাস)  
 ১০৫. জসমি উদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাখারীর’ অস্‌ড্রুজ ‘কবর’ কবিতা চাত্রাবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ে সিরেবাস ভুক্ত হয়।  
 ১০৬. তার জন্ম ১রা জানুয়ারী ১৯০৩ মৃত্যু ১৩ই মার্চ ১৯৭৬।  
 ১০৭. জসীম উদ্দীনেরকে বিশ্বভারতী ডি-লিট ডিগ্রী প্রদান করেন।  
 ১০৮. রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দাশের কবিতাকে ‘চিত্ররূপময়’ বলেছেন।  
 ১০৯. ধূসর কবি, তিমির হনের কবি, নির্জনতার কবি, রূপসিবাংলার কবি, শুদ্ধতম কবি-জীবনানন্দাশ।  
 ১১০. তিনি ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে ট্রামের নিচে পড়ে মারা যান।  
 ১১১. ভারত সরকার দীনেশচন্দ্র সেনকে জগন্নাথিণী (১৯৩১) পদক ও বাহাদুর ৯১৯২১) উপাধি দেন

### বাড়ির কাজ ৪

- বাংলায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?
- আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায় কোনটি?
- ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম কে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন?
- ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকটি কোন ঘটনা অবলম্বনে রচিত?
- আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক কে?
- শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ড উপন্যাসটি কয় খন্ডে রচিত?
- ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন দুটির রচয়িতা কে?
- ‘মুক্তক’ ছন্দের প্রবর্তক বলা হয় কাকে?
- যুগসন্ধিক্ষনের কবি বলা হয় কাকে?
- কায়কোবাদের ‘মহাশ্মশান’ কোন ঘটনা অবলম্বনে রচিত?
- ‘মৌরীফুল’ নামক ছোটগল্পের রচয়িতা কে?
- ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদকের নাম কি/
- ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
- ‘শালিডুপুরের কবি’ বলা হয় কাকে?
- ‘জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে’- এই কবিতাংশটুকুর কবি কে?
- ‘রহমত’ চরিত্র কোন গল্পের?
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?
- চারপাঠ- কার লেখা?
- ‘ছেড়া তার’ বইটির লেখক কে?
- ‘অমাবস্যা’ উপন্যাস কে রচনা করেন?
- মূল রামায়ণ কোন ভাষায় রচিত?
- গাজী মিয়াবর বস্‌ড্রনী- কি ধরনের রচনা?
- বীর বলের হালখাতা- কি ধরনের রচনা?
- জীবনানন্দ দাশ কত সালে বনলতা সেন কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন?

- হ-য-ব-র-ল- কার লেখা?
- উত্তরাধিকার- কার লেখা?
- অব্যক্ত- কার লেখা?
- অরন্য সংস্কৃতি- কার লেখা?
- বিশ শতকের মেয়ে- কার লেখা?
- মোস্তাফা চরিত- কার লেখা?
- মনিচুর- কার লেখা?
- অবাক পৃথিবী- কার লেখা?
- হিং টিং ছুট কবিতাটি- কার লেখা?
- কুসুম, শশী- কোন উপন্যাসের চরিত্র?
- শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ কাকে বলা হয়?
- বেগম রোকেয়ার জন্মসাল কত?
- কাজী নজরুল ইসলাম কবে একুশে পদক পান?
- ‘হুতোম প্যাঁচা’- কার ছদ্মনাম?
- ‘যে দেশে মানুষ বড়’ কোন ধরনের রচনা?
- মাল্যদান- কার উপন্যাস?
- পূর্ব বঙ্গ গড় গীতিকা সম্পাদনা করেন কে?
- কঙ্কি অবতার- কার প্রহসন?
- পাখির বাসা- কার লেখা কবিতা?
- কষ্টিপাথর উপন্যাস- কার লেখা?
- পথের পাঁচালী কবে রচিত হয়?
- গ্রাগৈতিহাসিক ছোট গল্প কার লেখা?
- বাংলাদেশে প্রথম যে ছাপখানা প্রতিষ্ঠিত(১৮৪৭-৪৮)হয় তার নাম কি?
- ব্রাহ্ম সমাজ কবে গঠিত হয়?
- কবর কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
- তোমরাই- নাটকের রচয়িতা কে?